উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৪,৬৪৯.৮৪ (+৩৮২.৫০)
নিফটি : ২৩,৪৮৩.৫৫ (+১০০.৯৫)

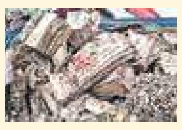

উইয়ে খাওয়া টাকার পাহাড় ইউনিয়ন রুমে ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩৬° সর্বনিম্ন ২৪°	সর্বোচ্চ ৩৭° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৭° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৫° সর্বনিম্ন ২৪°

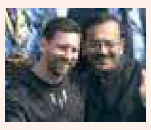

মেসি কাণ্ডে থানায় তলব অরূপকে ৭

আমি ছিলাম কেপ্ট বয়ফ্রেন্ড
অকপট ললিত মোদি ১০

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 3 June 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 16

ভেন্টিলেশনে উত্তরের বেসরকারি পরিবহণ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২ জুন : এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এমনিতেই জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি আর টোটো-অটো-ম্যাক্সিক্যাবের দাপটে বেসরকারি বাস মালিকদের নাভিশ্বাস উঠছিল। ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা পয়সায় যাতায়াতের মতো সরকারি সিদ্ধান্তে বেসরকারি বাস মালিক ও কর্মীরা যেন 'কোমা'-য় চলে গিয়েছেন। কোচবিহার থেকে মালদা সর্বত্রই এক ছবি- বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যাত্রীদের জন্য হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চালক-কনডাক্টররা।

পরিস্থিতি কতটা খারাপ, তা বোঝাতে গিয়ে নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক প্রণব মানি বলছেন, 'এত সরকারি বাস হয়ে যাওয়ায় এখন বেশিরভাগ মানুষ সরকারি বাসেই যাতায়াত করেন। আমরা হয়তো শতকরা ২৫-৩০ জন যাত্রী পাই। সেটাও এবার থাকবে না।' তাঁর বক্তব্য, 'এতদিন আইসিইউতে থাকা বেসরকারি যাত্রী পরিবহণ খুব শীঘ্রই ভেন্টিলেশনে চলে যাবে। সরকার সিদ্ধান্ত বদল

মহিলা যাত্রীদের জন্য সরকারি বাস 'ফ্রি'

বা বেসরকারি যাত্রী পরিবহণকে টিকিয়ে রাখা নিয়ে চিন্তাভাবনা না করলে আমাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।' তিনি মনে করেন, 'সরকার জ্বালানির ওপর থেকে শুল্ক কমিয়ে কিছুটা রেহাই দিতে পারে।'

জলপাইগুড়ি ম্যাক্সি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সম্পাদক দিলীপ সাহা সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন, '২-৩ দিনের মধ্যে বাসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। একদিকে ডিজেলের দাম বাড়ছে। তার মধ্যে যাত্রী নেই। চালক-খালাসি কতদিন খালি পকেটে বাড়ি যাবে? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, আমাদের ট্যাক্স, ইনসুরেন্স সব মকুব করা হোক। পেপার ওয়ার্কে যা খরচ সেটা মেটাব নাকি গাড়ি চালানোর ডিজেল কিনব?'

রাজ্যে বিধানসভা ভোট মিটতেই হুহু করে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। গত সরকারের আমল থেকে বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনগুলো ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিল। সে দাবি নিয়ে কোনও আলোচনা পর্যন্ত করেনি পূর্বতন সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকারের পরিবহণমন্ত্রী কবে দায়িত্ব নেবেন, তারও ঠিক নেই। এই পরিস্থিতিতে ভাড়া বাড়ানো বিশবাঁও জলে। তার ওপর মহিলা যাত্রীদের জন্য সরকারি বাস 'ফ্রি' হয়ে যাওয়ায় আর বাঁচার রাস্তা দেখছেন না বেসরকারি পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকরা।

এরপর আটের পাতায়

খাঁখাঁ রোদে পুড়ছে উত্তর। তপ্ত দুপুরে একটু স্বস্তির খোঁজে জলে ডুব। জলপাইগুড়িতে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পদ্ম কর্মীকে মার, স্ত্রীকে নিগ্রহ

তৃণমূল কাউন্সিলার সহ ধৃত পাঁচ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২ জুন : বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা ও তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় মাল পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার অজয় লোহার সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতদের তালিকায় অজয়ের ভাই আনন্দ লোহার, অজয়ের অনুগামী রাহুল সাউ এবং আকাশ গুপ্তা ও বিকাশ গুপ্তা নামে দুই ব্যবসায়ী ভাই রয়েছেন। আবাস প্রকল্পের জন্য টাকা দিলেও তার রসিদ না দেওয়া এবং তা চাইতে গেলে বিজেপি কর্মী বিপুল বর্মনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে দাবি। গোটা ঘটনাটিকেই সাজানো ঘটনা বলে দাবির পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে অজয় জানিয়েছেন। মালবাজার থানা সূত্রে খবর, ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

সোমবার রাতের ঘটনা। অভিযোগ জনাদশেক ব্যক্তি ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের পাড়ে চৌপথিতে বিপুলের পথ আটকে দাঁড়ায়। গলা টিপে মাটিতে ফেলে লাঠি ও রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। চিৎকার শুনে বিপুলের মা ও স্ত্রী ঘটনাস্থলে এলে তাঁদের পরনের শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিবেশী সৌরভ রায়কেও মারধর করার পর একটি গাড়িতে করে হামলাকারীরা পালায়। পরে বিপুলকে উদ্ধার করে মালর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আপাতত সেখানে চিকিৎসাধীন। হামলা ও শ্লীলতানির অভিযোগ জানিয়ে বিপুলের স্ত্রী প্রীতিলতা বর্মন

- মালবাজারে তৃণমূলের কাউন্সিলার অজয় লোহার সহ আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- আবাস প্রকল্প নিয়ে ঘটনায় পদ্ম কর্মীকে খুনের চেষ্টা ও তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ
- গোটা ঘটনাটিকেই সাজানো ঘটনা বলে দাবির পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে অভিযুক্তরা জানিয়েছে

মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ রাতে প্রথমে আকাশ ও বিকাশকে গ্রেপ্তার করে। তারপর কাউন্সিলার, তাঁর ভাই ও রাহুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাসখানেক আগে ঘটনার সূত্রপাত। আকাশ ও অজয়ের বিরুদ্ধে মালবাজার থানায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়।

এরপর আটের পাতায়

কৃষ্ণের ছায়া সরতেই রায়পুর খোলার চেষ্টা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : কৃষ্ণ দাসের দাপাদাপি থামতেই শ্রমিকদের পাশে নিয়ে বন্ধ রায়পুর চা বাগান খোলার প্রক্রিয়া শুরু করলেন মুম্বইয়ের মালিক। বাগানে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। প্রায় আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও তিনি বাগান খুলতে পারেননি। অভিযোগ, বন্ধ বাগান থেকে একচেটিয়া কাঁচা পাতা বিক্রি করতেন কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গী প্রধান হেমব্রম। শ্রমিকদের ২০০ টাকা মজুরি দিয়ে তাঁদের থেকে আবার তোলা আদায় করা হত। মুম্বইয়ের মালিক যাতে কোনওমতেই বাগান খুলতে না পারেন, সেজন্য রীতিমতো ছক কষেছিলেন কৃষ্ণ ও প্রধান হেমব্রম।

গত তিন দশকে আটবার রায়পুর চা বাগান বন্ধ হয়েছে এবং খুলেছে। বাঙালি মালিকানাধীন কোম্পানি অমৃতপুর টি এস্টেটের নামে জমির লিজ থাকলেও তিন দশকে চারজন নতুন মালিক বাগান পরিচালনার দায়িত্বে এসেছিলেন। শেষ মালিক ছিলেন দক্ষিণ ভারতের, যাঁকে দিয়ে তৃণমূল সরকার বাগান খুলিয়েছিল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রায়পুর চা বাগানের ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে যান। রাজ্য শ্রম দপ্তর ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রায়পুরকে বন্ধ চা বাগানের স্বীকৃতি দিয়ে ফাওলই চালু করেছিল।

এই চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন প্রধান হেমব্রম, যিনি কৃষ্ণ দাসের ডানহাত হিসেবে পরিচিত। বাগানে ঘুরলেই শোনা যায়, কৃষ্ণের পরামর্শে রায়পুর চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ২০১৯ সালে একটি স্বঘোষিত কমিটি গঠন করেন প্রধান। বাগানের কাঁচা পাতা বিক্রি করে শ্রমিকদের সপ্তাহে দু'দিন ১৫০-১৮০ টাকা মজুরি দিত সেই কমিটি।

এরপর আটের পাতায়

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে

মমতার পাশে হাতেগোনা সাংসদ, বিধায়ক

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন : ভোট-বিপর্যয়ের পর প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও প্রতি পদে হোঁচট খেয়েছে কর্মসূচি। তৃণমূল নেত্রীর ঘোষণা থাকলেও তিনি রানি রাসমণি রোডে ধর্নায় বসতে পারেননি। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। শেষপর্যন্ত ওয়াই চ্যানেলে সভা করলেও উপস্থিতিতে বিরাট ধাক্কা। সদ্য বহিষ্কৃত দুজনকে বাদ দিলে তৃণমূলের ৭৮ জন বিধায়কের মধ্যে শামিল হন মাত্র ৬ জন। উপস্থিত সাংসদের সংখ্যা সাকুল্যে ৫।

সভার ছন্দপতন হয়েছে বারবার। বিশৃঙ্খলার জেরে কয়েকবার ভাষণ থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জেরে কয়েকবার তিনি খেইও হারিয়ে ফেলেছেন। 'বেঁচে থাকলে বিজেপিকে সরাবই' আস্ফালন করেছেন বটে। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কোনও রূপরেখা ঘোষণা করেননি। আপাতত কোনও কর্মসূচিও নেই। একসময় যাঁর ডাকে গোটা কলকাতা স্তব্ধ হত, যার জনসভার জন্য ধর্মতলায় বিশাল মঞ্চ থাকত, মঙ্গলবার তার কিছুই ছিল না।

না জমকালো মঞ্চ, না বড় লাউডস্পিকার। বাসস্ট্যান্ডের এক কোণে ত্রিপল আর সাধারণ ম্যাট পেতে বসে তৃণমূল নেত্রী। হাতে হ্যান্ড মাইক। বিধায়কদের দলবদলের জল্পনার মাঝে মমতার পাশে ছিলেন শুধু দলের 'ওল্ড গার্ড' শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, দোলা সেন এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ নেতারা। সুযোগ পেয়ে মমতার কর্মসূচিকে তাচ্ছিল্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন তিনি।

সেখানেই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এত দুরবস্থা আমি জানতাম না। দেড়শোটা লোকও আসেনি। সাংবাদিকরাই ছিলেন দুশোজনের মতো। সাংবাদিকরা না থাকলে তো আরও করুণ অবস্থা হত। দলটার অবস্থা তো ফলতার মতো হয়ে গেল। রাজ্যসভা, লোকসভা মিলিয়ে এতজন সাংসদ। গেলেন মাত্র ৩ জন এমপি, ৬ জন বিধায়ক।' তৃণমূল নেত্রী অবশ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের আশ্বস্ত করার মরিয়া চেষ্টা করেন ভাষণে। প্রবল গরমে আরও অনেক নেতার সঙ্গে কার্যত রাস্তায় বসেছিলেন তিনি।

মাইক হাতে পুরোনো মেজাজে ফেরার চেষ্টায় বিধ্বস্ত মমতা।

এরপর আটের পাতায়

মডেল গ্রাম বানাচ্ছে 'সুপার থার্টি'

স্কুল ও কলেজের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী মিলে স্বেচ্ছাশ্রমে বক্সা টাইগার রিজার্ভে থাকা পানিঝোরা গ্রামকে মডেল হিসেবে গড়েপিটে নিতে বদ্ধপরিকর।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ জুন : ফুগ্গা সিং, কুসুমদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? বিহারের খ্যাতনামা অঙ্ক বিশেষজ্ঞ আনন্দ কুমারের বাস্তব জীবন এবং তাঁর বিখ্যাত 'সুপার ৩০' শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে ২০১৯ সালে এই নামেই একটি সিনেমা তৈরি হয়েছিল। আইআইটি'র দরজা তাদের সামনে খুলে দিতে আনন্দের ভূমিকায় অভিনয় করা হৃত্বিক রোশন ৩০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে সেই সিনেমায় একটি বিশেষ ব্যাচ বানিয়েছিলেন। ফুগ্গারা ছিল সেই দলেরই সদস্য। কথায় বলে, বাস্তবের উপর ভিত্তি করেই সিনেমা তৈরি হয়। কিন্তু উলটোটা? এমন অনেক নজিরই আছে। তালিকায় এবার আরও এক নতুন সংযোজন। বলিউড থেকে অনেকটাই দূরে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত পানিঝোরা গ্রামে তৈরি হচ্ছে আরও এক নতুন 'সুপার থার্টি'। কুসুমদের লড়াই যেখানে ছিল দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া, আলিপুরদুয়ারের লড়াকু ৩০-এ শামিল সমীর টোপ্পো, সুধা টোপ্পোদের লক্ষ্যটা আরও বড়। গোটা গ্রামের ভালোর পাশাপাশি ওরা আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। নিজেদের অবহেলিত গ্রামটিকে একটি আদর্শ মডেল গ্রাম হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরতে তারা যেন গল্পের সেই কচ্ছপের মতো ধীর অথচ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। স্কুল ও কলেজের এই ৩০ জন ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রামের ভাগোল বদলে এক নতুন ইতিহাস লিখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পানিঝোরা গ্রামের নাম শুনে অনেকেরই নিশ্চয়ই বইগ্রামের কথা মনে পড়বে। বাস্তবে বছর দুয়েক আগে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতরে থাকা কালচিনি ব্লকের এই গ্রামটিকে 'বইগ্রাম' হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। এর পর থেকেই এই নিভৃত গ্রামে অনেক জ্ঞানীগুণীর পা পড়তে থাকে। বইয়ের প্রতি এক বিশেষ টান এবং সামাজিক কাজের দিকেও গ্রামের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ঝোঁক বাড়তে থাকে। তাদের মধ্যে ১৩ থেকে ২৩ বছর বয়সি ৩০ জনকে নিয়ে নতুন ধরনের একটি দল তৈরি করা হয়। এই দলের ছেলেমেয়েরাই স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রামের ছবি সম্পূর্ণ বদলে ফেলার কাজ করছে। শুধু নিজেরা সচেতন হওয়া নয়, ওরা গ্রামের অন্য বাসিন্দাদেরও সচেতন করার কাজে নেমেছে। গাছ লাগানো ও যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলা নিয়ে যেমন সাধারণ মানুষকে ওরা সচেতন করছে,

এরপর আটের পাতায়

ম্যাঙ্গো ট্যুরিজমের ভাবনা মালদায়

মডেল বাগানে আমের ইতিহাস, আমজাত খাদ্যের তথ্য

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২ জুন : টি ট্যুরিজমের আদলে এবার আম পর্যটন। মালদায় কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে এমনই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের মধ্যে। পাশাপাশি, এখানকার আমকে ব্র্যান্ডের মোড়কে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিতি দিতেও একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যে কারণে প্রশাসনিক আধিকারিকদের রেখে ১১ জনের একটি বিশেষ দল গঠন করাও হতে পারে। যার চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুরের। তিনি বলেন, 'মালদা জেলার আম নিয়ে আমরা নানা চিন্তাভাবনা করছি। একটি কমিটি তৈরি করে আমরা সমস্ত পদক্ষেপ নিতে চলেছি।' জেলা প্রশাসনের চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত হলে মালদার অর্থনীতি অনেকটা বদলে যেতে পারে বলে মনে করছেন আমচাষি থেকে ব্যবসায়ীরা।

এক বাগানে আম ভাঙার কাজ চলছে।

এবার পর্যটনের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটছে আমের। দেশীয় পর্যটকদের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের মালদার আমের প্রতি আগ্রহ থাকায় ম্যাঙ্গো ট্যুরিজমের চিন্তাভাবনা জেলা প্রশাসনের। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের তরফে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, জেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় একটি আমবাগান বেছে নিয়ে ওই বাগানকে মডেল আমবাগানের রূপ দেওয়া। প্রয়োজনে সেখানে বিভিন্ন মডেল, আমের ইতিহাস, আমজাত খাদ্যের ধরন সহ নানা প্রয়োজনীয় তথ্য রাখা হতে পারে। ওই মডেল বাগানেই আমজাত খাদ্যসামগ্রী বিক্রি নিয়েও চিন্তাভাবনা করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, ঠিকমতো প্রচার করতে পারলে, আমের টানে মালদাতেও ছুটে আসবেন পর্যটকরা। পাশাপাশি, জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত জেলার আমকে ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রির প্রচেষ্টায় দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি আসতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। আমের ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে জেলা ও রাজ্য স্তরে আম উৎসবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে জেলা প্রশাসন। মালদার আম বিদেশে রপ্তানির জন্য ইতিমধ্যে অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (অ্যাপেডা) সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। সমস্ত সরকারি ওয়েবসাইটে মালদার আমের প্রচার নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। পরিকল্পনা হয়েছে, আমচাষ থেকে রপ্তানি পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত কর্মীদের নিয়ে আমের স্বাস্থ্য শিবির করার।

রতুয়া-২ ব্লকের আমচাষি তথা ব্যবসায়ী লোকনাথ কুমার বলেন, 'প্রশাসন যে উদ্যোগ নিতে চলেছে তা বাস্তবায়িত হলে জেলার অর্থনীতি অনেকটা বদলে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে মালদার আমকে ব্র্যান্ড করতে হলে প্রথমে ভারতীয় বাজারে মালদার আমের চাহিদা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশনকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যাতে ভিনরাজ্যের যাত্রীরা মালদার ভালো আম নিতে পারেন। এতে বিভিন্ন রাজ্যে মালদার আমের সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়বে।' প্রতিবছরই দিল্লিতে আমের হাট বসে। সেখানে মালদার অনেকেই আম পাঠান। যে কারণে দিল্লিতে দিন-দিন মালদার আমের কদর বাড়ছে। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এয়ারপোর্ট বলে মনে করেন অনেকেই।

শ্বশুর, স্বামীকে অপহরণের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ২ জুন : আদালত চত্বর থেকে শ্বশুর ও স্বামীকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ আদালতের মূল গেটের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় আটক দুই।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্ণিয়া গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে বিহারের কাটিহার জেলার বলরামপুর থানার মহিশাল গ্রামের এক তরুণীর বিয়ে হয়। কিন্তু, মাস চারেক আগে ওই তরুণ স্ত্রীকে মারধর করে ঘরছাড়া করে বলে অভিযোগ। ভাটোল ফাঁড়িতে এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন বধূ। ওই মামলায় জামিন নিতে এদিন আদালতে আসেন তরুণ ও তাঁর বাবা। এরপর ওই তরুণী ও তাঁর মা আদালত চত্বরে এসে তাঁদের টোটোতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ মহিলা থানায়। মহিলা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দুই অভিযুক্তকে আটক করে মহিলা থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

রেলের আয় দ্বিগুণ

আলিপুরদুয়ার, ২ জুন : চলতি বছর মে মাসে যাত্রীদের কাছ থেকে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের।বিনা টিকিটে যাত্রার জন্য ৩৮৯৪১টি মামলা হয়েছিল। তারপরই বিনা টিকিটে যাত্রা এবং লাগেজ বুকিং না করার জন্য আর্থিক জরিমানা থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আয় হয়েছে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর। গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আয় হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চালতাবনে প্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি

বেগুনি জারুলের মোহে বিপদ পদে পদে

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ২ জুন : ওদলাবাড়ির নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপরূপ ক্যানভাস। একদিকে বিস্তীর্ণ চালতাবন, আর তার বুক চিরে বয়ে চলা নদী ও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের গম্ভীর অথচ স্নেহময় আলিঙ্গন। এই চালতাবন যেন প্রকৃতির এক নিজস্ব রূপকথার জগৎ। বন্যপ্রাণীদের নিশ্চিন্ত পদচারণা আর পাখিদের বিরামহীন কলকাকলিতে সারাদিন এখানে এক মায়াবী সুর বাজতে থাকে। চারদিকে সবুজের এক সুবিশাল সমারোহ, যা শহুরে কোলাহল থেকে আসা ক্লান্ত ভ্রমণপিপাসুদের মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। আর গ্রীষ্মকাল এলে তো কথাই নেই! সবুজ অরণ্যের মাঝে বেগুনি জারুল ফুল যখন থোকায় থোকায় ফুটে ওঠে, তখন পুরো বনভূমি হয়ে ওঠে মায়াবী। নদীর জলের কুলকুল শব্দ আর জারুলের এই অপূর্ব যুগলবন্দি কালিম্পং বন বিভাগের অন্তর্গত এই চালতাবনের আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই শান্ত অরণ্যে ইদানীং নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছিল। প্রকৃতির এই নিজস্ব ছন্দে তাল কাটছিল ছবি শিকারিদের দাপাদাপি। চালতাবনের এই আকর্ষণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকে পড়ছিলেন অনেকেই। বনকর্মীদের নজর এড়িয়ে কেউ সেখানে পৌঁছে যাচ্ছিলেন রিলস বানানো, সেলফি তোলার আশায়। সামাজিক মাধ্যমে চালতাবনের রিলসের এখন ছড়াছড়ি।

চালতাবনের এই নিভৃত পথ আসলে হাতির দলের যাতায়াতের রাস্তা। বন্যপ্রাণীদের নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা ও সুরক্ষার কথা ভেবেই

ওদলাবাড়ির চালতাবন।

বন দপ্তর থেকে এখানে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা বোর্ড টাঙানো হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! সামাজিক মাধ্যমের এক আজব মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, কিছু মানুষ লুকিয়ে ঢুকে পড়ছিলেন এই সংরক্ষিত অরণ্যের অন্দরে। তবে যে পথে চালতাবনে পা রাখতে হয়, সেখানে কিন্তু পদে পদে বিপদ। কালভার্টের নীচ দিয়ে অনেকেই বাইক, এমনকি ছোট গাড়ি নিয়েও ঢুকে পড়ছিলেন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। কিছুদিন আগে এখানে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে গিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল একটি পরিবারকে। বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের গাড়ি আটকে ছিল। পাহাড়ি নদীতে যে কোনও সময়ে হড়পার আশঙ্কাও থাকে। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল প্রকৃতিপ্রেমী ও বনকর্মীদের কপালে। পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্র বলেন, 'চালতাবন সবাইকে কাছে টানলেও, প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সকলকেই নিতে হবে।' একই বক্তব্য নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির অন্যতম কর্মকর্তা নফসর আলির গলাতেও। তাঁর মত, শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে ক্ষণিকের জনপ্রিয়তার জন্য বা ট্রেন্ডিং হওয়ার নেশায় প্রকৃতির নিজস্ব আঙিনায় এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

অবশেষে বন্যপ্রাণীদের এই 'শান্তিনিকেতন' বাঁচাতে কড়া হাতে হাল ধরেছে বন দপ্তর। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মানুষের এই অনধিকার প্রবেশ পুরোপুরি রুখতে এখন সেখানে তৈরি হয়েছে বনকর্মীদের এক বিশেষ নজরদারি দল। তাঁরা দিনরাত এক করে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে কড়া পাহারা দিচ্ছেন। বন দপ্তরের আধিকারিকরা কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নির্দেশিকা অমান্য করে কেউ যদি জঙ্গলে ঢোকেন বা পিকনিক করার চেষ্টা করেন, তবে কড়া জরিমানা করা হবে। এই কড়া নজরদারির ফলে আপাতত চালতাবনে অবৈধ প্রবেশ অনেকটাই বন্ধ হয়েছে বলে দাবি বন দপ্তরের। জঙ্গল আবার ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে তার নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা। হাতিও হয়তো আবার নির্ভয়ে পার হচ্ছে তাদের পুরোনো চেনা পথ।

ওআরএস, গ্লুকোজ কুনকিদের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২ জুন : জ্যৈষ্ঠের তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে উত্তরবঙ্গ। ডুয়ার্সজুড়ে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী পারদ। এই পরিস্থিতিতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে পাহারা, টহলদারি ও পর্যটকদের সাফারির অন্যতম ভরসা ২৬টি কুনকি হাতি এবং একটি শাবককে সুস্থ রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল। প্রচণ্ড তাপ থেকে হাতিগুলিকে রক্ষা করতে তাদের খাদ্যতালিকা, পরিচর্যা এবং দৈনন্দিন রুটিনে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফে। বন দপ্তর জানিয়েছে, গরমে হাতিদের শরীরে জলের ঘাটতি যাতে না হয়, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনের স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি তাদের জন্য রাখা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ, শসা, লাউ, পাকা কলা সহ নানা ফল ও সবজি। ডিহাইড্রেশনের আশঙ্কা এড়াতে পানীয় জলের সঙ্গে নিয়মিত

গরমে স্নান কুনকির। গরুমারায়।

ওআরএস ও গ্লুকোজও দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, পিলখানার ২৬টি পূর্ণবয়স্ক কুনকি হাতির পাশাপাশি বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে দলের একমাত্র ছোট শাবকটির ওপরেও। পশু চিকিৎসকদের পরামর্শে তার জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া তার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে রাখতেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্যতালিকার পরিবর্তনের পাশাপাশি হাতিদের শরীর ঠান্ডা রাখতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন দু'বার করে তাদের নদী বা জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ স্নান করানো হচ্ছে। দুপুরের চড়া রোদে হাতিদের দিয়ে কোনও ভারী কাজ করানো হচ্ছে না। জঙ্গল টহল বা পাহারার মতো কাজ ভোরবেলা কিংবা বিকেলের দিকে, তাপমাত্রা কিছুটা কমলে তবেই করানো হচ্ছে।

এ ছাড়াও পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, জঙ্গল থেকে কাজ সেরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই হাতিদের জল পান করানো হচ্ছে না। আগে অন্তত আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে, তারপর তাদের জল খাওয়ানো হচ্ছে। এতে হঠাৎ শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের ঝুঁকি কমছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এ নিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রচণ্ড গরমের সময় কুনকি হাতিদের সুস্থ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শাবকটির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। পশু চিকিৎসকদের দল নিয়মিত হাতিগুলির শারীরিক অবস্থা, শরীরের তাপমাত্রা এবং পায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন।' বন দপ্তরের দাবি, তাপপ্রবাহের মধ্যেও এই বিশেষ পরিচর্যা ও নজরদারির ফলে গরুমারার পিলখানার সদস্যরা আপাতত সুস্থ ও চনমনে রয়েছে। আগামীদিনেও আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জারি থাকবে।

E-Tender

The NDC, DD invites e-tenders from the bonafied & qualified bidders for the different works or procurement vide E-NIT No. E-NIT No.- 1098/2026 Dt. 01.06.2026 (SI-01 & 02), 1099/2026 Dt. 01.06.2026 (2nd Call) under Dakshin Dinajpur District. The last date for submission of bid is 19.06.2026 upto 6.00 P.M. The other details are available on **wbtenders.gov.in / dinajpur.nic.in**

Sd/- Nezarath Deputy Collector, Dakshin Dinajpur

ENGAGEMENT OF SENIOR LEGAL CONSULTANTS

Applications are invited by the Superintendent of Police Jalpaiguri for the Engagement of 02 (Two) Senior Legal Consultants on a contractual basis. HOW TO APPLY : Visit our website : https://jalpaiguripolice.wb.gov.in. for application form and details of the post, including eligible criteria, responsibilities (nature of job), terms of engagement, application procedure etc. The application along with relevant enclosure should be sent to the address of Jalpaiguri District Police through speed post or through mail via Email ID: legalcelljpg@gmail.com on or before 12.06.2026.

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice

Tender is invited for "Providing of General Duty Attendant (GDA) Personnel" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1289/2026, Dated 02/06/2026. Details are available from the following sites : **www. wbtenders.gov.in, www. coochbehar.gov.in, www. mjnmch.ac.in**

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-Tender Notice
Memo No. 391/NBDC&H
dt. 01.06.2025

e-Tender are invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dt-Darjeeling, Pin –734012 from the reputed contractors/ agencies for outsourcing of cleaning and housekeeping services. Necessary information is also available from the office of the undersigned from 01.06.2026. Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/-Principal.
ICA-T9039(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-Tender Notice
Memo No. 394/NBDC&H
dt. 01.06.2026

e-Tender are invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dt- Darjeeling, Pin-734012 from the reputed contractors / agencies for outsourcing of unarmed Security Guard services (Unskilled). Necessary information is also available from the office of the undersigned from 01.06.2026. Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/- Principal.
ICA-T9042(3)/2026

KENDRIYA VIDYALAYA GC CRPF SILIGURI
Walk-in-interview

For the session 2026-27, Kendriya Vidyalaya GC CRPF Siliguri is going to conduct Walk-in-interview for the appointment on purely contractual basis in respective categories : TGT (Science, Sanskrit & Special Educator), PRT, Computer Instructor & Games Coach on 18.06.2026 in KV GC CRPF Siliguri. Interested and Eligible candidates may submit their application through this link **https://samvida-sathi.kvs.gov.in/ (Only)** and appear for the interview from 08.00 am to 08.30 am on 18.06.2026. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.**

PRINCIPAL

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division invites online e-tender for the work of "Supply and Laying Cable from LT Panel Room to different Feeder Pillar Box at Balurghat DH, Dakshin Dinajpur, RN 23002311, Project Id: HF2526474595000 (Job No: 27/OW/DDED/BESD of 2025-26)." e-NIT No : WBPWD/EE/DDED/e-NIT-23 of 2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014768_1, Bid submission closing date(online) : 15/06/2026 upto 12:30 P.M., Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division.
ICA-T9110(3)/2026

Cooch Behar Zilla Parishad Press
e-Tender Notice (in Brief)

e-Tender is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad in item-wise rate vide NIT No: **WBZP/70/CZP-PRESS-ET/COB/2025-2026 (2nd Call)** for supply of various items of Plates & Chemicals from bonafide Suppliers Distributors/ Dealers. Detailed information may be had from the website **https://etender.wb.nic.in**. Last date & time for bid submission **10/06/2026** at 12.00 Noon. Bidders may call at (03582) 227445/222550.

Sd/-
Addl. Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

স্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
রাউলকেল্লা স্টীল প্ল্যান্ট
রাউলকেল্লা- ৭৬৯০১১, ওড়িশা, ভারতবর্ষ

রেফারেন্স নং - সিএসআর/২০২৬-২৭/২৫ তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

SAIL/ রাউলকেল্লা স্টীল প্ল্যান্টের অবসরপ্রাপ্ত/ আলাদা হয়ে যাওয়া কর্মী এবং তাদের স্বামী/স্ত্রীদের একটি মর্যাদাপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষিত, এবং মানসসম্পন্ন জীবন প্রদানের উদ্দেশ্যে রাউলকেল্লা স্টীল প্ল্যান্ট রাউরকেল্লাতে একটি প্রবীণ নাগরিক পরিচর্যা কেন্দ্র বা সিনিয়ার সিটিজেন কেয়ার হোম (SAKSHYAM) স্থাপন করেছে। নিম্নলিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী প্রবীণ নাগরিকবৃন্দর কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে :-

আবেদনকারীদের অবশ্যই হতে হবে :-

১. আরএসপি বা SAIL-এর অন্যান্য ইউনিটের প্রাক্তন কর্মী অথবা প্রাক্তন কর্মীর স্বামী/ স্ত্রী।
২. বয়স অবশ্যই ৬০ বছর পূর্ণ হতে হবে। প্রাক্তন কর্মীদের বিধবাদের ক্ষেত্রে বয়স অবশ্যই ৫৫ বছর পূর্ণ হতে হবে।
৩. আবেদনকারী(দের) অবশ্যই শারীরিক/ মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে।
৪. আবেদনকারী যেন কোনো সংক্রামক/ ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত না হন।
৫. নির্বাচিত হলে, আবেদনকারী রাউরকেল্লা ও তার আশেপাশে অন্য কোনো বিকল্প বাসস্থানে (ভাড়া, নিজস্ব, লিজে নেওয়া, লাইসেন্সধারী হিসেবে ইত্যাদি) থাকতে পারবেন না। যদি আবেদনকারীদের বর্তমানে কোনো বিকল্প বাসস্থান থেকে থাকে (SAKSHYAM-এ ঘর দখলের পূর্বে, তবে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে।

২. জমা দিতে হবে এমন নথিপত্র :-

ক. আবেদনকারীদের দ্বারা যথাযথ স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র।
খ. একটি অঙ্গীকারনামা বা আন্ডারটেকিং (যা আবেদনপত্র সেটের সাথেই দেওয়া হয়েছে) -এ স্বাক্ষর করতে হবে।
গ. সার্ভিস সার্টিফিকেট/ সুপারঅ্যানুয়েশন অর্ডার (অবসরকালীন আদেশ)-এর স্ব-প্রত্যয়িত কপি।
ঘ. আবেদনপত্রের সাথে নিজের এবং নিজের স্বামী/স্ত্রীর বৈধ মেডিকেল কার্ড, আধার কার্ড এবং মেডিক্লেম পলিসির স্ব-প্রত্যয়িত কপি।
ঙ. আবেদনকারীর ২টি পাসপোর্ট সাইজের ফোটো।
চ. হলফনামা বা অ্যাফিডেভিট (যেটিতে নিয়ম এবং নির্দেশাবলির ১১, ১২ এবং ১৪ নম্বর পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে)।
ছ. উপরের "৫" নং পয়েন্টের জন্য প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র, যা আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র, নির্দেশিকা, নিয়ম এবং শর্তাবলি জিএম আই/সি (সিএসআর)-এর কার্যালয়, আইপিডি বিল্ডিং, সেক্টর-২০, রাউলকেল্লা-৭৬৯০০৫/ আরএসপি পোর্টাল/ সম্পর্ক পোর্টাল/SAIL ওয়েবসাইট-এ উপলব্ধ থাকবে।
যোগাযোগের নম্বর :- **৮৮৯৫৫০১২৯৩ এবং ৮৮৯৫৫০৪৭৪৭**
ইমেল আইডি :- rajeews.bara@sail.in & sk.sukula@sail.in
আবেদনপত্রগুলি আগামী **১৫.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার)** বা তার পূর্বে জিএম আই/সি (সিএসআর), আইপিডি বিল্ডিং, সেক্টর-২০, রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৫-এর কার্যালয়ে পৌঁছোতে হবে।

জিএম আই/সি (সিএসআর)

নিবন্ধিত কার্যালয় :- ইস্পাত ভবন, লোদি রোড, নিউদিল্লি ১১০ ০০৩
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : এল২৭১০৯ ডিএল ১৯৭৩ জিওআই০০৬৪৫৪
ওয়েবসাইট :-www.sail.co.in
প্রত্যেকের জীবনে কিছুটা SAIL-এর অংশ রয়েছে।
cbc 40109/12/0001/2627

কর্মখালি

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থায় পার্ট টাইমে পরামর্শমূলক কাজের জন্য সিরিয়াস পুরুষ/মহিলা চাই। 9733170439. (K)

•

শিলিগুড়ির সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার Room boy, Caretaker, Cook চাই। M : 8250661108. (C/121796)

ভাড়া

Rent for Family 3rd Floor and Bank, Finance etc. 1200 sqft. 1st floor. Mathabhanga. 8101628994. (P/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Prasanta Roy আমার বেশকিছু নথিপত্রে আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 9/4/26 তারিখে শিলিগুড়ি LD. J.M. 1st ক্লাস 4th কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Prasanta Karmakar থেকে Prasanta Roy হলাম এবং (বাবা) Suryyakant Roy, Surjakanta Roy, Surijakanta Roy এবং Surjakanta Karmakar উভয় একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/122146)

•

আমি Asif Momin, S/o - Ejajul Momin আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - B/2026/0461708, Dt - 24/02/2026, আমার ছেলের নাম ভুল থাকায়, গত 11/05/2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্টে মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Araf Hassan থেকে Arish Hassan করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122149)

•

আমার পুত্রর জন্ম শংসাপত্র রেজি নং 141 তাং 20.05.09 তার নাম Liman Alam, আমার নাম Lovely Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 22-05-26 C.J. (Jr. Divn) Addl Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Lovely Khatun এবং Lovely Bibi একই ব্যক্তি, Liman Alam এবং Liman Islam একই ব্যক্তি। গ্রাম:+পো: D.K.D Bosh, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/121432)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি, Bablu Chandra Das বয়স আনুমানিক 66 বছর, পিতা - বিনোদ চন্দ্র দাস, হিন্দু ধর্ম, ঠিকানা নর্মদা বাগান চম্পাসারী, পো:+থানা - প্রধাননগর শিলিগুড়ি পিন:- 734003 আমি সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, গত 1/6/26 শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমার ছেলে Bapi Das কে আমি, এবং আমার পরিবারের সদস্যরা তাকে ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে ঘোষণা করছি। তার খারাপ আচরণের জন্য সে দীর্ঘদিন ধরে অন্যদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জরিত এবং সমাজে আমার মান-সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি করেছে, তাই আমি তাকে পারিবারিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করছি, এবং আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করিলাম। (C/113812)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

বিনায়কের বাড়িতে পা রাখল বাবলি। কোন দিকে মোড় নেবে ওদের ভবিষ্যৎ? **বাবলি সুন্দরী** সন্ধে ৬.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ অলৌকিক-টু, বেলা ১১.৩০ শক্তি, বিকেল ৩.১৫ দেবী, সন্ধে ৬.৪৫ পাওয়ার, রাত ১০.০০ অরুন্ধতী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ আমার মা, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.৩০ বিক্রম সিংহ-দ্য লায়ন ইজ ব্যাক
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দেবীবরণ, দুপুর ১২.০০ সতী বেহুলা, ২.৩০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৮.০০ অভিমান, ১১.০০ ভালোবাসি তোমাকে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

খনার কাহিনী (৩০০ পর্ব)
সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

রূপমতী রাত ৯.০০ **সান বাংলা**

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন ২০২৬, ১৯ জেঠ, সংবৎ ৩ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ১৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৫। বুধবার, তৃতীয়া রাত্রি ৭।২। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১১।১৪। শুভযোগ দিবা ৭।২০। বণিজকরণ দিবা ৬।৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।২ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১১।১৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী – অগ্নিকোণে, রাত্রি ৭।২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।১৫ গতে ৯।৫৬ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।২ গতে মাসদগ্ধা। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার তিরোধান দিবস ও পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৮ গতে ১১।১৩ মধ্যে ও ১।৫৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৪ মধ্যে ও ১২।১ গতে ১।২৫ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও ব্যয়ের মাত্রাও বাড়বে। মায়ের পরামর্শে সংসারে আর্থিক অনটন কেটে যাবে। বৃষ : বাড়ি সংস্কারের আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনা করে নিন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। মিথুন : সৃজনমূলক কোনও কাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি মিলবে। পরিকল্পনামাফিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সাফল্য নিশ্চিত। কর্কট : কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পাবেন। মানসিক শান্তির জন্য ধ্যান করতে পারেন। ইতিবাচক চিন্তায় সুফল পেতে পারেন। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে চলেছেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কন্যা : ব্যবসায় সামান্য লোকসান হতে পারে। সামান্য অবহেলার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। তুলা : ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়ে জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। বৃশ্চিক : বহুদিনের আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কোনও বহুমূল্য জিনিস হারিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। মকর : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে প্রশংসিত হবেন। সামাজিক কোনও কাজে যোগ দিয়ে সম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কুম্ভ : সংসারে আর্থিক অনটন থাকলে কোনও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় সমস্যা কেটে যাবে। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। মীন : আবেগের বশে কাউকে কোনও কথা দিয়ে, তা রাখতে না পেরে অনুশোচনা। ব্যবসার জটিলতা কাটবে। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

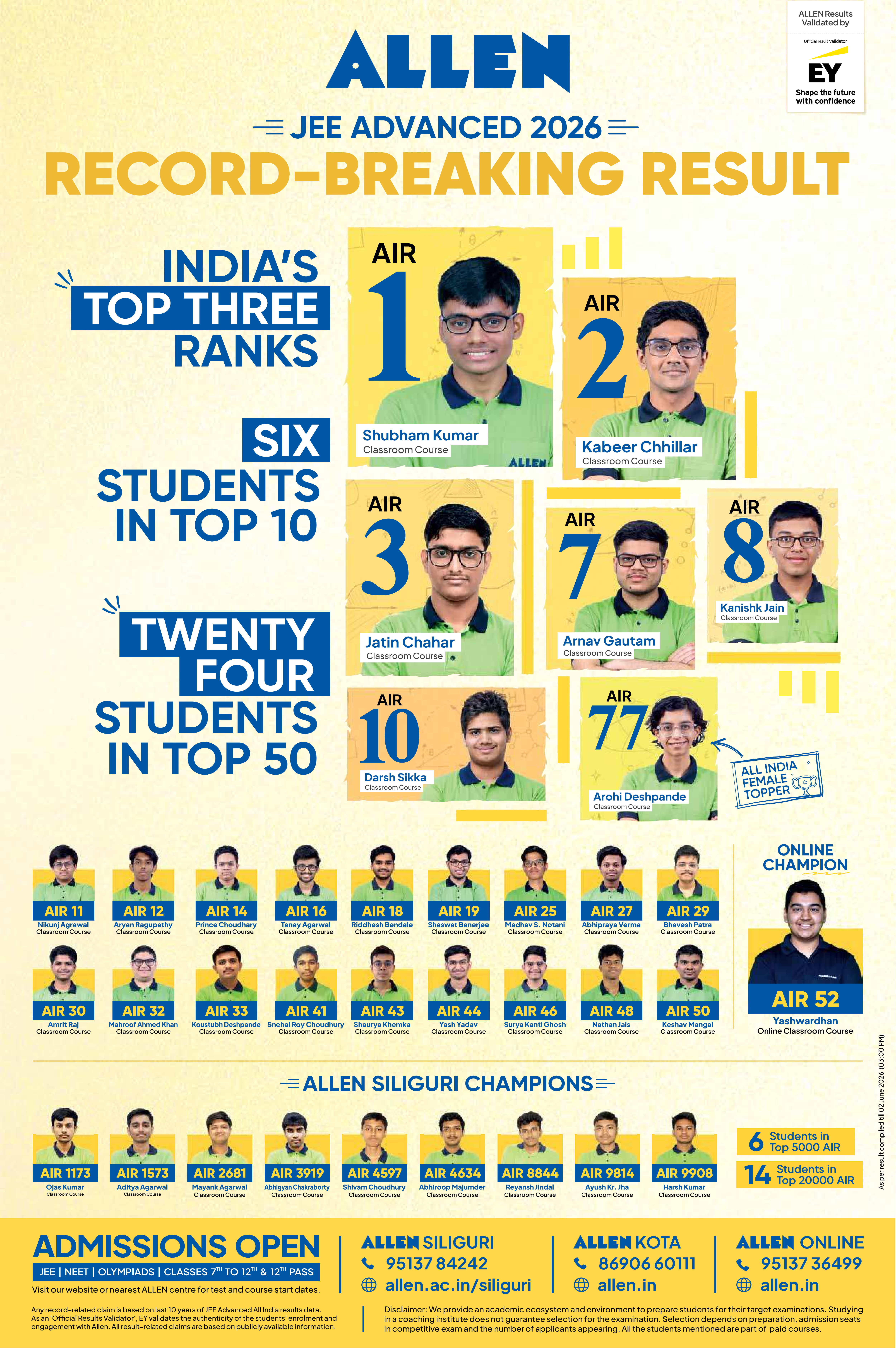
ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
ALLEN
JEE ADVANCED 2026
RECORD-BREAKING RESULT
INDIA'S TOP THREE RANKS
SIX STUDENTS IN TOP 10
TWENTY FOUR STUDENTS IN TOP 50
AIR 1
Shubham Kumar
Classroom Course
AIR 2
Kabeer Chhillar
Classroom Course
AIR 3
Jatin Chahar
Classroom Course
AIR 7
Arnav Gautam
Classroom Course
AIR 8
Kanishk Jain
Classroom Course
AIR 10
Darsh Sikka
Classroom Course
AIR 77
Arohi Deshpande
Classroom Course
ALL INDIA FEMALE TOPPER
AIR 11 Nikunj Agrawal Classroom Course
AIR 12 Aryan Ragupathy Classroom Course
AIR 14 Prince Choudhary Classroom Course
AIR 16 Tanay Agarwal Classroom Course
AIR 18 Riddhesh Bendale Classroom Course
AIR 19 Shaswat Banerjee Classroom Course
AIR 25 Madhav S. Notani Classroom Course
AIR 27 Abhipraya Verma Classroom Course
AIR 29 Bhavesh Patra Classroom Course
AIR 30 Amrit Raj Classroom Course
AIR 32 Mahroof Ahmed Khan Classroom Course
AIR 33 Koustubh Deshpande Classroom Course
AIR 41 Snehal Roy Choudhury Classroom Course
AIR 43 Shaurya Khemka Classroom Course
AIR 44 Yash Yadav Classroom Course
AIR 46 Surya Kanti Ghosh Classroom Course
AIR 48 Nathan Jais Classroom Course
AIR 50 Keshav Mangal Classroom Course
ONLINE CHAMPION
AIR 52
Yashwardhan
Online Classroom Course
ALLEN SILIGURI CHAMPIONS
AIR 1173 Ojas Kumar Classroom Course
AIR 1573 Aditya Agarwal Classroom Course
AIR 2681 Mayank Agarwal Classroom Course
AIR 3919 Abhigyan Chakraborty Classroom Course
AIR 4597 Shivam Choudhury Classroom Course
AIR 4634 Abhiroop Majumder Classroom Course
AIR 8844 Reyansh Jindal Classroom Course
AIR 9814 Ayush Kr. Jha Classroom Course
AIR 9908 Harsh Kumar Classroom Course
6 Students in Top 5000 AIR
14 Students in Top 20000 AIR
As per result compiled till 02 June 2026 (03:00 PM)
ADMISSIONS OPEN
JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 12TH & 12TH PASS
Visit our website or nearest ALLEN centre for test and course start dates.
ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
86906 60111
allen.in
ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in
Any record-related claim is based on last 10 years of JEE Advanced All India results data.
As an 'Official Results Validator', EY validates the authenticity of the students' enrolment and engagement with Allen. All result-related claims are based on publicly available information.
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আপন বেগে।। হিমাচলপ্রদেশের মানালিতে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুবল আচার্য্য।

মেসেজ এলেও মিলছে না সিলিন্ডার

ওদলাবাড়িতে এলপিজি সংকট, কাঠগড়ায় কালোবাজারি

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ২ জুন : বুকিং করার পরও সময়মতো মিলছে না রান্নার গ্যাস। দিনের পর দিন কেটে গেলেও দেখা নেই সিলিন্ডারের। এলপিজি সংকটে পড়ে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মালবাজার ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পাথরঝোরা এবং পার্শ্ববর্তী একাধিক এলাকায় রান্নার গ্যাসের সরবরাহ কার্যত স্তব্ধ। গ্রাহকদের অভিযোগ, সিলিন্ডার বুকিং করার পর ৫০ থেকে ৬০ দিন পেরিয়ে গেলেও সিলিন্ডার ডেলিভারি করা হচ্ছে না। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় একটি সিলিন্ডার পাওয়ার ৪৫ দিন পর বুকিংয়ের নিয়ম রয়েছে। বুকিং সফল হওয়ার পর গ্রাহকদের মোবাইলে ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড বা ডিএসসি নম্বর চলে আসছে, কিন্তু বাস্তবে সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিদিন ওদলাবাড়ি বাজারের স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

গ্রাহকদের একাংশের আরও অভিযোগ, এই কৃত্রিম সংকটের নেপথ্যে রয়েছে গ্যাসের কালোবাজারি। শ্রাবণী দত্ত, বুল্টি কর, লিটন সরকার, অঙ্কুর গোস্বামী ও মানিক মণ্ডলদের মতো ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, অন্যান্য সমস্ত জায়গায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। শুধুমাত্র ওদলাবাড়ি এবং তার আশপাশের এলাকাতেই কেন এই সমস্যা? ডিস্ট্রিবিউটরের গাফিলতি এবং কালোবাজারির জেরেই সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

যদিও কালোবাজারির এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় গ্যাস এজেন্সির মালিক তপন ঘোষ। তাঁর দাবি, 'বাজারে কে বা কারা কী করছেন, তা আমার জানা নেই। তবে সিলিন্ডারের সাপ্লাই বা জোগান কম থাকার কারণেই এমন সমস্যা তৈরি হয়েছে।' গ্যাস এজেন্সি সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, চাহিদার তুলনায় জোগানে ব্যাপক ঘাটতি থাকায় পুরোনো বুকিংয়ের তালিকাই এখনও শেষ করা যায়নি। ফলে অপেক্ষার তালিকা দিন-দিন আরও দীর্ঘ হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, উনুন জ্বলবে কীসে তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোটের কয়েক হাজার পরিবার। প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ না করলে আগামীদিনে সমস্যা আরও জটিল রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা।

সিলিন্ডারের খোঁজে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে গ্রাহকদের ভিড়। মঙ্গলবার।

ছোটদের মূল্যায়ন

নাগরাকাটা, ২ জুন : প্রাথমিকের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা কতখানি শিখতে পারল, সেই বিষয়ের ওপর পরীক্ষা হবে। কিছু বাছাই করা স্কুল ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে)-গুলিকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। চলতি মাসেই মূল্যায়নটি হবে। পোশাকি নাম ফাউন্ডেশনাল লার্নিং স্টাডি (এফএলএস)। দেশের স্কুল শিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) আয়োজিত ওই পরীক্ষায় যৌথভাবে রয়েছে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এসসিইআরটি) এবং সমগ্র শিক্ষা মিশন (এসএসএম)-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা। এসএসএম-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলার শিক্ষা দপ্তরের কাছে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের এখন থেকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য মডেল প্রশ্নপত্রও পাঠানো হয়েছে।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ির এক শিক্ষা আধিকারিক বলেন, স্কুলগুলিকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মৌখিক ভাষা বোঝা, ধ্বনিগত সচেতনতা, চিহ্ন-ধ্বনি সাযুজ্য চিহ্নিত করে ডিকোডিং, সাধারণ ও বিচ্ছিন্ন শব্দ ডিকোডিং, অর্থবিহীন শব্দ ডিকোডিং, কোনওকিছু পড়ে বোঝা, মৌখিক পাঠের সাবলীলতা, লেখার জন্য ক্রিয়াপদ, নামপদ, যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারা, ৯৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা গোনা, পড়া, লিখতে পারা সহ আরও নানা বিষয় এই মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে।

দাবিপত্র

ক্রান্তি, ২ জুন : মঙ্গলবার ক্রান্তি আকাশ মহিলা পিপিএসএস লিমিটেডের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে ক্রান্তির বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই পরিচালক পর্ষদ (বিওডি) বহাল থাকায় নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ থাকছে না। সাধারণ সদস্যদের মতামত ও অংশগ্রহণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বর্তমান বিওডি বাতিল করে নিয়ম অনুযায়ী নতুন বিওডি গঠনের ব্যবস্থা করা হোক।

'আমি আয় করি, ফ্রিতে যাব কেন'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুন : সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিনামূল্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস পরিষেবার সুবিধা পেতে লাইন পড়ছে কাউন্টারের সামনে। নথি দেখিয়ে শূন্যমূল্যের টিকিট নিয়ে বাসে চেপে বেজায় খুশি মহিলারা। এই ভিড়ের মাঝেও কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র ধরা দিলেন শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস চত্বরে। তাঁদের মতে, 'আমরা তো আয় করছি। ফ্রিতে বাসে চাপতে যাব কেন। নতুন সরকার শূন্যমূল্যের টিকিটের বিষয়টি বরং বিকল্প হিসেবে রাখতে পারে। সবাই নন, আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলা এবং পড়ুয়াদের এতে সুবিধা হবে।'

মঙ্গলবার জীবনবিমা কর্পোরেশনের চার কর্মী অফিসের কাজে সকালে শিলিগুড়ি এসেছিলেন খড়িবাড়ি থেকে। আসার পথে নিগমের বাসের কনডাক্টরকে তাঁরা ভাড়া দিতে চাইলেও নিতে রাজি হননি। সেই কর্মীর নাকি যুক্তি ছিল, সরকারি নির্দেশ মোতাবেক মহিলাদের বিনামূল্যে টিকিট দিতে হবে। কাজ শেষে খড়িবাড়ি ফেরার সময়ও হয়তো ভাড়া নিতে চাইবেন না বাসকর্মী, সেই নিয়ে ওঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। বিমাকর্মী সাবিনা বর্মার কথায়, 'আমাদের তো মাঝেমধ্যেই আসতে হয়। এভাবে বিনাভাড়ায় যাতায়াত করা সত্যিই অস্বস্তিকর।' সবিনার সঙ্গী মিনতি সিংহ বলছিলেন, 'এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভালো, কিন্তু নিয়মের খানিকটা বদল করুক সরকার।' নয়তো, ভবিষ্যতে পরিষেবাতেও বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের।

সাবিনার কথায়, 'আমার মতো যাঁদের নির্দিষ্ট আয়ের উৎস রয়েছে, তাঁদের জন্য বাস ভাড়া 'ফ্রি' না করলেই হত। যাঁরা টিকিট কিনতে চাইছেন, তাঁদের দেওয়া উচিত। উপার্জন করা সত্ত্বেও ভাড়া না দিলে মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করে। আমরা ভাড়া দিতে রাজি, বদলে আরও ভালো পরিষেবা চাইছি।'

ভাড়া মকুবের পর থেকে নিগমের বাসে মহিলাদের ঠাসা ভিড়। সিট না পেলেও দাঁড়িয়ে যেতে রাজি অধিকাংশ। বেসরকারি বাস দেখলেই মুখ উলটোদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। মিনতির আশঙ্কা, 'এভাবে সবাই যদি ফ্রি পরিষেবার পেছনে ছুটি, তবে বেসরকারি বাসকর্মীদের মাথায় হাত পড়বে। তাছাড়া, ভাবুন তো দিনভর রাজ্যে কত সরকারি বাস চলছে। অর্থাৎ, মাসে বিপুল টাকা গচ্ছা যাবে। তখন তো সরকার সেই ক্ষতিপূরণ তুলবে অন্যপথে।'

খড়িবাড়ির বাসিন্দা ওই মহিলারা যখন কথা বলছিলেন, তখন পাশে দাঁড়িয়ে সবটা শুনছিলেন ইসলামপুরের বাসিন্দা প্রতিমা সাহা। বিহারের কিশনগঞ্জের একটি প্রাথমিক স্কুলে পড়ান। শিলিগুড়িতে আসা ব্যক্তিগত কাজে। ৬০ টাকা ভাড়া লাগে বাসে। এদিন তাঁকেও শুধুমাত্র পরিচয়পত্র দেখাতে হয়েছে। সেসময় প্রতিমা নাকি ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। স্বীকার করে বললেন, 'সরকারি সিদ্ধান্তটি মোটেই ভালো লাগেনি। সরকার হয়তো অনেকের কথা চিন্তা করে করেছে। আমরা তো নারীবাদ, সাম্যের বুলি আওড়াই। সেখানে কেন বিনা ভাড়ায় আমরা চলাফেরা করব। অনেকেই দেখছি, সুযোগ নিতে প্রয়োজন না থাকলেও বাসে চাপছেন।' আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, দাবি করলেন বাসের অপেক্ষায় থাকা শর্মিলা ছেত্রীও।

কৃষ্ণর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : বিদ্যুতের বিল প্রায় লক্ষাধিক টাকা বকেয়া। তৃণমূলের পলাতক নেতা কৃষ্ণ দাসের প্রাসাদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল বিদ্যুৎ দপ্তর। মঙ্গলবার বিকেলের পর বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা গিয়ে কৃষ্ণর বাড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক মাস ধরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে দেননি কৃষ্ণ। রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগ ওঠে কৃষ্ণর বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই ৫০ বিঘা জমির ওপর নিজের বিশাল বাড়ি কার্যত ফেলে রেখে সপরিবারে পালিয়ে যান তিনি। প্রায় এক মাস হতে চললেও পুলিশ তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশের খাতায় তিনি এখনও পলাতক। সূত্রের খবর, কৃষ্ণর বাড়িতে বেশ কয়েকটি এসি মেশিন সহ প্রচুর লাইট লাগানো রয়েছে। বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও গত প্রায় এক মাস ধরে বেশ কিছু ফ্যান চলছিল।

সিএএ-তে আবেদনে ভিড়

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : বঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে সিএএ-তে আবেদন করতে মানুষের ভিড় বাড়ছে। আবেদনকারীদের অধিকাংশই ধর্মীয় সংঘাতের কারণে, কেউ আবার জীবিকার সন্ধানে অনেক বছর আগেই জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। গেরুয়া শিবিরের তরফে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সিএএ ক্যাম্প চলছে। মঙ্গলবার পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি সহ হিন্দু শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য সেখানে হাজির হন। লাইনে দাঁড়িয়ে রানা সরকার নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'সোমবার ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় এখানে এসেছিলাম। কিন্তু প্রচুর ভিড় থাকায় মঙ্গলবার আসতে বলা হয়। ওঁরা আমার সব নথি দেখে ফর্ম ফিলআপ করে দিচ্ছেন।' দলীয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে জেলা স্তরে এরকম বেশ কয়েকটি শিবির চলছে। জেলা কার্যালয়ের এই ক্যাম্পে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও সদর ব্লকের শতাধিক মানুষ সিএএ ফর্ম ফিলআপ করছেন। বিজেপির জেলা মুখপাত্র জীবেশ দাসের কথায়, 'প্রচুর মানুষ শিবিরে আসছেন সিএএ আবেদন করতে। আমরা সবরকমভাবে তাঁদের সাহায্য করছি। সকল শরণার্থী যতদিন না নাগরিকত্ব পাচ্ছেন, ততদিন আমাদের শিবির চলবে।'

মিছিল

ক্রান্তি, ২ জুন : সোমবার ক্রান্তি বাজার এলাকায় মিছিল ও পথসভার করল সিপিএম। ক্রান্তি এরিয়া কমিটির এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীরা বাজার পরিক্রমা করে মানুষের কাছে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিস সরকার বলেন, 'বর্তমান সরকারের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে।' পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহণ খরচ বেড়ে গিয়েছে। যা জনজীবনে প্রভাব ফেলছে। ছিলেন ক্রান্তি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জগন্নাথ অধিকারী, জেলা কমিটির সদস্য মমতাজ বেগম প্রমুখ।

জ্যৈষ্ঠের গরমে তীব্র সমস্যা

সকালের শিফটে স্বস্তি পড়ুয়াদের

নাগরাকাটা, ২ জুন : গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের স্বস্তি দিতে জলপাইগুড়ি জেলার স্কুলগুলিও সকালের শিফটে এগিয়ে আনা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বিভিন্ন শিক্ষা সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মাধ্যমে সরকারি ওই পরামর্শের কথা স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক ও টিআইসিদের কাছে সার্কুলার পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। বুধবার থেকেই নতুন সময়ে স্কুল হবে। যেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সকালে স্কুলের কথা এদিন জানাতে পারেনি সেইসব স্কুলে বৃহস্পতিবার থেকে সকালে পঠনপাঠন শুরু হবে।

মঙ্গলবারও অসহ্য গরমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা কার্যত লাটে উঠেছিল। শুধু শ্রেণিকক্ষে বসে থাকতেই গলদঘর্ম দশা হয় পড়ুয়া আর শিক্ষকদের। বিশেষ করে যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যানের ব্যবস্থা নেই সেখানকার অবস্থা ভয়ংকর। নাগরাকাটার টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি রাজা আনসারি বলেন, 'আমাদের স্কুলে তো বিদ্যুতের ব্যবস্থাই নেই। এদিন খুদে পড়ুয়ারা নিজেদের বইকে পাখা বানিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। এর থেকেই অবস্থা বুঝে নিন। সকালে স্কুল চালুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

এদিন জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত রবি ও সোমবার ওই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭.৬ ও ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও এদিন কোথাও দেখা যায়নি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এমন পরিস্থিতি আপাতত থাকবে। এখনই নিম্নচাপের বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা ডঃ গোপীনাথ রাহা বলেন, 'তাপমাত্রার পাশাপাশি বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়ছে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের দপ্তর থেকে সকালের শিফটে স্কুল এগিয়ে নিয়ে এসে সাড়ে ছয়টা থেকে চালু করতে বলা হয়েছে। শেষ হবে এগারোটায়। পরবর্তী নির্দেশ না পাঠানো পর্যন্ত আপাতত দু'সপ্তাহ এই নতুন সময়ে স্কুল চালানো যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলও দিতে হবে।

সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষক ও অভিভাবক মহল। যেমন মালবাজারের ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যামন্দিরের গুণী মাহালি নামে এক অভিভাবক বলেন, 'যা পরিস্থিতি তাতে দুপুরবেলা ফ্যানের হাওয়ার নীচেও বসে থাকা দায়। সকালে স্কুল এগিয়ে নিয়ে আসায় ছেলেমেয়েরা কিছুটা হলেও রক্ষে পাবে।'

বানারহাটের অসীম চক্রবর্তী নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'জুনের গোড়াতেই এমন মারাত্মক পরিস্থিতি। এরপর কী হবে জানা নেই।'

ধূপগুড়ির রামকৃষ্ণ সেন নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'গরমের ছুটি মে মাসে না দিয়ে জুনে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। সকালে স্কুল এগিয়ে নিয়ে না এলে ছাত্রছাত্রীদের শোচনীয় দশা হত।'

বানারহাটের একটি হাইস্কুলের এক প্রধান শিক্ষক বলেন, 'এদিন একটু দেরিতে সার্কুলার পাওয়ায় সিদ্ধান্তের কথা ছাত্রছাত্রীদের জানাতে পারিনি। বৃহস্পতিবার থেকে সকালেই স্কুল চালু করে দেওয়া হবে।'

প্রখর রোদে মিড-ডে মিল নিচ্ছে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার।

সন্তান কোলে মায়েদের ভিড় হাসপাতালে

ধূপগুড়ি, ২ জুন : গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর মেঘলা আবহাওয়ার পর চড়া রোদ উঠতে না উঠতেই শুরু হয়েছে ভোগান্তি। আবহাওয়ার এই আচমকা পরিবর্তনে ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে অসুস্থতা। সবচেয়ে বেশি ভুগছে বাড়ির খুদেরা। ডিহাইড্রেশন, পেটের রোগ এবং তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে মূলত ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি হাসপাতালের আউটডোরে দেখা গেল কোলে সন্তানদের নিয়ে মায়েদের উপচে পড়া ভিড়। অসুস্থতার কারণে বেশিরভাগ শিশুই চরম দুর্বলতায় ভুগছে।

আংরাভাসা থেকে বছরখানেক বয়সি সন্তানকে নিয়ে ধূপগুড়ি হাসপাতালে এসেছিলেন বাবলি বেগম। উদ্বেগের সুরে তিনি বলেন, 'দুইদিন থেকে খাবার খাচ্ছে না বললেই চলে। কাল রাত থেকে মাঝেমধ্যেই বমি করছে। পেট খারাপ হয়েছে। শরীরও বেশ কিছুটা গরম। এই কারণে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।' সাত মাসের সন্তানকে নিয়ে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন দীপিকা রায়। তাঁর কথায়, 'বাচ্চা একদমই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। কিছু খেলেই বমি করে ফেলছে। পেটও ভালো নয়। প্রায়ই কাঁদছে। ডাক্তারবাবু বললেন দ্রুত স্যালাইন দিতে হবে।'

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এল নিনোর প্রভাবে আপাতত এই তাপপ্রবাহ কমার কোনও আশা নেই। চিকিৎসকদের মতে, টানা বেশ কিছুদিন তাপমাত্রা কম থাকার পর হঠাৎ তা চরমে ওঠায় শিশুরা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মারাত্মক আর্দ্রতার কারণে শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যাওয়ায় খুদেরা কাহিল হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সুস্মিতা চৌধুরী বলেন, 'মূল সমস্যা হচ্ছে এই গরম এবং বাবা-মায়েদের কিছু ভ্রান্ত মানসিকতা।

- ডিহাইড্রেশন, বমি ও পেটের সমস্যা নিয়ে ধূপগুড়ি হাসপাতালে মায়েদের উপচে পড়া ভিড়
- আতঙ্কিত না হয়ে শিশুদের ওআরএস, পর্যাপ্ত জল ও হালকা খাবার দেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের

অনেক ক্ষেত্রেই জোর করে সন্তানকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন অনেকে। তাতে ফলাফল হিতে বিপরীত হচ্ছে। আমরা বাবা-মায়েদের বলছি যত বেশি সম্ভব ওআরএস জাতীয় তরল খাবার এবং সহজপাচ্য হালকা খাবার শিশুদের দিতে। জলের ঘাটতি হলেই শিশু দুর্বল হচ্ছে এবং তাদের হজমের সমস্যা সহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।'

তীব্র গরমের পাশাপাশি দিন ও রাতের তাপমাত্রার ফারাকে শিশুরা ভাইরাল জ্বরেও ভুগছে। এই পরিস্থিতিতে শিশুদের এসি থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বড়রা অনেক ক্ষেত্রেই অতি সাবধানী আবার কিছু ক্ষেত্রে অতি সক্রিয় হয়ে যাচ্ছেন সন্তানদের চিন্তায়। তাতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এই গরমে অহেতুক সন্তানকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টায় তাকে এসিতে রেখে বা বারবার গা ভেজা কাপড় দিয়ে না মুছিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে ফ্যান সহ ছায়ায় রাখা ভালো।' হালকা খাবার ও বারবার জল খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনিও।

নাবালিকার মৃত্যুতে থানায় ধুন্ধুমার

রাজগঞ্জ, ২ জুন : নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে রাজগঞ্জ থানায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। মঙ্গলবার থানার গেটের সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। এর ফলে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত রাজগঞ্জের মূল রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের ফাঁসির দাবি সহ তার পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারির দাবি জানাতে থাকেন। দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর রাজগঞ্জ থানার আইসির আশ্বাসে সেটি উঠে যায়।

সোমবার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগ্রাম এলাকায় এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় নাবালিকার বাবা অভিযুক্ত ও তার পরিবারের চারজনের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে জোর করে বিষপান করায় ওই তরুণ। অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে নাবালিকাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নাবালিকার অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সোমবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সোমবার রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ক্যানালে তলিয়ে গেল দুই ছাত্র

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২ জুন : বাড়িতে না জানিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে তিস্তা ক্যানালে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুরে রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারোমুন্ডা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত দুই ছাত্রের নাম কৃষ্ণ মণ্ডল (১৪) ও দীপ বিশ্বাস (১৪)। দুজনেই ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিল। এদিন তাদের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। দুই পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই দুই কিশোর এর আগে কখনও দূরে কোথাও ঘুরতে যায়নি। কিন্তু এদিন কেন তারা সাইকেল নিয়ে অত দূরে গিয়েছিল, তা পরিবারের সদস্যরা বুঝে উঠতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের দাবি উঠছে।

দীপ বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছিল। কৃষ্ণ ও অন্য দুই কিশোর নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। জানা গিয়েছে, এদিন সঠিক সময়ে না পৌঁছানোয় তারা স্কুলে ঢুকতে পারেনি। চার বন্ধু ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। সেইমতো তারা দুটো সাইকেলে চেপে গজলডোবার পথে রওনা হয়। পরিকল্পনা ছিল, স্কুল ছুটির সময় বাড়ি ফিরবে। সেইমতো তিস্তা ক্যানাল রোড ধরে সাইকেল চালিয়ে তারা রাজগঞ্জ ব্লকের পারোমুন্ডা এলাকায় পৌঁছে যায়। সেখানে ঝরনার মতো জল দেখে চারজনে সিদ্ধান্ত নেয়, জলে নেমে স্নান করবে। এক কিশোর তড়িঘড়ি জলে নামতেই সে ডুবে যায়। তা দেখেই অপরজন তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সে-ও তলিয়ে যায়। ক্যানালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি দুই কিশোর চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা জড়ো হন। দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা ওই দুই কিশোরের দেহ উদ্ধার করেন। ভোরের আলো থানার ওসি সুদীপ দত্ত, গজলডোবা ফাঁড়ির ওসি রাজবিহারী বসু এবং বন দপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছান। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুল্যান্স। মঙ্গলবার।

খবর পেতেই দীপের পরিবারের সদস্যরা দুপুরেই মেডিকেলে পৌঁছে যান। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর ২ নম্বর রোড এলাকায় তার বাড়ির সামনে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসে। মৃত কিশোরের মেসো দুর্গেশচন্দ্র পাইন বলেন, 'ভাগ্নে খুবই শান্ত স্বভাবের ছিল। ঘটনার পুলিশি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

সোনার চেন পরলে পাবে না 'অন্নপূর্ণা'

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ জুন : ভোটের আগে মোদির ছবি ছাপানো কার্ড বিলি করা হয়েছিল শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায়। বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশ দাবি করেছিলেন, কার্ডটি পূরণ করে জমা দিলেই মিলবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। সেই থেকে ভাতা-বিতর্কের শুরু। পদ্ম শিবির সরকার গড়ার পর ১৩ পাতার ফর্ম প্রকাশ করে গুচ্ছের তথ্য চাইতেই অসন্তুষ্ট হন মোদির ছবি ছাপানো কার্ডের সঙ্গে অন্য নথির ফোটোকপি জমা দেওয়া মহিলাদের একাংশ।

বিতর্কের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কারচুপি করেছে, এমন অভিযোগ তুলে বলতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন তিনি। বললেন, 'সোনার গয়না-চেন পরলে অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়া যাবে না।'

ব্যস, সেই মন্তব্য সমাজমাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে শোরগোল পড়ে যায় শহর-শহরতলিতে। বিতর্ক তৈরি হলেও অবস্থানে অনড় শিখার যুক্তি, 'এই টাকা গরিব মানুষের জন্য। সোনা পরা মানুষদের জন্য নয়।'

নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি চাকরিজীবী, পেনশনভোগী, আয়করদাতা কিংবা সরকারের অন্য কোনও আর্থিক সাহায্যের সুবিধাভোগীরা অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে আসতে পারবেন না। কিন্তু, সোনার গয়না পরলে যে ভাতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এমন নিয়ম তো কোথাও নেই। সরকারের প্রকাশিত ফর্মটিতে জমি, বার্ষিক আয় নিয়ে তথ্য চাইলেও কে কী গয়না পরেন— সেটা জানতে চাওয়া হয়নি। তাহলে শিখার এমন মন্তব্যের ভিত্তি কী, সেই প্রশ্ন উঠছে।

বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিন্দিতা রায় দাসের প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'এ ধরনের

বিতর্কে শিখা

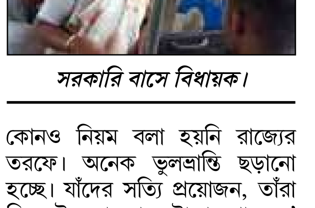

সরকারি বাসে বিধায়ক।

কোনও নিয়ম বলা হয়নি রাজ্যের তরফে। অনেক ভুলভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। যাঁদের সত্যি প্রয়োজন, তাঁরা নিশ্চয়ই যোজনার টাকা পাবেন।' এরপর যখন তাঁকে বলা হয় শিখা এমন বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন, তখন আমতা আমতা করে বলেন, 'কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে। আমি শিখাদির সঙ্গে কথা বলব।'

এদিকে, বিধায়কের মন্তব্যে বিপাকে সাধারণ মহিলারা। তাঁদের যুক্তি, বহু মানুষ শখের বশে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অর্থে কম ওজনের হলেও সোনার চেন কিংবা আংটি কিংবা কানের দুল কেনেন। অনেকে উপহারও পান। একটি চেন দিয়ে কারও আর্থিক পরিস্থিতি কিংবা তিনি সরকারি সুবিধার জন্য যোগ্য কি না, নির্ধারণ করা যায় না। ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা রিঙ্কি শীলের কথায়, 'সব মেয়ের বাবা-মায়েরাই তাঁর বিয়ের সময় সাধ্যমতো সোনার গয়না উপহার দেন। এর মানে যে, ওরা আর্থিকভাবে ভীষণ সচ্ছল— সেটা নয়। আমার কাছেও সামান্য সোনার গয়না রয়েছে। স্বামী ছোট ব্যবসায়ী। তাহলে কি আমি টাকা পাব না?'

চয়নপাড়ার দীপা পালের স্বামী বহু বছর আগে একটা হালকা ওজনের সোনার চেন গড়ে দিয়েছিলেন। সেটা সবসময় পরে থাকেন। এদিন শিখার মন্তব্য শুনে প্রশ্ন তুললেন, 'আমার ঘরে ভূরিভূরি সোনা নেই। আমি নিজেও একজন গৃহবধূ। ভাতার জন্য আবেদন করি, যাতে ব্যক্তিগত খরচের জন্য কারও সামনে হাত পাততে না হয়। এমনিতেই জমি, ঘর পাকা না কাঁচা সব জানতে চেয়েছে। এখন যদি আলমারি খুলে কার ক'টা চেন আছে গুনতে বসে, তাহলে লাগবে না টাকা।'

ক্ষোভের সুর বিনয় মোড়ের স্বপ্না সরকারের গলাতেও। নরেশ মোড়ের ফুল বিক্রেতা ললিতা দাস শিখার কথা শোনামাত্র নিজের গলায় ঝোলা পাতলা সোনার পুরোনো চেন শাড়ি দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলে উঠলেন, 'এ আবার কেমন কথা, এতদিন তো শুনিনি।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়ের কটাক্ষ, 'আমি পুরো ফর্ম দেখেছি। গয়নার তথ্য কোথাও চাওয়া হয়নি। সরকারি নির্দেশিকাতেও নেই। শিখা চট্টোপাধ্যায় যদি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জন্য আলাদা ফর্ম তৈরি করে থাকেন, তবে সে বিষয়ে আমার জানা নেই। মানুষকে বলব, ভালোভাবে ফর্ম পূরণ করে জমা দিন। বিধায়কের গুজবে কান দেবেন না।'

ভাঙা রাস্তায় ঘুরিয়ে ‘শাস্তি’

টোটোয় পরিদর্শন ইঞ্জিনিয়ারদের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২ জুন : বড়দিঘির নির্মীয়মাণ কালভার্টের কাজ খতিয়ে দেখতে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা।

মঙ্গলবার মালবাজার-বড়দিঘিগামী রাজ্য সড়কের মহাকাল মোড়ের কাছে জেলা ও মাল মহকুমার পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা একটি নির্মীয়মাণ কালভার্ট পরিদর্শনে আসেন। খবর পেয়ে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়া, মাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশীল রায়, সমাজসেবী নুরুল রহমান, কংগ্রেস নেতা রাব্বু প্রধান ও এলাকাবাসী সেখানে পৌঁছোন।

মালবাজার-বড়দিঘিগামী রাজ্য সড়কের রাস্তার কাজ বন্ধ কেন, তা ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ইঞ্জিনিয়াররা জানান, বিটুমিনাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় আগের দামে সামগ্রী কেনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই কাজ বন্ধ। একথা শুনে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

টোটোতে বসিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ত বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার সুজিতকুমার দাস, মালের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক সাহাকে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বড়দিঘি পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত ভাঙাচোরা রাস্তা পরিদর্শন করানো হয়।

ভাঙা রাস্তায় টোটোর ঝাঁকুনিতে স্থানীয়দের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, সেটা এদিন ইঞ্জিনিয়াররা চাক্ষুষ করেছেন। টোটোতে পরিদর্শনের পর তাঁরা স্বীকার করেছেন, রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এমনকি রাস্তার কাজে পাকুড়ের যে কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশ ছিল, তা ব্যবহৃত হয়নি। নির্বাহী বাস্তুকার ঠিকাদারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ঠিকাদার ফোনে বিটুমিনাসের দামের বিষয়টি জানান। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ত বিভাগের অফিসে ইঞ্জিনিয়াররা একটি বৈঠকের চিন্তাভাবনা করছেন। এদিন গ্রামবাসীর তরফে কয়েকজন প্রতিনিধিকে নির্বাহী বাস্তুকার সুজিতকুমার দাস সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন। যদিও এলাকাবাসী সেই আবেদন মানতে চাননি। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশীল রায় বলেন, ‘জেলার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে তেশিমলায় আসতে হবে। আমরা

টোটোতে পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। -সংবাদচিত্র

জলপাইগুড়িতে কোনও বৈঠকে যাব না।’ রাব্বুর দাবি, আগামী সাতদিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। ঠিকাদার কাজ শুরু না করলে তাঁর বরাত বাতিল করতে হবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মালবাজার থেকে বড়দিঘি পর্যন্ত এই রাজ্য সড়কের পুনর্নির্মাণ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে নির্বাচনের পরেও সেই কাজ শুরু হয়নি। ভোটের আগে ধুমধাম করে মঞ্চ বানিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এই কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। সেসময় রাস্তায় বালি-পাথর ফেলা হলেও পাথরের গুণমান নিয়ে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, পাকুড়ের কালো পাথরের পরিবর্তে কম দামি উত্তরবঙ্গের সাদা পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

এদিন স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল রহমান ইঞ্জিনিয়ারদের সেই সাদা পাথর ব্যবহারের প্রমাণ দেখান। ওয়ারেসুলের কথায়, ‘নিত্যদিন এই পথে কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত। ধুলোবালিতে অতিষ্ঠ শিশু থেকে বৃদ্ধ। মাঝেমধ্যেই টোটো উলটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন। শিগগিরই রাস্তার কাজ শুরু হোক।’

পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, সাতদিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে নতুন ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তবে কথামতো কাজ না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

লোকালয়ে তাণ্ডব হাতির

নাগরাকাটা, ২ জুন : হাতির লাগাতার তাণ্ডবে দিশেহারা নাগরাকাটা। সোমবার রাতে ধরণীপুর ও রেডব্যাংক চা বাগানে দলছুট দাঁতাল একটি করে বাড়ি ভেঙে দেয়। সে রাতেই পাশের ডায়না জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একপাল হাতি দাপিয়ে বেড়ায় বামনডাঙ্গা চা বাগান। অন্যদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ডায়না নদীতে বেশ কয়েকটি হাতিকে একসঙ্গে জল খেতে দেখে থমকে যায় পথচলতি যানবাহন। অনেকেই মোবাইলবন্দি করেন সেই দৃশ্য। বন দপ্তর জানিয়েছে, হাতির গতিবিধির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।

ডায়না নদীতে নেমেছে হাতির পাল। মঙ্গলবার বিকেলে।

চাপড়ামারি, পানঝোরা, শিবচু, ডায়না, গরুমারার মতো একাধিক বনাঞ্চল ঘেরা নাগরাকাটা। ফলে হাতির আনাগোনা সেখানে বছরভরই। মাঝে কিছুদিন লোকালয়ে ঢুকে হামলা চালানোর ঘটনা কিছুটা থেমে ছিল। ফের নতুন করে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে ধরণীপুরের পাইপলাইনে যে দাঁতালটি একটি বাড়ি ভাঙে, দিনকয়েক আগে ওই বুনোটিই সেখানে পাঁচটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। দাঁতালটি ধরণীপুর থেকে বেরিয়ে ডায়না নদী পেরিয়ে রেডব্যাংক চা বাগানের আপার লাইনেও সেই রাতে একটি বাড়ি ভাঙে।

সংকটে বিএসকে

আলিপুরদুয়ার, ২ জুন : রাজ্যে এখন আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তনের হাওয়া। উড়ালপুলগুলির রং বদলে ফেলা হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের নাম বদলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পোর্টালটিকে গেরুয়া রংয়ে রাঙানো হয়েছে। এই পোর্টাল সহ অনলাইন নির্ভর বিভিন্ন কাজে যেখানে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করা হত সেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে (বিএসকে) এখন শঙ্কার কালো মেঘ। এই কেন্দ্রগুলিতে নিয়োগ নিয়ে বারবার দুর্নীতি, টাকার লেনদেন ও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। কেবল তৃণমূল ঘনিষ্ঠরাই এখানে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ ছিল। সরকার বদলে যাওয়ায় এই কর্মীরা প্রবল মানসিক চাপে পড়েছেন।

তৃণমূল নেতারা অবশ্য প্রকল্প চালু রাখার দাবি জানাচ্ছেন। দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদারের কথায়, ‘এই পরিষেবাটা ভালো। মানুষ অনেক সুবিধা পেয়েছে। প্রকল্প বন্ধ হলে অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়বেন।’ অন্যদিকে, তৃণমূল আমলের প্রকল্প হওয়ায় এর খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হবে বলে বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, ‘কেন্দ্রের নীতি মেনে ওই প্রকল্প হয়েছে কি না, সেটা খোঁজ নেওয়া হবে।’

বিএসকে কর্মীরা এখন অথই জলে পড়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই তৃণমূল প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ফেডারেশনের বিএসকে শাখার সদস্য ছিলেন। তবে সরকার বদল হতেই সেই শাখা ভেঙে গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিককে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘এই কেন্দ্রগুলি নিয়ে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।’

সরকারি বাস চান মেয়েরা

চালসা-মেটেলি এলাকায় বাগান শ্রমিকদের দাবি

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২ জুন : রাজ্যের নির্দেশে ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করছেন। তবে মেটেলি ব্লকের প্রায় ১২টি চা বাগানের মহিলারা এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কারণ তাঁদের এলাকায় কোনও সরকারি বাসই চলে না। চালসা থেকে মেটেলি হয়ে সামসিং, ইনগু চা বাগান পর্যন্ত পথে কোনও সরকারি বাস নেই। এই সমস্ত চা বাগানের মহিলাদের যাতায়াতের জন্য ছোট গাড়ি কিংবা হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বাসের ওপর নির্ভর করতে হয়। এবার ওইসব রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালুর আবেদন জানিয়েছেন মহিলারা।

চালসা থেকে মেটেলির দূরত্ব নয় কিলোমিটার। আবার মেটেলি থেকে সামসিংয়ের দূরত্ব আট কিলোমিটার। মহিলারা জানাচ্ছেন, ছোট গাড়িতে মেটেলি থেকে চালসা যাওয়ার ভাড়া ৩০ টাকা,

■ ছোট গাড়িতে মেটেলি থেকে চালসা যাওয়ার ভাড়া ৩০ টাকা, বাসে নেয় ২০ টাকা

■ সামসিং থেকে মেটেলি পর্যন্তও একই ভাড়া নেওয়া হয়

■ এলাকায় কোনও সরকারি বাস না চলায় ১২টি বাগানের বাসিন্দাদের বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়

বাসে নেয় ২০ টাকা। সামসিং থেকে মেটেলি পর্যন্তও একই ভাড়া নেওয়া হয়। এই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু হলে মহিলাদের ভাড়ার টাকা সাশ্রয় হবে। এ বিষয়ে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, ‘তৃণমূলের আমলে বিধায়ক থাকাকালীন এই প্রস্তাব আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় বিরোধী দলের বিধায়ক থাকায় আমার কথা শোনা হয়নি। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে। জনগণের এই দাবি এবার পূরণ হবে।’

চালসা চা বাগানের কলেজ ছাত্রী অনুকা ছেত্রীকে সপ্তাহে পাঁচদিন কম্পিউটার শেখার জন্য আসতে হয় চালসায়। তাঁর কথায়, ‘সরকারি বাস পরিষেবা চালু থাকলে মেটেলি থেকে চালসা যাওয়ার জন্য ভাড়ার অনেক টাকা বেঁচে যেত।’ আবার নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিক সুশিস্তা ওরাওঁ বলেন, ‘বিভিন্ন কাজে আমাদের চালসা বা মালবাজার যেতে হয়। শুনেছি সরকারি বাসে মহিলাদের কোনও ভাড়া লাগবে না। এই রুটে সরকারি বাস চালু করা হলে আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে।’

অন্যদিকে ডুয়ার্স নারী সংগঠনের প্রধান মেনুকা সাহা প্রধান এ বিষয়ে বললেন, ‘মেটেলি ও সামসিং সহ সংলগ্ন চা বাগান এলাকার বহু মহিলা ও কলেজ ছাত্রী রোজ পড়াশোনা কিংবা নানা কাজে চালসা, মালবাজার সহ অন্য এলাকায় যান। ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের পরিষেবা চালু হলেও এই এলাকায় কোনও সরকারি বাস না থাকায় সেই পরিষেবা পাচ্ছেন না এলাকার চা বাগানের মহিলারা।’ এমন পরিস্থিতিতে চালসা-মেটেলি-সামসিং-ইনগু চা বাগান রুটে অন্তত দুটি সরকারি বাস পরিষেবা চালু করলে স্কুল-কলেজের ছাত্রী সহ বহু চা বাগানের মহিলাদের সুবিধা হবে বলে তিনি জানান। এবার রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। তাই তাঁদের দাবি পূরণ হবে বলেই আশা সকলের।

বকেয়া প্রদান

মেটেলি, ২ জুন : সোমবার সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা বকেয়া পাক্ষিক মজুরি পেলেন। চলতি মাসের ২৩ তারিখ পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও তা না দেওয়ায় গত শুক্রবার ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)-এর তরফে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে গেট মিটিং করা হয়। সোমবার মজুরি না দেওয়া হলে ফের গেট মিটিংয়ের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল।

চাকরির দাবি

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : ‘ভাতা নয়, চাকরি চাই’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিলেন অল বেঙ্গল ইউথ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনতোষ সরকার বলেন, ‘চাকরির সুযোগ নেই। কীভাবে চলবে আমাদের।’

স্বাস্থ্য শিবির

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত তারকেশ্বর চক্রবর্তীর ১০১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার কদমতলার একটি বেসরকারি ভবনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আয়োজন করে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পেনশনার্স অ্যান্ড রিটায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি।

নিউ দোমোহনি স্টেশনে বৈদ্যুতিক কেবলে আচমকা আগুন।

স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

ময়নাগুড়ি, ২ জুন : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল নিউ দোমোহনি স্টেশন। মঙ্গলবার দুপুরে স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজ সংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক কেবলে আচমকাই আগুন লাগে। সেসময় স্টেশনে জ্বালানিভর্তি ট্যাংকার নিয়ে একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। রেল ও দমকলকর্মীদের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিউ দোমোহনি স্টেশনের স্টেশনমাস্টার মুকেশ কুমার বলেন, ‘বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেনি।’

মঙ্গলবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ নিউ দোমোহনি স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজের সঙ্গে থাকা একটি বৈদ্যুতিক কেবলে হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। সেসময় নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারগামী জ্বালানিভর্তি ট্যাংকার নিয়ে একটি মালগাড়ি রেলপথে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুত ট্রেনটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হলে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, ‘ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বৃষ্টির জলে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। তবে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।’

চোলাই বাজেয়াপ্ত

ধূপগুড়ি, ২ জুন : প্রায় ৫০ লিটার চোলাই ও প্রচুর পরিমাণে চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করেছে ময়নাগুড়ি সার্কেলের আবগারি দপ্তর, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীকান্তপুর চা বাগানে আচমকা হানা দেয় যৌথবাহিনী। কয়েকজনের বাড়িতে মজুত চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। একইসঙ্গে মধ্য খুট্টিমারি এলাকাতেও অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। সেখান থেকে চোলাই তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৪৭ এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৫.২০২৬, ৪৪ এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং : ৪৭-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/ভাগলপুর-I শাখায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুডস ট্রেন ধরতে এবং টার্মিনাল ক্ষমতা বাড়াবার জন্য বিদ্যমান রানিং লাইন সম্প্রসারণের জন্য ভাগলপুর স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজ সহ ৫.২ টিকেএম প্লেন ট্র্যাক এবং ১৮টি টার্নআউট লেয়িং ও লিঙ্কিং-এর জন্য পি. ওয়ে কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৮০,৪১,২৪১.৩৭ টাকা। ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং : ৪৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে-১/জামালপুর শাখায় জামালপুর ডিজেল শেডে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক অ্যাক্টিভিটি যেমন, ক্যাজুয়াল রিনিউয়াল অফ রেল-স্লিপার-সুইচ-এসইজে, ট্র্যাকের টাম্পিং, ডিপ স্ক্রিনিং, আসিস্টিং ট্র্যাক মেশিন, নিকাশী ব্যবস্থার পরিষ্কার করা ইত্যাদির কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৬২,৩৪,৮০৫.৯৭ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৯.০৬.২০২৬, দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১-এর জন্য) এবং ২২.০৬.২০২৬, দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২-এর জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন। (MLD-68/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জলের খোঁজে হন্যে রাস্তার অবোলারা

শিলিগুড়ি, ২ জুন : একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন? খুবই চেনা সংলাপ। সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’-এ একটু জলের খোঁজে সেই নাটকের পথিক চরিত্রকে যে কতটা ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল তা আমাদের সবারই জানা। নাটকটির প্রতিটি সংলাপ আমাদের খুব হাসিয়েছে। কিন্তু সেভাবে ভাবিয়েছে কি? বিশেষ করে জলের খোঁজে মনুষ্যেতরদের ভোগান্তি যে কতটা হয় সেই খোঁজ কি আমরা রাখি? নইলে সামান্য গলা ভেজাতে ওদের আকুলিবিকুলি দেখেও আমাদের কোনও ভাবান্তর নেই কেন কে জানে।

মঙ্গলবারের দুপুর। দহন দাপটে পথচলতি মানুষ জল বা ওআরএস কিনতে ব্যস্ত। আর ওরা? রাস্তাঘাটে জলের দেখা নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে দেখা গেল কোথাও এক ফোঁটা জলের আশায় ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত গোরু আবার কোথাও একটুখানি ছায়ার খোঁজে জিভ বের করে হাঁসফাঁস করছে পথকুকুর। বাড়ির ব্যালকনিতে পাখিদের জন্য জলের পাত্র চোখে

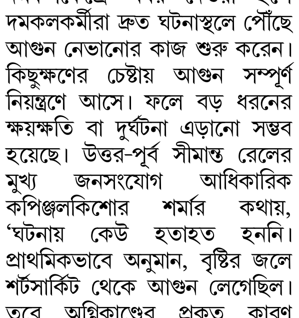

পথকুকুরদের বিশ্রাম।

পড়লেও রাস্তায় বড় প্রাণীগুলোর পরিস্থিতি শোচনীয়। কোথাও কোথাও কৃত্রিম জলাধার থাকলেও সেগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ কিন্তু মোটেই হয় না।

মিলনপল্লিতে গিয়ে দেখা গেল এক পথকুকুর লম্বা জিভ বের করে হাঁফাতে হাঁফাতে চলেছে। কয়েক পা জোরে হেঁটেই থেমে পড়ছে। হিলকার্ট রোডে এক কুকুরকে অলসভাবে রাস্তায় চলতে দেখা গেল। গরম যেন শরীরের শেষ শক্তিটুকুও নিংড়ে নিয়েছে। পাশেই এক গলিতে এক বাড়ির গ্যারাজ খোলা থাকায় অনাহূত অতিথির মতো সেটি সেখানে সেঁধিয়ে গেল। জলেশ্বরীতে আরেক কুকুরকে প্রাণপণে মাটি খুঁড়তে দেখা গেল। তপ্ত মাটি সরিয়ে নীচে একটু ঠান্ডা মাটি মিলতেই তাতে খানিক গড়াগড়ি। হায়দরপাড়ার এক মহিলা এক গোরুকে আলু খেতে দিয়েছিলেন। ভ্যাপসা গরমে মুখে কি আর আলু রোচে? অতএব সটান মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া। মহিলা ঘর থেকে বোতলে করে জল নিয়ে এসে সেই গোরুর মুখে ঢালার পর মানভঞ্জন। হাকিমপাড়ায় একটি বাড়ির সামনে জলের জন্য ইট গেঁথে উঁচু জায়গা করে রাখা। সামনে লেখা, ‘তৃষ্ণার্ত পশু ও পাখির জলের স্থান’। যদিও অনেক দিন ধরেই সেখানে এক ফোঁটাও জল রাখা হয় না। বাড়ির দরজায় তালা। এই রাস্তাতেই গাছের ছায়ায় বসে এক মহিলা জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেই জানা গেল ইট গেঁথে তৈরি ওই জলের জায়গায় কেউ এখন আর জল রাখে না। নিজেও রাখেননি।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৬ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

চরম নীতিহীনতা

তৃণমূলের পরিষদীয় দলকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ভেঙে দিতে পারবেন কি না, সেটা পরের কথা। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে যে কারণে তিনি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে গিয়েছেন, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে তার ধার-কাছ দিয়ে যেতেন না। তাঁকে যদি দল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বানিয়ে দিত, তাহলেও তাঁর মুখে নৈতিকতার কথা সম্ভবত শোনা যেত না।

আরও কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা মানতে রাজি হননি বলে ঋতব্রতের পক্ষে বিদ্রোহ করাটা সহজ হয়েছে। এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা করা হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী পরিষদীয় দল বৈঠক করে নেতা নির্বাচন করে। সেটা শাসকদলে হোক বা বিরোধী দলে হোক। দলের নেতৃত্ব নাম ঠিক করলেও তা বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

তৃণমূল নেতৃত্ব সেই পথে হাঁটেনি। দলের বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা না করেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে বিরোধী দলনেতার নাম জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধায়কদেরই সেটা জানানো শোভনীয়। এটাও ঘটনা যে, তৃণমূলের পরিষদীয় দলে শোভনদেবের মতো অভিজ্ঞ, প্রবীণ এবং ধীর-স্থির নেতা আর একজনও নেই। সেই বিচারে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই।

সমস্যা দানা পেকেছে, বিধায়কদের না জানিয়ে সরাসরি অধ্যক্ষকে বিরোধী দলনেতার নাম জানিয়ে দেওয়ায়। সেটা অন্য বিধায়কদের অপছন্দ হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে তাঁরা সেই আপত্তি দলনেত্রী বা অভিষেকের কাছে জানাতেই পারতেন। তা না করে ঋতব্রত ও সন্দীপন সাহা সরাসরি দলের অভ্যন্তরে একের সই অন্যে করার নালিশ জানিয়ে এলেন বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে। এই পদক্ষেপের পিছনে নিশ্চয়ই উলুবেড়িয়া ও এন্টালির বিধায়কের অন্য অভিসন্ধি ছিল।

তাঁরা জানতেন, এই নালিশকে অস্ত্র বানাবে বিজেপি সরকার। বাস্তবে তাই হয়েছে। ঘটনাটি জানতে পেরেই সই জালিয়াতির অভিযোগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন। তৃণমূল বিপাকে পড়বে জেনে-বুঝেই ঋতব্রত-সন্দীপনরা এই পদক্ষেপ করেছিলেন। সেটা খোদ মুখ্যমন্ত্রী ফাঁস করার পর তৃণমূলের পক্ষে ওই দুজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা ছাড়া যে পথ থাকবে না, তাও তাঁদের অজানা ছিল না।

দলের সেই পদক্ষেপের জন্য এই কাণ্ড সচেতনভাবে তাঁরা ঘটিয়েছেন। দলের প্রতি যে তাঁদের ন্যূনতম আনুগত্য নেই এবং সুযোগ পেলেই ছোবল দেবেন, তা এতে স্পষ্ট। আপত্তিটা দলে না জানিয়ে সরাসরি বিজেপির হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। দল তাঁদের বহিষ্কার করামাত্র সতীর্থ বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক ও সই সংগ্রহ করে দল ভাঙার খেলায় নেমে পড়েছেন। এখন কাঁদুনি গাইছেন, দলের মধ্যে গণতন্ত্র নেই বলে প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ ছিল না।

এখন দলের নানা দুর্নীতির কথা বলতে শুরু করেছেন ও আরও ঘটনা সামনে আনবেন বলে চলেছেন। সেই দুর্নীতি জানা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ঋতব্রতরা ক্ষমতাসীন দলকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। দলের টিকিট নিয়ে ভোটে লড়তেও তাঁদের 'নৈতিকতা'য় বাধেনি। ক্ষমতা থেকে দল চলে যাওয়ার পর মধুভাণ্ড ভেঙে যাওয়ায় অনেকের বিবেক জাগ্রত হয়েছে। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চর্চা অনুচিত। তবুও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋতব্রত সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন অনৈতিকতার অভিযোগে।

ফলে তৃণমূলের মধ্যে বিদ্রোহটা আদৌ কোনও নৈতিক কারণে নয়। স্রেফ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার বাসনায়। তা সরকার পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক হোক বা বিরোধী দলনেতার পদের জন্য হোক। একই কারণে রাজ্যের প্রায় সব জেলা পরিষদ, পুরসভা, পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকা সত্ত্বেও পদত্যাগ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার হিড়িক লেগেছে। গোটাটাই নীতিহীনতার চূড়ান্ত।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

জনরোষের মোক্ষম হাতিয়ার নিটোল ডিম

আদিকালে সামাজিক হেনস্তা থেকে আধুনিক রাজনীতি, সস্তা ডিমেই জনতা বরাবর পরম আস্থা রেখেছে।

চিরঞ্জীব রায়

সেদিন সোনারপুরের রাস্তার ধারে একদল মহিলা পরম 'টার্গেট'-এর অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হাতে তাঁদের মারাত্মক অস্ত্র— এক-একটি নিটোল কাঁচা ডিম। ইতিহাস সাক্ষী, এই ছবির স্থান-কাল-পাত্র অনায়াসে বদলে দেওয়া যায়। স্থানটি নিমেষেই হয়ে যেতে পারে প্রাচীন রোম নগরী বা রোমান সাম্রাজ্যের কোনও এক উত্তাল সময়। আর লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন কোনও দাপুটে রাষ্ট্রনেতা, যাঁর চারপাশ ঘিরে ধরেছেন একদল ক্ষুব্ধ রোমান নারী। যুগের পরিবর্তনে মানুষের পোশাক কিংবা প্রতিবাদের ভাষা বদলালেও, কেবল হাতের ওই ছোট্ট ডিমটি কিন্তু একেবারে অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর... রাজরোষের শিকার হয়ে নিরীহ তরুণ গুপি হাস্যকর সাজে গাধার পিঠে চড়ে গ্রামছাড়া হল। অথবা ভরা রাজসভায় দুষ্ট চূড়ামণি ধৃষ্টতা দেখিয়ে রাজবধূর বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হল। এই সবই সেই আদিকাল থেকে কোনও ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীকে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে চরম অসম্মানিত করার অতি চেনা পন্থা। জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল-সংস্কৃতি নির্বিচারে প্রকাশ্যে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের এই প্রাচীন প্রথা বিশ্বজুড়ে চলেই আসছে। কখনও সামাজিক শাস্তি দিতে, কখনও অন্যায় নিবৃত্ত করতে, কিংবা কখনও স্রেফ নিজের শাসন জাহির করতে বা প্রতিহিংসা নিতে এই পথ বেছে নেওয়া হয়।

কখনও কারণে, কখনও অকারণে নানাবিধ রূপ ধারণ করে জনরোষ আছড়ে পড়েছে। জনগণের উদ্দাম ক্ষোভ মানুষের মনের দখল নিলে সুস্থ বিচারবুদ্ধি কাজ করার সুযোগ পায় না। ফলে হেনস্তার শিকার হওয়া মানুষটির ব্যক্তিগত মর্যাদা বা মানবাধিকার লুণ্ঠিত হল কি না, উন্মত্ত জনতা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আমল দেয় না। মধ্যযুগীয় এবং সদ্য আধুনিক হয়ে উঠতে থাকা ইউরোপ কিংবা ঔপনিবেশিক আমেরিকায় তথাকথিত দোষীকে কাঠের খাঁচায় ভরে প্রকাশ্যে রাখা হত। আমজনতা যাতায়াতের পথে তাদের নিয়ে চূড়ান্ত ঠাট্টাতামাশা করত, আবর্জনা ছুড়ে মারত, থুতু দিত। সুতরাং, গাধার পিঠে চড়া আমাদের গুপি গায়েনই প্রথম নয়। হাস্যকর পোশাক পরিয়ে কিংবা নগ্ন করে উলটো গাধার পিঠে চড়ানোর এই 'স্কিমিংটন রাইড'-এর প্রথা তখনও পশ্চিমা সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে কিংবা যৌন অনাচারের অভিযোগে নারীকে নগ্ন করে ঘোরানো বা মাথা কামিয়ে দেওয়ার প্রথা মোটেই কেবল ভারতের অশিক্ষিত গ্রামগঞ্জের নিজস্ব আবিষ্কার নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও তথাকথিত সভ্য, শিক্ষিত ইউরোপ তাদের দেশের 'ভ্রষ্টা' নারীর জন্য অবিকল একই শাস্তির বিধান করত। নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দিদের মাথা কামিয়ে দেওয়া ছিল এমনই এক পরিচিত অপমানজনক প্রক্রিয়া। পাশ্চাত্যের গণশাস্তিতে সরাসরি পিটিয়ে মারার উদাহরণ কিছুটা কম হলেও নৃশংসতার অভাব ছিল না। কখনও 'দোষী'-র সারা দেহে আলকাতরা মাখিয়ে তার ওপর পাখির পালক সেঁটে দিয়ে নগর পরিক্রমা করানো হত। আরও কড়া শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধীকে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে কান কেটে নেওয়া হত— অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আংশিক বা পুরোটাই। এর পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও মানসিক নির্যাতন ছিল

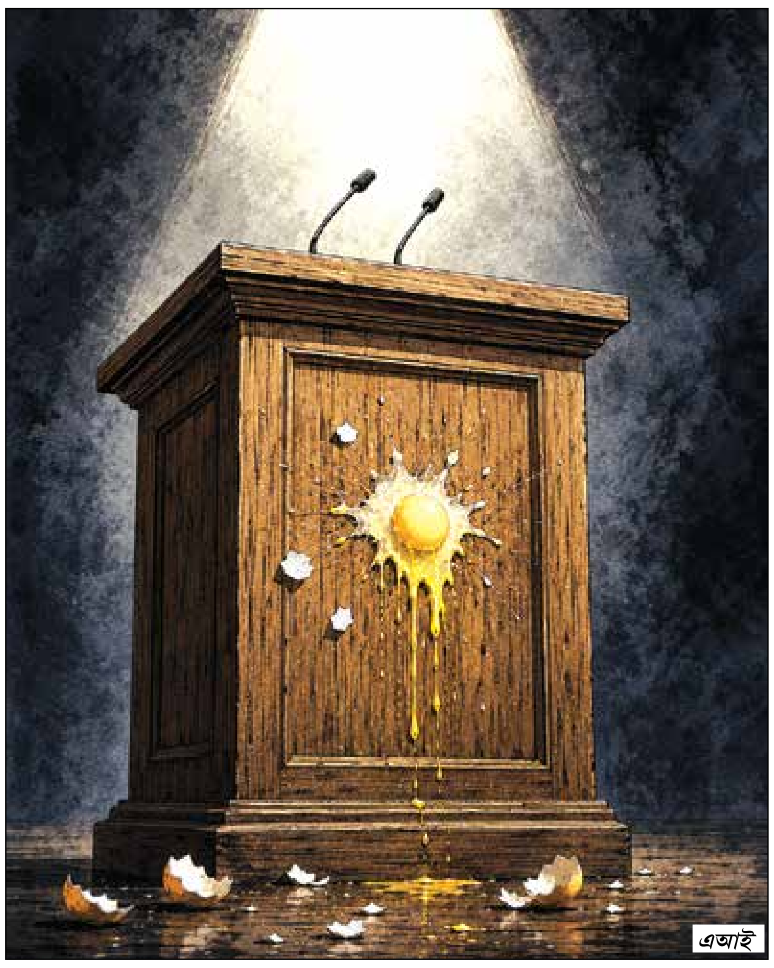

এআই

এবং আছে; আজ সমাজমাধ্যমের খবরদারিতে যার আধুনিক নাম হয়েছে 'ট্রোল'।

আইন এখন অনেক কড়া ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষা গুরুত্ব পাওয়ায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জেরে প্রাচীন গণশাস্তি তেমন নখদাঁত বের করতে পারে না। তাই প্রত্যন্ত গ্রামে আজও মাথা মুড়িয়ে দেওয়া গেলেও, কান কেটে নেওয়ার উদ্যোগ বা উৎসাহ মানুষকে বাধ্য হয়েই সংবরণ করতে হয়। কিন্তু দেশ-কাল-সংস্কৃতির সমস্ত বেড়াজাল ভেঙে আদি ও অকৃত্রিম সেই নিটোল বস্তুটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ বা জনরোষের অস্ত্র হিসেবে, অথবা নিছক সামাজিক সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সুযোগ পেলেই আজও বিশ্বময় মানুষের হাতে হাতে উঠে আসে। এই ডিম নিক্ষেপ কান কেটে নেওয়ার মতো স্থায়ী শারীরিক নির্যাতন করে না ঠিকই, কিন্তু অতি নীরবে সর্বসমক্ষে একজনের মান এক লহমায় ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। লক্ষ্যবস্তুর পুরো অস্তিত্বটাকেই নিমেষের মধ্যে চূড়ান্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং অস্পৃশ্য করে দিয়ে যায়।

ইতিহাসের পথ বেয়ে পিছনে হাঁটলে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রকাশ্য হেনস্তার অস্ত্র হিসেবে ডিমের প্রথম পরিচয় মেলে। দেখা যাচ্ছে, ছোটখাটো চোরছ্যাঁচড় ধরা পড়লে তাদের ভিড় বাজারের নির্দিষ্ট থামের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে জনগণ মহোৎসবে কাঁচা ডিম ও পচা সবজি ছুড়ে মারছে। তবে ডিমের প্রথম শিকার কে ছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কিছু প্রাচীন জনশ্রুতি অনুযায়ী, আনুমানিক ৬৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান গভর্নর ভেসপাসিয়ানের ওপর চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ইহুদিরা প্রথম কাঁচা ডিম ছুড়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্মানহানির এই আপাত নিরীহ অথচ অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতিটির জনপ্রিয়তা ও পরিসর দুই-ই বাড়ল। কাঁচা ডিম এবার সটান ঢুকে পড়ল এলিজাবেথান থিয়েটার থেকে শুরু করে আমেরিকা ও কানাডার জনপ্রিয় 'ভওডভিল' থিয়েটারের হলে। অভিনেতাদের খারাপ অভিনয় দেখলেই দর্শক পরম সমাদরে তাঁদের ডিম ছুড়ে স্বাগত জানাতে লাগলেন— যা ছিল হাতেনাতে শিল্পের নির্মম সমালোচনা এবং বিনোদনের মাঝেই আর এক রগরগে উপরি বিনোদন!

শতাব্দী গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র মজবুত হল। সেইসঙ্গে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও জনরোষ প্রকাশের ঘটনা বাড়ার পাশাপাশি ডিমের মাহাত্ম্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। সমাজবিরোধীদের দিয়ে যে যাত্রার শুরু হয়েছিল, তা ভায়া থিয়েটারের ফ্লপ অভিনেতা হয়ে অবশেষে রাজনেতাদের দরজায় গিয়ে পৌঁছাল। কাঁচা ডিম কোন এক অলক্ষ্য অনবধানে রাজনৈতিক প্রতিবাদের অত্যন্ত মানহানিকর এক অস্ত্রের চেহারা নিল। ১৯১০ সালে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া ব্রিটিশ সাফ্রেজেট আন্দোলনের কর্মী এথেল মুরহেডের নাম যেমন উইনস্টন চার্চিলের সভায় ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িয়ে আছে, তেমনই ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার থেকে শুরু করে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের নামও উঠে গিয়েছে এই উড়ন্ত ডিমের ঘায়ে অসম্মানিতদের তালিকায়।

১৯৯২ সালে নির্বাচনি প্রচারের সময় কাঁচা ডিমের হলদে তরল ভিজিয়ে দিয়েছিল প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের দামি সুট। ছাড় পাননি উপ প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকটও। ২০০১ সালের মে মাসে নর্থ ওয়েলসে ক্রেইগ ইভ্যান্স নামের এক কৃষিকর্মী সরাসরি তাঁর মুখে ডিম ছুড়ে মারেন। প্রাক্তন বক্সার প্রেসকট অবশ্য থমকে না গিয়ে পালটা এক জবরদস্ত ঘুসি চালিয়ে বসেন, যা নিয়ে সাধারণ নির্বাচনের আগে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অবশ্য এই নিয়ে আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে, তিনি বেশ নামী আন্তর্জাতিক দলেই আছেন; কারণ মাত্র কিছুকাল আগেই, ২০২২ সালে, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের দিকে 'নট মাই কিং' স্লোগান তুলে ক্ষুব্ধ জনতা দু'-দু'বার ডিম ছুড়েছিল।

প্রশ্ন হল, মারণাস্ত্র বোমা থেকে শুরু করে সাধারণ ইট-পাটকেল বা পাথর থাকতেও মানুষ বারবার এই ডিমের শরণাপন্নই বা কেন হয়? ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, ডিম ছোড়ার এই বিশেষ 'সংস্কৃতি' যেখানে শুরু হয়েছিল, সেই প্রাচীন রোমে সেকালে খামারবাড়ির অভূতপূর্ব রমরমা ছিল। সেইসব খামারে প্রচুর হাঁস-মুরগি পোষা হত, ফলে নিত্যদিনের খাওয়াদাওয়ার পরেও ছুড়ে মারার জন্য পর্যাপ্ত ডিম বেঁচে থাকত। তাই মানসম্মান ধুলোয় মেশাতে এই সহজলভ্য বস্তুটিই জনগণের হাতে পরম আস্থার হাতিয়ার হিসেবে উঠে আসে। তাছাড়া পাথর বা বোমা ছুড়লে মারাত্মক জখম বা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, যা হেনস্তাকারীকে খুনের মামলায় ফেঁসে চরম বিপদে ফেলতে পারে। ওদিকে ডিমের ঘায়ে গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনা তুলনামূলক কম হলেও, ডিম নিঃসৃত তীব্র দুর্গন্ধের তরল তৎক্ষণাৎ টার্গেটকে এক চরম তামাশার ও ঘৃণার পাত্র বানিয়ে ছাড়ে। রাজপথে হাতে ডিম নিয়ে ঘোরা বোমা নিয়ে ঘোরার মতো বেআইনিও নয়, কিন্তু জনরোষ প্রকাশ করতে কাউকে মুহূর্তের মধ্যে হীন প্রতিপন্ন করার পক্ষে একেবারে আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই বাংলার রাজনৈতিক ময়দানেও আজ ডিমের এমন রমরমা উপস্থিতি। সোনারপুরের সাম্প্রতিক কাণ্ড কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া চাপা উত্তেজনা— এই সবই আসলে সেই আদিম ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক ধারারই এক-একটি আধুনিক সংস্করণ। ইট-পাথরের রক্তক্ষয়ী হিংস্রতাকে এড়িয়ে প্রতিপক্ষকে জনসমক্ষে চূড়ান্ত অপদস্থ ও ট্রোল করার এই চতুর কৌশল যেন আজ এ দেশের রাজনীতিরও অলিখিত ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং, সমাজে ধূর্ত নেতা থেকে ব্যর্থ অভিনেতা যতদিন থাকবেন, এবং থাকবেন তাঁদের ঘিরে মানুষের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, ততদিন এই সস্তা কাঁচা ডিমও প্রতিবাদের ময়দানে নিজের পূর্ণ স্বমহিমায় বিরাজ করবে। তাতে আর সন্দেহ কী!

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯১৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী ছায়া দেবী।

১৯৮৬

টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিধানসভায় নিজের কাজে এসেছি। কোনও তালিকা নিয়ে আসিনি। এগুলি সব জল্পনা। মম বন্দ্যোপাধ্যায় বড় নেত্রী। আমি দল থেকে বহিষ্কৃত বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাবে, এমন কথা নেই মমতাই আমার নেত্রী। যদিও মম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে দল হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে। তবে আমি আজ-এ বিশ্বাসী, কাল কী হবে জানি না, বলতে পারব না।

- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ

ভাইরাল/১

মাথায় করে শাশুড়িকে ব্রজ পরিক্রমা করালেন পুত্রবধূ। মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের প্রায় ২০০ কিলোমিটার পরিধিজুড়ে এই পবিত্র ব্রজ পরিক্রমা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শাশুড়ির ইচ্ছাপূরণ করতে একটি বড় গামলার মধ্যে তাঁকে বসিয়ে পবিত্রস্থান পরিক্রমা করালেন বৌমা। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের একটি স্টেশন থেকে আগরতলা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ছাড়ছিল। চলন্ত ট্রেনে এক মহিলা তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে ওঠার সময় পা হড়কে পড়ে যান। মা-ছেলে সোজা গিয়ে পড়েন প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের মাঝের ফাঁকে। দুজনেই আপাতত হাসপাতালে।

জনমন

জনমত

সাময়িক সুবিধা নয়, সমস্যার প্রকৃত সমাধান চাই

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এক সরকার বিদায় নেয়, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও বাড়তে থাকে। নাগরিকরা চান, তাঁদের মৌলিক সমস্যার সমাধান হোক, জীবনের মান উন্নত হোক এবং রাষ্ট্র তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করুক। অথচ বাস্তব চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন।

মানুষ চেয়েছিল উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মানসম্মত শিক্ষা, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, কর্মসংস্থানের বিস্তার এবং সামাজিক নিরাপত্তা। শিক্ষিত বেকার তরুণ সমাজ প্রত্যাশা করেছিল যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ। কিন্তু তার পরিবর্তে অনেক সময় তাঁদের দেওয়া হয়েছে বেকার ভাতার মতো সাময়িক সহায়তা। নারীরা চেয়েছিল নিরাপদ সামাজিক পরিবেশ ও কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা, পরিবর্তে বিভিন্ন ভাতা ও আর্থিক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের চাহিদার আংশিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ফ্রি বাসভাড়া চায়নি, চেয়েছে পর্যাপ্তসংখ্যক বাস পরিষেবা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য দাবি করেছেন, কিন্তু বাস্তবে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ার ফলে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আজও অধরাই থেকে গিয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীরা ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করলে নানা প্রশাসনিক জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হয়।

এখানেই সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, যে বিপুল অর্থ বিভিন্ন প্রকল্প ও ভাতা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে, সেই অর্থের একটি বড় অংশ যদি স্থায়ী সমস্যা সমাধানে ব্যয় করা হত, তাহলে কি সমাজ আরও বেশি উপকৃত হত না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই মনে করেন, নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অন্য স্বার্থ অধিক গুরুত্ব পায়।

ফলে নাগরিক সমাজ অনেক সময় সাময়িক সুবিধার বিনিময়ে দীর্ঘমেয়াদি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তবুও তারা আশা ছাড়ে না। হয়তো ক্লান্ত মনেই আবার উচ্চারণ করে জয় গোস্বামীর সেই চিরন্তন পংক্তি –'আমরা তো অল্পে খুশি, কী হবে দুঃখ করে? আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাত-কাপড়ে।'

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সুরের আকাশে নিভৃত এক নক্ষত্র

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠসাদৃশ্যের চেনা বৃত্ত ভেঙে নিজস্ব প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন সুমন কল্যাণপুর।

অমিতাভ সরকার

'না তুম হামে জানো' কিংবা 'আজ কাল তেরে মেরে প্যারকে চর্চে'— ভারতীয় চলচ্চিত্র সংগীতের এই অমর সুরগুলির আড়ালে যে অনন্য মিষ্টতা লুকিয়ে ছিল, সেই সুমন কল্যাণপুর আজ ইতিহাসের পাতায়। তাঁর গানের লাইন ধরেই বলতে ইচ্ছে করে, এবার তাহলে সত্যিই তিনি নেই। ভারতীয় সংগীতজগতের জন্য আবারও এক সুর-বসন্তের বিদায় ঘটল। ঢাকায় জন্ম নেওয়া এই শিল্পীর পড়াশোনা ও সংগীতশিক্ষা সবই অবশ্য বোম্বেতেই সম্পন্ন হয়েছিল। নিছক শখ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মারাঠি সংগীত পরিচালক কেশব রাও ভোলের নির্দেশে নিজের কণ্ঠের ধরন অনুযায়ী তিনি লাইট মিউজিকের দিকেই বেশি জোর দেন। ১৯৫২ সালে আকাশবাণীতে প্রথম গান এবং ১৯৫৪ সালে 'মঙ্গু' সিনেমা দিয়ে হিন্দিতে তাঁর প্লেব্যাক শুরু হয়।

শাস্ত্রীয় সংগীতে গভীর তালিম থাকার কারণে মন্দ্র থেকে চড়া সপ্তকে তাঁর গলার রেঞ্জ অনায়াসে ওঠানামা করত। তবে সুদীর্ঘ সংগীতজীবনে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠসাদৃশ্য আপামর শ্রোতাকে যেমন প্রায়শই বিভ্রান্ত করেছে, তেমনই তাঁর কেরিয়ারেও এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে এই কণ্ঠসাদৃশ্য তাঁকে দ্রুত বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে 'আশা-লতা'-র গগনচুম্বী একাধিপত্যের যুগে নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার পথে এক অলিখিত প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করেছিল। অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভার তুলনায় প্রাপ্ত সুযোগ ও স্বীকৃতি অনেকের কাছেই অপর্যাপ্ত বলেই মনে হয়েছে।

রেকর্ডিং স্টুডিওতে মহম্মদ রফির সঙ্গে।

প্রথম জীবনে নুরজাহানের অনুরাগী সুমনজি হিন্দি চলচ্চিত্রে শচীনদেব বর্মন, নৌশাদ, মদনমোহন ও শঙ্কর-জয়কিশানের মতো দিকপাল সুরকারদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তালাত মাহমুদ, মুকেশ, হেমন্ত ও মান্না দে-র পাশাপাশি মহম্মদ রফির সঙ্গে তাঁর গাওয়া প্রায় ১৪০টি দ্বৈত গান আজও তুমুল জনপ্রিয়। 'তুমনে পুকারা' কিংবা 'না না করতে প্যার'-এর মতো কালজয়ী সৃষ্টিগুলি তাঁরই কণ্ঠের জাদুতে অমর হয়ে আছে।

'দিল এক মন্দির' কিংবা 'পাকিজা'-র মতো ছবিতে ত কণ্ঠসৌন্দর্য বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। তবে কেবল আটশে মতো হিন্দি গান দিয়ে এই সুরসাধিকার সামগ্রিক প্রতিভ সঠিক মূল্যায়ন করা মোটেও উচিত হবে না।

হিন্দি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বাইরেও স্পষ্ট ও নিখ উচ্চারণের কারণে বাঙালি শ্রোতাদের মনের অনেকট কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন তিনি। তামিল, ভোজপু ও পঞ্জাবি ভাষায় গাইলেও 'আমার স্বপ্ন দেখার দুটি নয়ন' 'বাদলের মাদল বাজে'-র মতো গান শুনলে তাঁকে বাঙা ভেবে ভুল করতেন অনেকেই। 'মণিহার' সিনেমার 'দূরে থে না' কিংবা 'কৃষ্ণভক্ত সুদামা'-র 'তোরা হাত ধর, প্রতিজ্ঞা ক আজও বাঙালির পরম আবেগ। সংগীতের বাইরে ছবি আঁ বাগান করা বা সেলাইয়ের মতো সৃজনশীল কাজেও ত গভীর অনুরাগ ছিল। সুরের আঙিনায় কিছু অপূর্ণতা থাকলে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বজ রাখতে পেরেছিলেন।

জীবন ও কেরিয়ারের খতিয়ানে কী পেয়েছেন ত কী পাননি, তা নিয়ে সুমনজি কখনও নিজের মনকে অয জর্জরিত করেননি; বরং আজীবন নিভৃতে ও নীরবে প্রাণভ শুধুই সুরের আরাধনা করে গিয়েছেন। তাঁর ঝুলিতে অ 'লতা মঙ্গেশকর পুরস্কার' কিংবা 'পদ্মভূষণ'-এর মতো সম্মা চেয়েও শ্রোতাদের অকৃত্রিম ভালোবাসাই ছিল তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই অনন্য সুরসাধিকা আমাদের মনের শাি সুরপুরে চিরকালই রয়ে যাবেন। কারণ, নশ্বর দেহের অবস ঘটলেও খাঁটি সুরের তো কোনওদিন মৃত্যু হয় না।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। বারাসতের বাসিন

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৬১

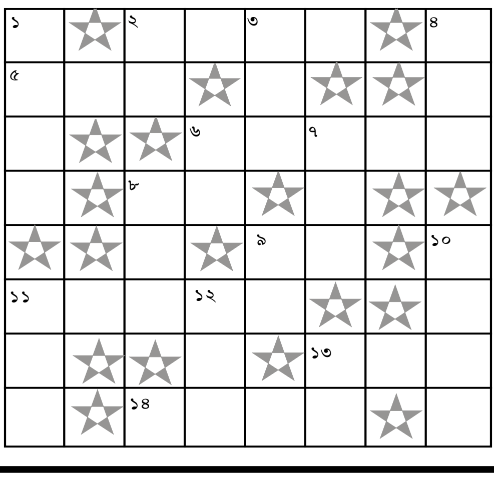

পাশাপাশি : ২। যে পাতা স্পর্শ করলে গা চুলকোয় ৫। একগুঁয়ে ও বেয়াদপ ৬। সম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। যে কাপড়ের পাড়, রং নেই ৯। চেতনাসূচক প্রতিক্রিয়া ১১। জালিয়ানওয়ালা বাগ যেখানে ১৩। বাড়িতে পোষা পাখি ১৪। সবুজ রংয়ের রত্ন।

উপর-নীচ : ১। জানানো ২। যন্ত্রণা বা অসুখ ৩। পাছদুয়ার ৪। মনের ইচ্ছে ৬। ধুলোয় জল পড়লে যে অবস্থা হয় ৭। শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ ৮। প্রমাণ পেশ ৯। উদ্ভিদের পুষ্টির উপাদান ১০। সুগন্ধী ফুল ১১। অনিবার্য ১২। পরস্পর যুদ্ধ ১৩। খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত কলার পাতা।

সমাধান ■ ৪৪৬০

পাশাপাশি : ১। অন্তর্লীন ৩। বিদ্রুম ৫। দরবিগলিত ৬। লহর ৭। কোফতা ৯। দণ্ডাধিকরণ ১২। কড়ার ১৩। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। অয়োমল ২। নফর ৩। বিরাগ ৪। মন্দ্রিত ৫। দর ৭। কোণ ৮। তালেবর ৯। দত্তক ১০। ধিক্কার ১১। রসুই।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তলবের প্রস্তুতি

ফের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে তলবের প্রস্তুতি শুরু করছে ইডি। সোমবার ১১ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। পরের সপ্তাহে তাঁকে ফের ডাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাচারের ছক

উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচারের ছক জানতেই বানচাল করল পুলিশ। উত্তরাখণ্ড দুন এক্সপ্রেসে করে এরাজ্যে আনার সময় কচ্ছপ উদ্ধার করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পানাগড় রেল পুলিশ।

বঙ্গে মোদি

শুভেন্দু অধিকারীর জমানায় এই প্রথমবার ২০ জুন আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আর এই বিশেষ দিনটিতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন।

ভুল ওষুধ

উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জ বাজার এলাকায় ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে ভুল ওষুধ দেওয়ার জন্য গর্ভপাতের অভিযোগ উঠল। দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

‘পুরুষ-লক্ষ্মী’ ধরতে সিটের তদন্ত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুন : রাজ্যের দুর্নীতি আর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিন্দুমাত্র আপস করতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার আচমকাই নবান্নের ১৪ তলায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলা নীচে ১৩ তলায় রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তার ঘরে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মিনিটের একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। জেলা স্তরে আইনশৃঙ্খলার কড়াকড়ি নিশ্চিত করার পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের টাকা লুট রুখতে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা যারা লুট করেছে, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করতে হবে সব ‘পুরুষ লক্ষ্মী’দের।’ নবান্ন সূত্রের খবর, জেলায় জেলায়

বুধবার থেকেই অন্নপূর্ণার টাকা!

থানাগুলিকে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ডিজিপি-কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নবান্নের সভাঘরে হাওড়া, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক। ওই বৈঠকে পুলিশ ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি আগাম সেরে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন রাজ্য পুলিশ প্রধানকে।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ ভুয়ো উপভোক্তা বেআইনিভাবে এই প্রকল্পের টাকা তুলছিলেন। সিআইডি-র ডিআইজি-র নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই এর তদন্তে নেমেছে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর-২ ব্লকেই যেমন ১৭৩ জন ‘পুরুষ’ উপভোক্তার সন্ধান মিলেছে, যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলছিলেন। এই জালিয়াতির শিকড় খুঁজতে সিট এখন মুর্শিদাবাদসহ বিভিন্ন জেলার সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্ট ও ব্লক স্তরের নথিপত্র খতিয়ে দেখছে।

একদিকে যখন ভুয়োদের ছাঁটাইয়ের কাজ চলছে, ঠিক তখনই রাজ্যের যোগ্য মা-বোনেদের বড় সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেছেন, বুধবার থেকেই যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র বর্ধিত ৩,০০০ টাকা ঢুকতে শুরু করবে।

জল্পনা ঋতব্রতর ‘কালকের’ কথায়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুন : বিধানসভা সই বিতর্কের জেরে তৃণমূলের ভাঙনে অনেকেই মহারাষ্ট্রের শিন্ডে মডেলের ছায়া দেখছেন। মঙ্গলবার তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ জন তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন পেয়ে গিয়েছেন বলে রটে যাওয়ার পর ‘শিন্ডে মডেল’ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও বিধানসভার বাইরে গোটা বিষয়টিকেই ‘গল্পের গোরু’ বলে মন্তব্য করেছেন ঋতব্রত। কিন্তু একইসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাঁর মন্তব্য আজকের কথা আজকে বলতে পারি, কিন্তু কাল কী হবে তা কালই জানা যাবে। খবর, বুধবারই আত্মপ্রকাশ করবে ‘নতুন তৃণমূল’! বিধানসভায় শক্তি দেখিয়ে চিঠি দেবেন তৃণমূলের সদ্য বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়!

মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এনসিপি ভেঙে অজিত পাওয়ারের নতুন দলকে সরকার গড়তে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার ভাঙন ঘটিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্রে এই পালাবদলের নেপথ্যে বিজেপির হাত ছিল বলে অভিযোগ। পরে বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীও হন শিন্ডে। সেই থেকে সরকার ভাঙার রাজনীতির খেলায় মহারাষ্ট্রের এই মডেল শিন্ডে মডেল নামে পরিচিত। রাজ্য রাজনীতির সাম্প্রতিক উথালপাতালে তৃণমূলকে ঘিরে সেই সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন কেউ কেউ। বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে গতকালই বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে একদফা চিঠি দিয়েছিল তৃণমূল। সোমবার সেই চিঠি গ্রহণ করলেও সোমবার বিকালে ঋতব্রত, সন্দীপনকে দল থেকে বহিষ্কার করার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ফের একদফা চিঠি বিধানসভায় জমা দিতে আসেন

বিধানসভায় ঋতব্রত।

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ, অসীমা পাত্র এবং সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়ন। কিন্তু বিধানসভা থেকে বেরিয়ে কুণাল জানান, সোমবার তাঁদের চিঠি গ্রহণ করা হলেও এদিন তাঁদের চিঠি নিতে অস্বীকার করেছে অধ্যক্ষের দপ্তর। কুণাল বলেন, ‘অধ্যক্ষ না থাকায় আমরা সচিবালয়ে চিঠি জমা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সচিব জানিয়েছেন, স্পিকারের নির্দেশে বিরোধীদের কোনও চিঠি গ্রহণ করা যাবে না। আমরা চিঠিটি স্পিকারের সচিবের টেবিলে রেখে তার ভিডিওগ্রাফি করে বেরিয়ে এসেছি।’

এদিকে, সোমবার তৃণমূলের একাধিক বিধায়কের সঙ্গে বিধায়ক আবাসে বৈঠক করেছেন ঋতব্রত। শিউলি সাহার মতো কয়েকজন বিধায়ক তা কবুলও করেছেন। সাক্ষাতের বিষয়ে স্বীকার করে এদিন বিধানসভার বাইরে এব্যাপারে ঋতব্রতও বলেন, ‘এরকম আড্ডা আমরা প্রায় দিয়ে থাকি। এর সঙ্গে সমাজমাধ্যমে ছড়ানো জল্পনার কোনও সম্পর্ক নেই।’ তবে এদিন ঋতব্রতর সঙ্গে বিধানসভায় আসেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বর্তমানে শাসকদলের মন্ত্রী তাপস রায়। এদিন সকালেই তাপস সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন। সেখানে ৫০ সদস্যের সমর্থন নিয়ে ঋতব্রতর উদ্যোগে আলাদা দল তৈরি হতে যাচ্ছে বলে ইঙ্গিত ছিল। তবে ৫০-এর বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর সংবলিত চিঠি যদি ঋতব্রত বিধানসভায় জমা দিয়ে নিজেদেরই প্রকৃত তৃণমূল বলে দাবি করেন, সেক্ষেত্রে তৃণমূলের ভাঙন কি অনিবার্য নয়? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে কুণাল বলেন, ‘এব্যাপারে পরিষদীয় ও সংসদীয় রীতি মেনে দলীয় নেতৃত্ব আইনি পদক্ষেপ করবেন।’ তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে দলের রাশ ধরে রাখার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে তৃণমূল শিবিরে।

শুভেন্দু ও রথীন্দ্র দিল্লিতে

দপ্তর বণ্টনের আলোচনা কি না, চর্চা বিজেপির অন্দরে

নবনীতা মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

নয়াদিল্লি, ২ জুন : রাজ্য মন্ত্রীসভায় ৩৫ জন নতুন মন্ত্রীর শপথগ্রহণের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আচমকা দিল্লি সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার লোক ভবনে রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরাট সম্প্রসারণ হয়েছে। কিন্তু নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর এখনও বণ্টন করা হয়নি। আর ঠিক এই টানটান উত্তেজনার আবহেই মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে জনতার দরবার এবং হুগলির তারকেশ্বরে কর্মসূচি সেরে রাজধানী দিল্লিতে উড়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লিতে পৌঁছেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে দীর্ঘ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক সেরে রাতেই ফের কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি। দপ্তর ঘোষণার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা দিল্লি যাত্রা ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল বিধায়কদের নিয়ে ‘সই জালিয়াতি কাণ্ড’। আর এই নিয়ে মঙ্গলবার স্পিকারকে তৃণমূল ও ‘বিদ্রোহী’ বিধায়কদের চিঠি-পালটা চিঠি দেওয়া নিয়ে লাগাতার জটিলতা বেড়েই চলেছে। সই জালিয়াতি কাণ্ড ঘিরে তৃণমূল বিধায়কদের একাংশের বিদ্রোহে ওই দল প্রায় ভাঙনের মুখে। এই অবস্থায় অধ্যক্ষের ভূমিকা কী হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কী দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে দলে ‘চাণক্য’ বলে পরিচিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পরামর্শ নিতেই অধ্যক্ষ ও মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি এদিনই রাজধানী ছুটলেন।

প্রশ্ন উঠছে, বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর কি নেহাতই রুটিন, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সমীকরণ? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নতুন ৩৫ জন মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত শলাপরামর্শ করতেই তাঁর এই তড়িঘড়ি দিল্লি যাত্রা। রাজ্যে এখন মুখ্যমন্ত্রী-সহ মোট ৪১ জন মন্ত্রী। তবে এখনও তিনটি মন্ত্রীর পদ ফাঁকা রয়েছে। পাশাপাশি, মন্ত্রীসভায় নদীয়া, জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলার কোনও বিধায়ক এখনও ঠাঁই পাননি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে এই ফাঁকা পদ পূরণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি

- দিল্লিতে অমিত শা এবং নীতিন নবীনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক
- রাতেই ফের কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি
- সোমবার থেকেই দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন শমীক ভট্টাচার্য এবং অশোক কীর্তনীয়া

নিশ্চিতভাবেই আলোচনা হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক অগ্রাধিকার, বকেয়া কেন্দ্রীয় অনুদান এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে শা-শুভেন্দু বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। তবে অধ্যক্ষ রথীন্দ্রবাবু ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর দিল্লিতে এই ঝটিকা সফর সই জালিয়াতি কাণ্ড ও তৃণমূলের সম্ভাব্য ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, এই ব্যাপারে অধ্যক্ষের ভূমিকার ওপরই সবকিছুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তৃণমূল নিয়ে বিধানসভায় অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাজ্য রাজনীতিতে অভিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলকে ঘিরে এই বিতর্কিত কাণ্ডে তাঁর মূল্যবান মতামত বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানাবেন। তবে এটা ঠিক ভোটের পর বিধানসভায় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়ে রথীন্দ্রবাবু কাজের শুরুতেই একটা বড় পরীক্ষার মুখে পড়লেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সোমবার থেকেই দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পর মঙ্গলবার শমীক হকার উচ্ছেদ বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি জানান, জোর করে সরকারি বা জনসাধারণের জমি দখল করে বেআইনিভাবে থাকার অধিকার কারও নেই। তবে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে শীর্ষ নেতৃত্বের সবুজ সংকেত নিয়ে ফিরে আসার পর, বুধবারই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে নতুন মন্ত্রীদের দফতর বণ্টনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জামিনের আবেদন

কলকাতা, ২ জুন : স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লা খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সজল সরকার জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনিও। সজল তৃণমূলের অন্যতম নেতা। কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি ছিলেন তিনি। এর আগে নিম্ন আদালতে তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ হয়। সম্প্রতি, অন্য একটি মামলায় অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন গ্রেপ্তার হলেও জামিন পেয়ে যান। তাতে প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশের ভূমিকা। জামিন পাওয়ার পর থেকে আবার নিখোঁজ প্রশান্ত। বুধবার সজলের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে।

মেসি কাণ্ডে তলব অরূপকে

কলকাতা, ২ জুন : মেসি কাণ্ডে বিপদ বাড়ল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎপরতা শুরু করল পুলিশ। চলতি সপ্তাহেই অরূপকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় তাঁকে ডেকে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বেশকিছু প্রশ্ন করতে চান পুলিশ আধিকারিকরা। পরাজয়ের পর থেকেই বিপর্যয় চলছে তৃণমূলের অন্দরে। তার মধ্যে ইডি, সিবিআই, সিআইডি, পুলিশের তৎপরতায় চাপে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতারাও। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য গ্রেপ্তারির সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে মেসি কাণ্ডে নতুন করে ফাইল খুলে সেই আশঙ্কায় নয়া মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

শতদ্রু দত্ত প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ, আর্থিক ক্ষতি ও মানহানির মামলা দায়ের করার কথা জানিয়েছেন। অভিন্ন উদ্দেশ্য ৩(৫), তোলাবাজি ৩০৮(২), প্রতারণা ৩১৮(৪), অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন ৩৫১(২) এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ৬১(২) মতো পাঁচটি ধারায় এফআইআর

রুজু করেছে পুলিশ। যদিও গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় আগাম জামিন চেয়ে আগেভাগেই বারাসত আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অরূপ। বারাসত আদালতে মামলা করেছেন শতদ্রু। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, নতুন সরকার আসার পর তিনি বিচার পাবেন আশা রেখেছিলেন। পুলিশ যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছে তা তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

গরমের দাপটে স্কুলে সকালে ক্লাসের নির্দেশ

কলকাতা, ২ জুন : দু-এক দিনের বৃষ্টির পর ফের চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। সঙ্গে দোসর হয়েছে গুমোট গরম ও অস্বস্তি। ফলে ছুটি কাটিয়ে সোমবার সরকারি স্কুল খুললেও, চটজলদি নতুন নির্দেশিকা জারি করতে হল স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে। পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি এবার পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের দিকেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।

জেলা স্কুল পরিদর্শকদের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গরমের পরিস্থিতি বুঝে স্কুলগুলো নিজেদের মতো করে সময় বদলে নিতে পারবে। প্রয়োজনে সকালে (মর্নিং শিফট) ক্লাস চালানো যেতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চল বাদে রাজ্যের সব স্কুলের জন্যই এই নির্দেশ কার্যকর হবে।

তবে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষকরা। তাঁদের একাংশের মতে, যে সমস্ত স্কুলে সকালে প্রাথমিক

আপাতত দুই সপ্তাহ

এবং দুপুরে উচ্চ-প্রাথমিক ও হাইস্কুলের ক্লাস হয়, সেখানে হঠাৎ সময় বদলানো মুশকিল।

আবহবিদদের মতে, এবার ‘এল নিনো’-র প্রভাবে বৃষ্টি কম হতে পারে এবং গোটা জুন মাসজুড়েই গরমের দাপট থাকবে। এই বছর প্রথমে ১১ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকলেও, পরে তা বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়েছিল। ১ জুন থেকে স্কুল খুললেও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে গরম কমেনি। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর আর নতুন করে স্কুল বন্ধ রাখতে চাইছে না। তাই পরিস্থিতি সামলাতে আগামী দুই সপ্তাহ সকালে ক্লাস নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই স্কুলগুলোতে এই নির্দেশিকা পাঠানো শুরু হয়েছে। তবে শিক্ষকদের দাবি, অনেক স্কুলেই সকালে ক্লাস নেওয়ার মতো পরিকাঠামো নেই। অথচ বিজ্ঞপ্তিতে সমাধান বলা হয়নি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উদ্ধার উইয়ে কাটা টাকা। মঙ্গলবার।

ইউনিয়ন রুমে থরে থরে উইয়ে কাটা টাকা

কলকাতা, ২ জুন : ইউনিয়ন রুমের আলমারি খুলতেই থরে থরে টাকা। খাস কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ঘটনায় রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ সকলের। সাফাই কাজ করতে গিয়ে আলমারি থেকে উদ্ধার হয় দুটি সুটকেস। আর তাতেই ছিল বান্ডিল বান্ডিল টাকা। নোটগুলি সব উইয়ে কাটা।

গোটা ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের নিশানা করেছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ।

তিনি বলেন, ‘এই কলেজের ফাংশন ফান্ডে কোটি টাকা আছে। আবার কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়িত। এদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।’ তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বর্ষার আগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে গোটা এলাকা পরিষ্কার করতে বলে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। এদিন কাজ শুরু করেন সাফাই কর্মীরা। একটি স্টোররুমে দুটি সুটকেস খুঁজে পান কর্মীরা। সুরেন্দ্রনাথ দিবা ও সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে স্যুটকেস দুটি খোলা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, বেশির ভাগই ১০০ আর ৫০০ টাকার নোট। দু’টি ব্যাগ মিলিয়ে লক্ষাধিক

> **এই কলেজের ফাংশন ফান্ডে কোটি টাকা আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়িত। এদের গ্রেপ্তার করা হোক।**
>
> **সজল ঘোষ** বিধায়ক, বিজেপি

টাকা উদ্ধার হয়েছে। ব্যাগ এবং বেশ কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেছে মুচিপাড়া থানার পুলিশ। তবে মোট টাকার পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

সংখ্যালঘু-শূন্য সরকার হল বঙ্গে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুন : গতকাল রাজভবনে ৩৫ জন নতুন মন্ত্রীর শপথগ্রহণের পর আজ রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রীসভার গঠনতন্ত্র। ৪১ সদস্যের এই মন্ত্রীসভায় চমকে দেওয়া পরিসংখ্যান, গত ৫৪ বছরে এই প্রথমবার মন্ত্রীসভায় কোনও মুসলিম প্রতিনিধি নেই। বিধানসভা নির্বাচনে একজনও মুসলিম প্রার্থীকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব খোলাখুলিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সংখ্যালঘু ভোট ছাড়াই তাঁরা জিততে পারেন। গতকালের শপথগ্রহণ প্রমাণ করল, সরকার চালাতেও সেই অবস্থান থেকে এক চুলও সরছে না গেরুয়া শিবির। যার সোজা অর্থ, এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু ভোটারের এই রাজ্যে এবার সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বও সামলাবেন কোনও হিন্দু মন্ত্রী।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সাল থেকে যদি দেখা যায়, তবে ১৯৬০-এর দশকের স্বল্পস্থায়ী কয়েকটি সরকার ছাড়া বাংলায় সব মন্ত্রীসভাতেই উল্লেখযোগ্য মুসলিম মুখ ছিল। ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকার থেকে শুরু করে গত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এই প্রথা অটুট ছিল। বাম আমলে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, মহম্মদ আমিন থেকে শুরু করে তৃণমূল জমানায় ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খানরা মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। বিধানসভায় মুসলিম প্রতিনিধি না থাকলেও, সাংবিধানিক নিয়ম মেনে ছ’মাসের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে আসার শর্তে যে কাউকে মন্ত্রী করা যেত। কিন্তু বিজেপি চেনা ছকের বাইরে গিয়ে নিজেদের আদর্শগত লাইনেই অবিচল।

সংখ্যালঘু সমীকরণের বদলে এই মন্ত্রীসভায় সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য। এতদিন রাজ্য মন্ত্রীসভায় দক্ষিণ কলকাতার যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তা কার্যত চুরমার করে দিয়েছে নতুন সরকার। শহর কলকাতা থেকে মাত্র তিন জন পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন। মন্ত্রীসভায় আরএসএস-এর প্রভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট। দুধকুমার মণ্ডল বা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো আরএসএস ঘেঁষা নেতাদের পাশাপাশি আউশগ্রামের প্রাক্তন পরিচারিকা কলিতা মাজি বা কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতোকে মন্ত্রী করে একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে কড়া রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছে দল। রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বা রুদ্রনীল ঘোষের মতো তারকাদের জায়গা হয়নি। এমনকি আরজি কর কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ-কেও মন্ত্রীসভায় রাখা হয়নি। ওই ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলে বড় অনুঘটক হলেও, দিল্লির নেতারা আবেগের বদলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেই ভরসা রেখেছেন।

বেসুরো তারক

কলকাতা, ২ জুন : নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলে রক্তক্ষরণ অব্যহত। আগেই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ‘বেসুরো’ হয়েছিলেন। সাফ জানিয়েছিলেন তৃণমূল কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এবার পদ ছাড়লেন কলকাতা পুরসভার সেই মেয়র পারিষদ তারক সিং। মঙ্গলবার মমতার ধর্না কর্মসূচির দিনই পুরসভায় গিয়ে তিনি পদত্যাগ পত্র দিয়ে আসেন। পরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতার মেয়রের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন তৃণমূলের দীর্ঘদিনের পুরপ্রতিনিধি। সম্প্রতি সমস্ত পদ ছেড়েছিলেন তৃণমূলের তিন পুরপ্রতিনিধি দেবলীনা বিশ্বাস, অরূপ চক্রবর্তী ও সুশান্ত ঘোষ। সেই তালিকায় এবার যোগ হল তারকের নাম।

বিগত দুই দশক ধরে কলকাতা পুরসভায় তৃণমূলের পুরপ্রতিনিধি রয়েছেন তারক সিং। পাশাপাশি, তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল পুরসভার নিকাশি ও জল সরবরাহ বিভাগের। মঙ্গলবার পদত্যাগের পর তিনি বলেন, ‘বর্ষার আগে আমাদের বিভিন্ন নিকাশিনালার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। কারণ ভোটে পরাজয়ের পর দলের কারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসারদেরও দেখা নেই। এইভাবে কাজ করা যায় না।’ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধেও ক্ষোভের সুরে তারক বলেন, ‘মেয়রের বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ রয়েছে। মেয়র পারিষদদের নিয়ে বৈঠক হল না। সেকথা মেয়র একবারও বললেন না।’ হাউস বন্ধ হওয়া নিয়েও মেয়রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তারক।

দলনেত্রী মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করে তারক বলেন, ‘মমতা অভিষেককে সঠিকভাবে শাসন করেননি। অভিভাবক হিসেবে তিনি ব্যর্থ।’

‘বিজেপিকে এনে আমরা নিঃস্ব’

রিমি শীল

কলকাতা, ২ জুন : ধ্বংসস্তূপের মাটি ছুঁয়ে শৈশবের স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন ৪২ বছরের ঝুমা সেনগুপ্ত। বাবার মৃত্যুর পর ৮ বছরের একরত্তি ঝুমাকে নিয়ে রেলস্টেশনের পাশেই দোকানটি দিয়েছিলেন তাঁর মা। কথাগুলো বলতে বলতেই গলা বুজে এল ঝুমার, ‘ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। তিন বছর আগে মা-ও চলে গিয়েছেন। বাবা-মায়ের শেষ স্মৃতিটুকুও আজ শেষ হয়ে গেল। এই দোকানটার ভরসায় একলা বেঁচে ছিলাম।’

দমদম স্টেশন চত্বরের চেনা ব্যস্ততার মাঝে এখন শুধু চাপা আর্তনাদ। বুলডোজারের চাকায় পিষে গিয়েছে অজস্র পরিবারের ভবিষ্যৎ। মাঝরাতের অতর্কিত অভিযানে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু হারিয়েছেন হকাররা। ধ্বংসস্তূপের মাঝে ঘুরে ঘুরে এখন শুধু নিজেদের স্মৃতি খুঁজছেন এই প্রান্তিক মানুষগুলো।

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যে দমদম স্টেশন লক্ষ লক্ষ মানুষের কোলাহল, ট্রেনের হুইসল আর হকারদের হাঁকডাকে গমগম করত, আজ তা খাঁ খাঁ করছে। ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশন চত্বরের এই উচ্ছেদ অভিযানে বাদ যাননি কেউই। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে রুটিরুজি হারিয়েছেন শিউলি সাহা থেকে রুজিনা বেগমরা।

জিআরপি অফিসের কাছে রেলিংয়ে কয়েকটা ব্যাগ ঝুলিয়ে বসেছিলেন ৪৫ বছরের শিউলি সাহা। স্বামীকে হারিয়ে অভাবের সংসারে তাঁর দিন কাটছিল চরম কষ্টে। তিনিও চেয়েছিলেন পরিবর্তন। আজ ক্ষোভের সুরে বললেন, ‘১৮ বছরের ছেলেটা পঙ্গু। এবার কী খাইয়ে বাঁচাব? চোরের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ঘরে কুমির ডেকে আনলাম!’ একই চত্বরে ৪৫ বছর ধরে ব্যবসা করছেন রুজিনা। ভাঙা দোকানের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্ন, ‘এটাই কি পরিবর্তন? ধর্মের নামে ভোট দিয়ে আজ হিন্দুদের পেটেও লাথি পড়ল।’

স্টেশনের একপাশে এখন পড়ে আছে ভাঙা টিন, ছেঁড়া ত্রিপল আর বাঁশের কাঠামো। হাঁটার রাস্তা এখন অনেকটাই চওড়া। স্টেশনের ভেতরে ও বাইরে কড়া পাহারা দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। জিনিসপত্র নিয়ে বসলেই দেওয়া হচ্ছে জরিমানার হুমকি। তবে দমে যাওয়ার পাত্রী নন তনিমা গায়েন। তিনি বললেন, ‘হাতে ছাতা নিয়ে বসে আছি দেখে পুলিশ বলছে ১২০০ টাকা জরিমানা করবে। আমিও ছাড়ার লোক নই।’

দমদম মেট্রো স্টেশনের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে যেন কথা বলার ভাষা হারিয়েছেন সনাতন দাস। শূন্য চোখে শুধু বললেন, ‘বিজেপিকে এনে আমরা নিঃস্ব হলাম।’ পাশেই ভাঙা ইটের ওপর মাথা নীচু করে বসেছিলেন ফল বিক্রেতা লক্ষ্মীদেবী। ঘটনার তিনদিন কেটে গেলেও তাঁর ঘোর কাটেনি। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘বাড়িতে বোন ক্যানসারে ভুগছে। নতুন সরকার এসে এভাবে আমাদের উচ্ছেদ করল?’

এই উচ্ছেদ নিয়ে খারাপ লাগছে নিত্যযাত্রীদেরও। কলেজ ছাত্রী অনন্যা সেনগুপ্ত বললেন, ‘এঁদের পুনর্বাসন দিয়ে তবেই সরানো উচিত ছিল। গরিব মানুষের এই অবস্থা দেখে নিজেরই অপরাধবোধ হচ্ছে।’

ইতিমধ্যেই রেল হকারদের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। তবে এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, ‘প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয় এক নয়। আর ভোটের ফলে কী প্রভাব পড়বে, সেটা সংবাদমাধ্যমই তৈরি করুক।’

বিপাকে রচনা

কলকাতা, ২ জুন : আরজি কর কাণ্ডে সরাসরি বিপাকে পড়লেন অভিনেত্রী তথা হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্যাতিতার নাম একাধিকবার সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আনার জন্য মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সাংসদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এক আইনজীবী।

যদিও বিষয়টি নিয়ে রচনার যুক্তি, ‘নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। ফলে ভুলবশত নাম নিয়ে ফেলেছি। এটা আমার করা উচিত হয়নি।’ পাশাপাশি আইনি পথেই বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

পৃথিবীর পাঠশালা

বিরল মানসিক অবস্থা

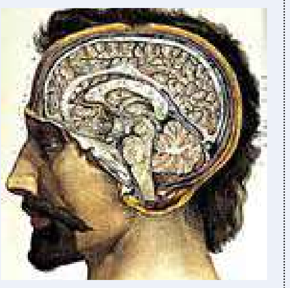

মানুষ পুরোনো স্মৃতি ভুলে যায়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে হাইপারথাইমেসিয়া নামের এক অতি বিরল মানসিক অবস্থা আছে, যেখানে মানুষের অতীত জীবনের প্রতিটি দিনের কথা নিখুঁতভাবে মনে থাকে। এই দশায় থাকা কোনও মানুষকে যদি বহু বছর আগের কোনও নির্দিষ্ট তারিখের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তিনি সেদিন কী খেয়েছিলেন, কেমন আবহাওয়া ছিল বা খবরে কী ছাপা হয়েছিল—সব হুবহু বলে দিতে পারেন। বিশ্বে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন মানুষের এই অদ্ভুত এবং ক্লান্তিকর ক্ষমতা রয়েছে, যাঁদের মস্তিষ্ক কোনও কিছুই মুছতে পারে না।

ব্যথাহীন এক জীবন

শরীরে ব্যথা পাওয়া খুবই কষ্টের, কিন্তু ব্যথা না পাওয়াটা তার চেয়েও ভয়ংকর। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত মানুষরা কোনও শারীরিক ব্যথা অনুভব করতে পারেন না। হাত পুড়ে গেলে বা হাড় ভেঙে গেলেও তাঁরা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেন না। ব্যথা হল শরীরের এক ধরনের সতর্কতা, যা না থাকায় এই রোগীরা অজান্তেই নিজেদের মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলেন। ছোটবেলায় এরা নিজেদের জিভ বা আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেললেও কোনও কষ্ট পান না, যা চিকিৎসক এবং অভিভাবকদের জন্য এক বিশাল চিন্তার কারণ।

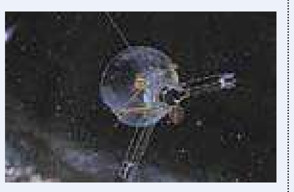

ভিনগ্রহীদের জন্য মানচিত্র

গত শতকের সত্তরের দশকে যখন পৃথিবী থেকে পাইওনিয়ার দশ এবং এগারো নামের মহাকাশযান পাঠানো হয়, তখন তাদের গায়ে একটি করে সোনার প্রলেপ দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের পাত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পাতে একজন পুরুষ ও একজন নারীর নগ্ন ছবি এবং আমাদের সৌরজগতের অবস্থান সংকেতের মাধ্যমে খোদাই করা আছে। উদ্দেশ্য হল, মহাকাশের অনন্ত যাত্রায় যদি কখনও কোনও ভিনগ্রহী সভ্যতার হাতে এই মহাকাশযানগুলো পড়ে, তবে তারা যেন বুঝতে পারে যে এই মহাবিশ্বে আমরাও আছি এবং এটি আমাদেরই ঠিকানা।

ফিরে আসা প্রাচীন মাছ

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে ডাইনোসরদের বিলুপ্ত হওয়ার সময়েই সিলাকান্থ নামের এক বিশেষ প্রজাতির মাছ পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গত শতকের তিরিশের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে এক জেলে হঠাৎ করেই একটি অদ্ভুত মাছ ধরে ফেলেন, যা আসলে ছিল সেই বহু প্রাচীন সিলাকান্থ। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর ধরে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা এই জীবন্ত জীবাশ্মটি বিজ্ঞানীদের বিবর্তনবাদ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। প্রকৃতি যে কত রহস্য নিজের বুকে লুকিয়ে রাখতে পারে, এটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে

প্রথম পাতার পর

ভাষণে তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে আমাকে আটকাতে পারবে না। যেখানে জায়গা পাব, সেখানে বসে পড়ব। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে গিয়েছিলাম। ওরা আটকাতে পেরেছে না জানতে পেরেছে? সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম।' মঙ্গলবারের সভায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বলতে মমতার কথায়, 'মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিলাম, এই অত্যাচার যতদিন চলছে, ততদিন মোকাবিলা করব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

ধর্নায় বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে

অভিযোগ করে তিনি পুলিশের উদ্দেশে হুমকি দেন, 'যাঁরা আসছেন, তাঁদের আসতে দিন। নাহলে লালবাজার ঘেরাও হবে। নবান্ন ঘেরাও হবে। সব থানা ঘেরাও হবে।' পরক্ষণেই অবশ্য পুলিশ সম্পর্কে সুর নরম করে বলেন, 'আমি পুলিশকে দোষ দিচ্ছি না। ওদের কোনও ভুল নেই। আমি প্রশাসন চালিয়ে এসেছি। চেয়ার যা বলে, ওরা তাই বলে।'

দুপুরে প্রথমে রেড রোডে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন তৃণমূল নেত্রী। তারপর মেয়ো রোডে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সেখান থেকে সরাসরি ধর্মতলায় পৌঁছোন। মমতার এই কর্মসূচির দু'দিন আগে থেকে তৃণমূল পরিষদীয় দলে ভাঙনের জল্পনা তীব্র হয়েছে। কালীঘাটে তাঁর বাড়িতে ডাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ২০ জন। সোমবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কারের পর একদল বিধায়ক বিদ্রোহ করবেন বলে খবর ছড়ায়।

মঙ্গলবার ৫০ জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে 'আলাদা তৃণমূল' গঠনের দাবি ঋতব্রত জানিয়ে আসবেন বলে জল্পনা ছিল। শেষপর্যন্ত তা না হলেও বিধানসভায় এসে উলুবেড়িয়ার বিধায়ক বলে গিয়েছেন, 'আমি আজ-এ বিশ্বাসী। কাল কী হবে জানি না।' সেই পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ না করেও ওয়াই চ্যানেলের সভায় মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'কারা নতুন তৃণমূল তৈরি করবেন? যাঁরা প্রথম থেকে দলের সঙ্গে আছেন, তাঁরা নাকি যাঁরা দলের প্রতীকে জিতেছেন, তাঁরা?'

তৃণমূলে ভাঙনের সম্ভাবনার জন্য তাঁর আঙুল কার্যত বিজেপির দিকে। মমতার ভাষায়, 'ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে সমর্থন করার কথা বলা হচ্ছে। গণতন্ত্রের ওপর বুলডোজার চালাবেন না। আমাদের বিধায়ক-সাংসদদের ভয় দেখাবেন না। আপনাদের অত্যাচারে অনেকে আত্মহত্যা করছেন। সব জায়গায় চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।' মূলত কলকাতা শহরের কিছু কর্মী-সমর্থক ধর্মতলায় ভিড় জমান। 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলতে দেখা যায় তাঁদের।

রানি রাসমনণি রোডে ধর্না দিতে না দেওয়ার জন্য নাম না করে শুভেন্দুর দিকে আঙুল তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ওই রাস্তা দিয়ে গদ্দার যায়। ওই রাস্তায় লাটসাহেব থাকেন। আমিও দেখব, ভবিষ্যতে রানি রাসমণিতে কোনও কর্মসূচি হয় কি না।' তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, 'দেখুন, কার ওপর আপনি দায়িত্ব দিয়েছেন। কী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এসব তো আপনাকে দেখতে হবে।'

কর্মসূচি তেমন কিছু ঘোষণা না করলেও তৃণমূল নেত্রীর মুখে ছিল বরাবরের মতো চ্যালেঞ্জ, 'মারলে মারো। যতদিন কণ্ঠ রয়েছে, ততদিন মাথা নত করাতে পারবে না।'

কেরলে দেরিতে বর্ষা, চাতক উত্তর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ জুন : মান্না দে'র সেই বিখ্যাত গান 'আমায় একটু জায়গা দাও...', প্যারোডি করে অতনু হালদার গাইলেন, '... গাছতলায় বসি'। কেউ মৃদু হাসলেন, কেউ আবার হাততালির সঙ্গে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। সাতসকালে সূর্যের দৌরাত্ম্য দেখেই শিলিগুড়ির কলেজ মাঠে এমন গান বেঁধেছিলেন প্রাতর্ভ্রমণকারী অতনু। কলেজের চারপাশের রাস্তায় এক পাক দিতে না দিতেই তাঁর মতো বাকিরাও গলদঘর্ম। প্রত্যেকের আলোচনায় ছিল, সোম সন্ধ্যায় মেঘের নিষ্ফলা গর্জন এবং বৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তীব্র গরমের জেরে স্থানীয় স্তরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে সাময়িক বৃষ্টি এবং তাপমাত্রার একটু পতনের সম্ভাবনা থাকলেও, বর্ষার বৃষ্টিতে এখনই যে উত্তরের মাটি ভিজবে না, তা স্পষ্ট আকাশের মতিগতিতে। ভিজবেই বা কেমন করে, এখনও যে কেরলেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটেনি।

সাধারণত দেশে প্রথম বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় কেরলে। তারপরই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে। গত বছর ১ জুনের পরিবর্তে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছিল ২৪ মে। ১০ জুনের পরিবর্তে ২৯ মে উত্তরবঙ্গে। ওই ধারা এ বছরও বজায় থাকবে বলে আশায় ছিলেন আবহবিদরা। কিন্তু তাঁদের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের মাসকারিন। সেখানে আগাম তো দূরের কথা, নির্দিষ্ট সময়েও উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়নি। যে কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটছে না ভারতে। মঙ্গলবার পরিস্থিতির একটু বদল ঘটায় আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বা বৃহস্পতিবার কেরলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন আবহবিদরা। উত্তরবঙ্গে কবে শুরু হতে পারে বর্ষা? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা

মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

- দার্জিলিং - ২৪.০
- জলপাইগুড়ি - ৩৭.৩
- কোচবিহার - ৩৬.৩
- মালদা - ৩৭.৬
- শিলিগুড়ি - ৩৫.৮

তীব্র গরমে মাঠে নয়, জলে খেলা। মঙ্গলবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'এখনও কেরলেই বর্ষা শুরু হয়নি। কেরলে বর্ষা প্রবেশ করার পর উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কিছুটা পূর্বাভাস পাওয়া যেতে পারে।' উল্লেখ্য, প্রথমে ২৬ মে এবং পরবর্তীতে ২৯ মে কেরলে বর্ষা শুরুর সম্ভাবনার কথা বলেছিল আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

একসময় সাধারণত দিনেরবেলা প্রখর রোদ থাকলেই, সন্ধ্যা বা রাতে উত্তরে বৃষ্টি ছিল অনিবার্য। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনে পালটে গিয়েছে সেই হিসেব। তাই সোমবার বজ্রগর্ভ মেঘের বৃষ্টিতে চম্পাসারি (২২.২ মিলিমিটার), ঝালং (৩৩.৭), গজলডোবা (১৩.৮), হাসিমারা (১০.২), মাথাভাঙ্গার (১০.৮) মতো কিছু এলাকায় বৃষ্টিতে ভিজলেও, অধিকাংশ জায়গা ছিল শুষ্ক। বরং গত দু'দিনের মতো মঙ্গলবারও মালদা থেকে শিলিগুড়ি, কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি— উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকায় সাধারণ মানুষের ঘাম ঝরেছে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল সর্বত্রই। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টিতে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে বুধবার থেকে। হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা শনিবার থেকে। ওই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটে কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে কেরলের ওপর।

'সুপার থার্টি'

প্রথম পাতার পর

তেমনই গ্রামের প্রবীণদের সাক্ষর করে তোলার কাজ করছে। ছোটদের ঠিকমতো গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন খেলায় যুক্ত থাকার পাশাপাশি সবাইকে যতটা পারছে সামাজিক কাজে প্রয়োজনীয় তালিম দিচ্ছে। গ্রামে গেলে এরাই পর্যটকদের জন্য ফ্রি গাইড। ঠিকমতো লিখতে বসলে তালিকায় সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

এমনটা শুনে রোহন ওরাওঁয়ের মুখে তৃপ্তির হাসি ঝলমলে। ভালোভাবে মাধ্যমিক পাশ করে সে নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। গ্রামে ঢুকতেই রোহনের দিদার একটি ছোট্ট দোকান। রোহন ঠিকমতো পড়াশোনা করে, বেশ ভালো ফুটবল খেলে আর দোকানের কাজে দিদাকে সাহায্যও করে। আর পাঁচজনকে গড়ার কাজে সময় কোথা থেকে আসে? কিশোরের উত্তর, 'ইচ্ছে থাকলেই তো উপায় হয়। এই গ্রামকে আমরা মডেল গ্রাম হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরতে চাই। সেজন্য সবাই মিলে কাজ করছি। সবার দায়িত্ব ভাগ করা রয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়।' ওরা যেভাবে কাজ করছে তাতে ওদের লক্ষ্য সফল হবে বলেই নবম শ্রেণির আরিয়ান টোপ্পো, দশম শ্রেণির পড়ুয়া দীপিকা ওরাওঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। দলের আরও এক যোদ্ধা কলেজ পড়ুয়া সুধা টোপ্পো বললেন, 'নিজেরাই উদ্যোগ নিলে যে গ্রামে বড় পরিবর্তন আনা যায় আমরা সেটা প্রতিদিনই পদে পদে উপলব্ধি করছি। এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মানুষকে সচেতন করে তোলার মতো কাজ খুব বড় কিছু নয়। অন্তরের টানটাই বড় কথা।'

গ্রামে বন্যদের হানাদারি ঠেকাতে কয়েক মাস আগেই একটি হ্যাংগিং ফেন্সিং দেওয়া হয়েছে। সেই ফেন্সিং পার করে কংক্রিটের সোজা রাস্তা ধরেই গ্রামটিতে আসা যায়। রাস্তার দুই পাশে সুন্দর সমস্ত গাছ খাঁচা দিয়ে ঘেরা। নিয়মিতভাবে যে যত্ন নেওয়া হয় তা স্পষ্ট। কিছুদূর পরপর ডাস্টবিন বসানো এবং ডাস্টবিন ব্যবহার করার বার্তাও স্পষ্টভাবে দেওয়া। বনবস্তির বাড়িগুলোও বেশ পরিষ্কার। বছর কয়েক আগেও গ্রামের পরিবেশ মোটেও এই রকম ছিল না। নতুন প্রজন্ম মাদকে ডুবে যেতে বসেছিল। আর পাঁচটা সাধারণ বনবস্তির মতোই বাসিন্দাদের কোনও রকমে জীবন কাটছিল। হঠাৎই ভোল বদল শুরু! গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা সোনাম ডুকপার কথায়, 'এখানকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সঙ্গে এই ভালো কাজগুলোয় যুক্ত থাকায় সবই বদলে যাওয়া শুরু করেছে। মাদকের সেবন কমেছে।' মোবাইলের স্ক্রিনে কেউ অযথা চোখ রাখতে রাজি নয়। লড়াকু ৩০-এর অন্যতম সমীর টোপ্পো বলল, 'আমরা হৃত্বিক রোশনের সেই সিনেমাটি দেখিনি। কিন্তু সিনেমাটিতে দেওয়া ইতিবাচক বার্তার কথা শুনেছি। লড়াইয়ের সেই বার্তাকেই আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।'

খোলার চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

বাকি টাকা নিজে ও কৃষ্ণ দাস আত্মসাৎ করতেন বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। ২০১৯-এর পর শ্রম দপ্তর ও প্রশাসন একাধিকবার বাগান খোলার উদ্যোগ নিলেও কৃষ্ণ দাস ও প্রধান হেমব্রমের বাধায় কোনও নতুন মালিক রায়পুর চা বাগান খুলতে রাজি হননি। এমনকি বর্তমানে বাগান খুলতে এগিয়ে আসা মুম্বইয়ের এক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিক সুমিত খান্নাও গত আড়াই বছর ধরে রায়পুর বাগান খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সুমিত নিজে না বললেও সূত্রের খবর, কাটমানি দিতে অস্বীকার করাতেই নাকি তাঁকে বাগান খুলতে দিতে চাননি কৃষ্ণ ও প্রধান।

রায়পুর বাগানের শ্রমিকদের একাংশই জানালেন, রায়পুর চা বাগানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এসে স্থায়ীভাবে বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবে হয়নি। রাজ্যে পালাবদল হতেই বাগানের শ্রমিকদের একাংশ গোপনে সুমিত খান্নার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কৃষ্ণ দাস এলাকাছাড়া হওয়ায় তাঁদের কাজ কিছুটা সহজ হয়ে যায়। সোমবার, ১ জুন সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরের এক গোপন জায়গায় বাছাই করা শ্রমিক নেতারা বাগান মালিক সুমিত খান্নার সঙ্গে বৈঠক করেন।

ধৃত পাঁচ

প্রথম পাতার পর

বিপুল বর্মন পেশায় ছোট ব্যবসায়ী। বাটাইগোল বাজারে হাটখোলায় তাঁর মাংসের দোকান রয়েছে। বিপুলের অভিযোগ, 'আবাস প্রকল্পের ঘরের জন্য অজয়ের নির্দেশে ২০২২ সালের ২৫ জুন আকাশকে ৯০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও বিল পাইনি। বহু আবেদনেও কাজ হয়নি। এরপর টাকা চাইলেও কাজ হয়নি। সোমবার রাতে সেই টাকা চাইতে গেলে আমার ওপর হামলা চালানো হয়।' অন্যদিকে আকাশের বক্তব্য, 'বাড়ি তৈরির জন্য বিপুল আমার কাছ থেকে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার সামগ্রী নিয়েছিলেন। বিনিময়ে আমাকে তিনটি চেক দিলেও সেগুলি বাউন্স করে। আমি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলে গোটা ঘটনা সাজিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করানো হয়েছে।' ভোটের আগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ঘোষের সঙ্গে অজয়ের বচসা হয়। অজয় সেই সময় পদ্মের এক মহিলা কর্মীর মোবাইল ফোন ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। অজয়ের ভাই আনন্দ লোহারের দাবি, 'প্রতিশোধ নিতেই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়।' তৃণমূলের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'বিপুল সোমবার বিকেলে আকাশের পাঠানো আইনি নোটিশ পান। তারপরই সুচতুরভাবে গোটা ঘটনাটি সাজান।'

প্রধানমন্ত্রীকে মদনমোহন মূর্তি উপহার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুর। মঙ্গলবার দিল্লিতে।

মার্চের মধ্যে ৩১৩ কোটি খরচ

চা বাগানে হোটেল, প্রতিবাদ রাজুর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ জুন : উত্তরের বন্ধ চা বাগানগুলি খুলতে তৎপর রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ৩১৩ কোটি টাকা আগামী বছর মার্চের মধ্যে খরচ করতে ব্লু-প্রিন্ট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ফের রাজ্যের 'মুখ' হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সেখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান, উত্তরের আট জেলার বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদ। ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। পরে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজু। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কোন কোন খাতে খরচ হতে পারে, আগামী তিনদিনের মধ্যে তার একটা রোডম্যাপ তৈরির চেষ্টা চলছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে নোডাল এজেন্সি করা হয়েছে বলে বৈঠকের পরে রাজু জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রকল্পের বরাদ্দ ৬০০ কোটি টাকা অসম সরকার গত দু'বছরে খরচ করেছিল। এ রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিকদের জন্য ওই অর্থ ব্যয় করা হবে। তাঁদের মধ্যে ৩১ শতাংশই মহিলা। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মহিলা, শিশু ও বাগানের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

এদিন বাগানের ৩০ শতাংশ জমি চা পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেওয়ার প্রতিবাদে সরব হন রাজু। তৃণমূল সরকার চা পর্যটনের নামে জমি দিয়ে বাগানকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ তোলেন। তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন সাংসদ। রাজুর বক্তব্য, 'হোটেল বানানোর জন্য চা বাগান নয়। তৃণমূল বাগান এলাকাকে মনোরঞ্জনের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে।'

অভিযোগ, একাংশ বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) জমা করেনি। ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সাংসদের বক্তব্য, 'কোনও মালিক পিএফ জমা না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা প্রয়োজন। এখনও ১৭৫টি অভিযোগ জমা পড়ে, পদক্ষেপ হয়নি। পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেটিংয়ের ওপর চলছে। পরিবর্তন হবে এবার।'

বন্ধ বাগান খোলার বিষয়ে পদ্ম সরকার তৎপর বলে দাবি দার্জিলিংয়ের সাংসদের। তবে কত বাগান বন্ধ, তা নিয়েও জটিলতা রয়েছে বলে জানালেন তিনি। সরকারি হিসাবে ১৮টি বাগান বন্ধ। কিন্তু তাঁদের হিসাবে সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০। এই গরমিলের মূলেও বাগানের জমি বেসরকারি সংস্থাকে পর্যটনের নামে বিক্রির চক্রান্ত দেখছেন রাজু। চায়ের মান নিয়ে তাঁর কথা, 'নেপালের চা দার্জিলিংয়ের চায়ের নামে বিক্রি হচ্ছে। তাতে পৃথিবী বিখ্যাত দার্জিলিংয়ের চায়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

এদিনের আলোচনায় উঠে আসে ন্যূনতম মজুরির কথাও। নয়া শ্রমবিধি চালু হলে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজুর প্রতিশ্রুতি, 'অসম মডেলের থেকেও ভালো পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলায়।'

উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার।

- দ্রুত বন্ধ বাগানগুলি খোলার বিষয়ে সরকার তৎপর বলে দাবি সাংসদের
- কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কোন কোন খাতে খরচ হতে পারে, আগামী তিনদিনের মধ্যে তার একটা রোডম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা চলছে
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে নোডাল এজেন্সি করা হয়েছে বলে বৈঠকের পরে সাংসদ জানিয়েছেন

সংগঠন মজবুত করার ডাক

নাগরাকাটা, ২ জুন : উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম চা বাগান চ্যাংমারিতে বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নিজেদের সংগঠনকে আরও মজবুত করার উদ্যোগ নিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংগঠনের সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা'র বাসভবনে আয়োজিত বৈঠকে সেখানকার ৩৩টি শ্রমিক লাইনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, বাগানের উন্নয়ন এবং সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে মজবুত করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

ছুরির আঘাতে আহত ২

ক্রান্তি, ২ জুন : মদ্যপানের আসরে বচসার জেরে ছুরিবিদ্ধ হলেন দুই তরুণ। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুর চা বাগানে।

সোমবার সকালে আনন্দপুর চা বাগানের দুই তরুণ সঞ্জয় এক্কা ও এফ্রেম খেস, কোনও কারণে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তবে কিছুক্ষণ বচসা চলার পর থেমে যায়। এরপর সোমবার রাতে তাঁরাই আবার একসঙ্গে মদ্যপান করতে বসেন। সেসময়ে আবার বচসা বাধে। বচসার মধ্যেই ছুরি নিয়ে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। ছুরির আঘাতে দুজনেই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ক্রান্তি ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভেন্টিলেশনে উত্তরের বেসরকারি পরিবহণ

প্রথম পাতার পর

মালদা প্রগ্রেসিভ বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গোপাল কুণ্ডু বলছেন, 'সরকারি সিদ্ধান্ত আমাদের লোকসানের মুখে ফেলে দিয়েছে। আগামীতে মহিলা যাত্রীরা একেবারেই আমাদের বাসে উঠবেন না। এমনিতেই জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে যাত্রী হচ্ছে না। তার ওপর সরকারি এমন সিদ্ধান্তে প্রচুর লোকসানের মুখে পড়তে চলেছি আমরা।'

প্রায় একই বক্তব্য মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনুপ অধিকারীর। তিনি বলেন, 'গাড়ির তেলের দাম আগের থেকে বেড়েছে। কিন্তু টিকিটের দাম বাড়েনি। এর ওপর সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত ফ্রি করে দেওয়ায় আমাদের গাড়িগুলিতে যাত্রীসংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা রাজ্যের কাছে আবেদন জানাব, যাতে আমাদের বিষয়টিও দেখা হয়। যাতে আমরাও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খেয়েপরে বাঁচতে পারি।'

শিলিগুড়ি হয়ে পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে এক হাজারের বেশি বেসরকারি বাস চলাচল করে। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি সহ মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় ১২০টি বাস চলে। মহকুমার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বাসগুলিতে দু'দিনেই যাত্রীসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। শিলিগুড়ি মিনিবাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক কুমারেশ দত্ত বলেছেন, 'জ্বালানির দাম প্রচুর বেড়েছে। কিন্তু বিগত সরকার দীর্ঘদিন কোনও ভাড়া বাড়ায়নি। ফলে আমরা লোকসানেই চলছিলাম। এবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।'

১ জুন থেকে পরিস্থিতিটা কতটা বদলেছে তা বোঝা যাচ্ছে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডগুলোতে গেলেই। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিপোর টিকিট কাউন্টারে যখন মহিলাদের ভিড়, তখন শহরের বিভিন্ন বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীর অভাবে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক বাস। গুটিকয়েক যাত্রী নিয়েই রওনা দিল গন্তব্যের উদ্দেশে।

জলপাইগুড়িতে ব্যাংকের কাজে এসেছিলেন ফালাকাটার বাসিন্দা সুরেশ পাল ও তাপসী পাল। এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ির ডিপো থেকে ফালাকাটার গাড়ি না পেয়ে সোজা রওনা দিলেন গোশালা মোড়ে। পাশেই লোকাল বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে তো ফালাকাটার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে গোশালা মোড়ে কেন? সুরেশ বললেন, 'বেসরকারি বাসে গেলে দুজনের ভাড়া লাগবে। আর সরকারি বাসে দাঁড়িয়ে গেলেও আমার ভাড়া লাগবে, ওর তো ফ্রি। তাহলে কেন যাব লোকাল বাসে?'

এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ি ডিপোয় লাইনে দাঁড়িয়ে পম্পি রায় বলেন, 'হলদিবাড়িতে বাপের বাড়ি যাব। বৌবাজার থেকে লোকাল বাসে করেই এতদিন যাতায়াত করতাম। এখন ফ্রি। তাই সরকারি বাসে যাওয়াই ভালো। ফ্রিতে আসা-যাওয়া দুই-ই হবে।'

এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ি ডিপোর পাশে থাকা নেতাজি সুভাষ বাস টার্মিনাসে গিয়ে দেখা গেল ফাঁকা বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ফালাকাটা যাওয়ার একটি বাস তৈরি, কিন্তু যাত্রী ভরেনি। সেখানেই তিনজন মহিলাকে দেখে প্রশ্ন করায় তাঁদের মধ্যে জরিমা বিবি বলেন, 'হলদিবাড়িতে আত্মীয়র বাড়ি এসেছিলাম। সরকারি বাসে তো আধার, ভোটার কার্ড লাগছে। তা নিয়ে আসিনি। তাই এই বাসেই যাচ্ছি। নিয়ে এলে সরকারি বাসেই যেতাম।'

মহিলা যাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে গিয়েছে একদিনে, এ কথা মানছেন বাসচালক-কনডাক্টররা। তাতে অবশ্য সরকারের ওপর তাঁদের ক্ষোভ কমছে না। বেসরকারি বাসের এক চালকের কথায় সেই ক্ষোভের গনগনে আঁচ, 'যাত্রী না হলে কীভাবে আমাদের সংসার চলবে, সেটা কেউ ভাবলেন না। ভোট তো আমরাও দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, শুধুমাত্র মহিলারা ভোট দিয়েছিলেন। যাও বা যাত্রী হত, সোমবার থেকে তাও নেই।'

কেউ কেউ বেসরকারি বাসের ভাড়া বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করলেও অধিকাংশ বাস মালিক মনে করছেন তাতে বিপদ আরও বাড়বে। কারণ, তখন পুরুষ যাত্রীরাও সরকারি বাসের দিকেই ছুটবেন। ভাড়া বাড়াতে হলে সরকারি-বেসরকারি দু'ধরনের বাসের ভাড়া বাড়ুক, চাইছেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার তরাই অঞ্চল মোটরস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাঙ্কর দে'র কথায়, 'মহিলা যাত্রীদের অভাবে বেসরকারি বাস প্রায় ফাঁকা থাকছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বেসরকারি বাস মালিকদের। যাত্রীভাড়া না বাড়লে বেসরকারি বাস পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বে।'

বৌবাজারের যানজট কমাতে উদ্যোগ

ফল বিক্রেতাদের পিছিয়ে যেতে নির্দেশ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : জলপাইগুড়ি শহরের বৌবাজার এলাকায় প্রতিদিনের তীব্র যানজট সাধারণ মানুষের কাছে নিত্য ভোগান্তির কারণ। অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারী— সবাইকে প্রতিদিন নাকাল হতে হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মাঝেমধ্যে জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা দমকলের গাড়িও এই ভিড়ের মুখে পড়ে আটকে যায়। অবশেষে বৌবাজার চত্বর যানজটমুক্ত করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল ট্রাফিক পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে ওই এলাকায় এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ফল বিক্রেতাদের দোকান রাস্তা থেকে পিছিয়ে নেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিচ রাস্তার পাশে যে বাফার্স জোন আছে সেখানে সরে যেতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোগুলিকেও সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

বৌবাজার এলাকায় একটি ট্রাফিক পুলিশ পয়েন্ট রয়েছে। অভিযোগ, এর ঠিক সামনেই বেশ কিছু ফলের দোকান বসে গিয়েছে। ফলে ট্রাফিক পয়েন্টের অর্ধেক অংশই ঢেকে গিয়েছে। রাস্তার একদম গা ঘেঁষে দোকান থাকায় ক্রেতাদের বাধ্য হয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই ফল কিনতে হচ্ছে। অনেক সময় ক্রেতা ও বাইক আরোহীরা একসঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। আবার এখানেই হলদিবাড়ি রুটের বাস সহ মণ্ডলঘাট, বেরুবাড়ি ও কাদোবাড়ি যাওয়ার ছোট গাড়িগুলি এসে যাত্রী ওঠানো-নামানো করে। আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টোটোচালকদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায় রাস্তার ওপর। এই নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে উলটে বচসাও বেধে যায়।

দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকা যানজটমুক্ত করার দাবি ছিল শহরবাসীর। তাই মঙ্গলবার পুলিশের এই কড়া পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশি সাধারণ মানুষ। শহরবাসী সুজিত কর্মকার বলেন, 'অফিস যাতায়াতের পথে বৌবাজারে থমকে যেতে হয়। টোটোচালকদের তো কিছু বলাই যায় না। ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য।'

এদিন পুলিশের নির্দেশের পর ফলের বাস্কেটগুলি সরিয়ে নিয়েছেন বটে ব্যবসায়ীরা, তবে উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। ফল বিক্রেতা রহিতকুমার শায়ের কথায়, 'আগে এখানে বাবা বসতেন। এখন আমি বসি। পুলিশ সরে বসতে বলল। দোকানের পেছনে ট্রান্সফর্মার আছে। দোকান পিছিয়ে নিয়ে কোথায় বসব, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে এই ধরনের উচ্ছেদ ও সচেতনতা অভিযান লাগাতার চালানো হবে। এদিনের অভিযান চলাকালীন টোটো ও দোকান সরানোর পাশাপাশি, হেলমেট না পরে বাইক চালানোর জন্য কয়েকজনকে জরিমানাও করা হয়।

বৌবাজারে অভিযান ট্রাফিক পুলিশের। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

চাপে পড়ে ভুল স্বীকার সৈকতের

খবরের জের, আশ্রয় পরিদর্শনে বিজেপি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : 'আশ্রয়' ভবনের আবাসিকদের দুইদিন ধরে জল-মুড়ি খেয়ে থাকার খবর মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এদিন সকালে বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী নিজে জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ 'ভুল' খবর করেছে বলে দাবি করেন। পরে অবশ্য তিনি ভুল স্বীকার করেন।

এদিন দুপুরের পরে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল এবং হুমাইপুর প্রকাশ ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা হাতে নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁরা প্রকাশিত খবর চেয়ারম্যানের সামনে তুলে ধরে জানতে চান, আশ্রয়ের আবাসিকরা কেন দুইদিন অভুক্ত থাকলেন। সেই মুহূর্তে চেয়ারম্যানের ঘরে উপস্থিত ছিলেন পুরকর্মী ভাস্কর সরকার এবং নয়ন চৌধুরী। তাঁদের থেকে 'আশ্রয়' প্রসঙ্গে জেনে চেয়ারম্যানকে বলতে শোনা যায়, 'রান্নার গ্যাসের সমস্যার কারণে শুধুমাত্র একবেলা খাবার পৌঁছায়নি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা ভুল। এজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হবে।'

এরপরই বিজেপি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানকে জানান, সংবাদমাধ্যম যদি ভুল খবর করে থাকে তাহলে তাঁরা সেখানে গিয়ে আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রকৃত সত্য জানতে চান। চেয়ারম্যান তাতে রাজি হন এবং প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আশ্রয়ের দায়িত্বে থাকা তাঁর দুই কর্মীকেও পরিদর্শনে পাঠান।

ওই প্রতিনিধিরা আশ্রয়ের আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলার পর চূড়ান্ত অব্যবস্থার বিষয়টি জানতে পারেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কাছে আবাসিকরা জানিয়েছেন, রবিবার সারাদিন কোনও খাবার আসেনি। সোমবার সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ জানানোর পর বিষয়টি জানাজানি হতেই বিকেল ৫টার পর খাবার পৌঁছানো হয়েছিল। মাঝেমধ্যেই পুরসভার তরফে সেখানে খাবার পৌঁছায় না বলেও তাঁরা ওই প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন।

পরিদর্শন করে প্রতিনিধিদলটি পুনরায় পুরসভায় এসে চেয়ারম্যানকে স্পষ্ট জানায়, সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে আবাসিকদের কথার কোনও অমিল নেই। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের একজনকে বলতে শোনা যায়, 'আপনার দপ্তরের কর্মীরাই আপনাকে আশ্রয় সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন।' প্রতিনিধিদলের থেকে আশ্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় জানার পর চেয়ারম্যান সকলের সামনেই ভাস্কর ও নয়নকে কার্যত ধমক দিয়ে বলেন, 'আপনারা ভুল তথ্য কেন দিচ্ছেন? দপ্তর থেকে মাইনে পাচ্ছেন, সঠিকভাবে কাজ করুন। আশ্রয় নিয়ে কোনও অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না।'

বিজেপির টাউন মণ্ডল-২ সভানেত্রী অঙ্কিতা ছেত্রীর কথায়, 'আশ্রয় হোমের আবাসিকদের খাবার নিয়ে সমস্যা বহুদিনের। আজ সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর আমরা পুরসভায় এসেছিলাম। সেইসঙ্গে আশ্রয়ে গিয়ে আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি দুইদিন তাঁরা খাবার পাননি। শুধু তাই নয়, বারান্দার গ্রিল ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার পরেও পুরসভার তরফে খাবার পৌঁছানো হবে না বলে তাঁদের জানানো পর্যন্ত হয়নি। পুরসভার এই অমানবিক আচরণ মানা যায় না। আমরা এখন থেকে নিয়মিত আশ্রয় হোমের আবাসিকদের ওপর নজর রাখব।'

এদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিক বলেন, 'আশ্রয় হোমের খবর দেখে আমরা চমকে গিয়েছি। আবাসিকরা আমাদের বলেছেন, পুরসভার যে কর্মীরা আশ্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা নাকি বলে থাকেন, আপনারা এখানে থাকুন, না থাকলে চলে যান। আপনাদের কি আমরা নিজেদের পকেটের টাকায় খাওয়াব? কতটা অমানবিক হলে এই ধরনের কথা বলা যায়!'

জনপ্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চাপে পড়ে শেষমেশ চেয়ারম্যান আসল ঘটনা বুঝতে পারেন। চেয়রাম্যান বলেন, 'পুরসভার যে কর্মীরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি আশ্রয় হোমের আবাসিকদের পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি মানা হবে না। যাঁরা ওই দায়িত্বে রয়েছেন তাদের আমি দুই বেলা পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছি।' এখন দেখার, আশ্রয়ের আবাসিকদের খাবারের সমস্যা পাকাপাকিভাবে মেটে কি না বা নিয়মিত পরিষেবা পান কি না।

আশ্রয়ে আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার।

বকেয়া পেনশন দেওয়ার দাবি

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : বকেয়া পেনশন দ্রুত দেওয়ার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার পুর কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। চেয়ারম্যানের ঘরের সামনে বকেয়া পেনশন সহ একাধিক দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। একটি স্মারকলিপি দেন। জলপাইগুড়ি অবসরপ্রাপ্ত পুর কর্মচারী সমিতির সম্পাদক বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুই মাস ধরে আমরা পেনশন পাচ্ছি না। আমরা কীভাবে দিনযাপন করছি তা আমরাই জানি। বারবার বকেয়া পেনশন দেওয়ার দাবি জানালেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু মিলছে না।' যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পেনশনের বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। সরকার থেকে টাকা না এলে আমাদের কিছু করার নেই। আমি ১৫ দিনের সময় চেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।'

স্পিডব্রেকার রং করলেন ট্রাফিক গার্ডরা

ধূপগুড়ি, ২ জুন : শহর ও গ্রামের জাতীয় সড়কের স্পিডব্রেকারগুলি রং করা শুরু করল ট্রাফিক গার্ড। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি শহর ও গ্রামীণ এলাকার ট্রাফিক গার্ড কর্মীরাই এই কাজ করেন। দুর্ঘটনা এড়াতে ও গাড়িচালকরা যাতে স্পিডব্রেকারগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পান, সেই উদ্দেশ্যেই সেগুলি রং করানো হচ্ছে। এদিন ট্রাফিক ওসি বসন্ত পাখরিন লামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজের তদারকি করেন। স্থানীয়রা এই উদ্যোগটির প্রশংসা করেছেন।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত এক

ধূপগুড়ি, ২ জুন : মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা রেল ক্রসিং পারাপার করার সময় ডাউন লাইনে ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন এক সাইকেল আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যতীন সরকার নামে ওই ব্যক্তির। তিনি বারোঘরিয়া মধ্য বোরাগাড়ি এলাকার বাসিন্দা। যতীন এদিন সাইকেল নিয়ে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, পেশায় ধান ব্যবসায়ী মাঝবয়সি ওই ব্যক্তি আশপাশের কারও বারণ না শুনেই বন্ধ লেভেল ক্রসিং পার হতে যান। সেই সময় ট্রেন চলে আসায় তিনি এই দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। পরে জিআরপি, আরপিএফ এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়িতে পাঠায়। এই ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ওই পথে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : পুরসভার অধীনস্থ সাফাইকর্মীরা গত দুই মাস ধরে মজুরি কিংবা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বারবার বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও, তা দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে সাফাইকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবং দ্রুত বকেয়া মজুরি প্রদানের দাবিতে 'জলপাইগুড়ি সাফাইকর্মী একতা মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে বুধবার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি পুরসভার মূল গেটের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের সভাপতি প্রতাপ রাউত জানিয়েছেন। বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদানের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার পুলিশ সুপারকে আবেদনপত্র জমা দিল সাফাইকর্মী একতা মঞ্চ। এই কর্মসূচির একটি অনুলিপি এদিন পুরসভার চেয়ারম্যানকেও দেওয়া হয়।

ময়নাগুড়ি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে।

বেহাল ময়নাগুড়ির পিএইচই কার্যালয়

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২ জুন : ময়নাগুড়ি শহরে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কার্যালয়টির অবস্থা বর্তমানে বেহাল হয়ে পড়েছে। দপ্তরের কর্মী সহ সেখানে কাজে আসা সাধারণ মানুষের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে তিনতলাবিশিষ্ট কার্যালয়টি ভেঙে পড়তে পারে। সেখানে গেলে দেখা যাবে, ঘরের ভেতরে ছাদের চাঙড় খসে পড়ছে। পুরোনো লোহার রড বেরিয়ে রয়েছে। ওই অবস্থার মধ্যেই কর্মীরা কাজ করছেন। সাধারণ মানুষকে একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়েই সেখানে কাজ করাতে যেতে হচ্ছে। মঙ্গলবার ওই কার্যালয়ে পানীয় জল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ জানাতে আসা রমেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকতেই ভয় করছে। গোটা ঘরটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।'

এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কার্যালয়টি সংস্কারের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ঘরগুলি সংস্কার হবে।

ময়নাগুড়ি পুরসভা কার্যালয় লাগোয়া অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের এই কার্যালয়টি বাম আমলে তৈরি করা হয়েছিল। ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ এখানে পানীয় জল সহ একাধিক বিষয়ে অভিযোগ জানাতে আসেন। কার্যালয়টিতে রয়েছে অভিযোগের খাতা। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিদিন জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কাজ করেন। এছাড়াও, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পাম্প অপারেটর ও ভালভ অপারেটররাও সংশ্লিষ্ট ঘরটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে ঘরটি এতই বেহাল যে, যখন-তখন ছাদের অংশ ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনতলা ভবনটির ওপরের দিকে যন্ত্রাংশের ঘরে ওঠার সিঁড়িতেও রয়েছে বড় ধরনের ফাটল। দু'বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কার্যালয়টি আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওই কার্যালয়টিতে আগে হাইলিফট মেশিন চালানো হত। বর্তমানে মেশিনগুলি বন্ধ রয়েছে। এর আগে স্থানীয় কর্মীরা সংশ্লিষ্ট ঘরটির সংস্কারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে জানালেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের এক কর্মী জানান, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হয়। মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে। আরেক কর্মীর আশঙ্কা, যখন-তখন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

> **কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকতেই ভয় করছে। গোটা ঘরটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।**
>
> **রমেন্দ্রনাথ সরকার**
> দপ্তরে আসা অভিযোগকারী

রক্তদান শিবির

মালবাজার, ২ জুন : লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে মালে রক্তদান শিবির হল। মঙ্গলবার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ মিশনে ওই শিবিরে ২০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বসে আঁকো প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়েছিল। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। মিশনের সম্পাদক মানিক ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবার বাবা লোকনাথের পুজো। বুধবার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে।'

হাত ফ্যানের ট্রেন্ড

গরমকালে এখন আর ফ্যাশনিস্তাদের স্টাইল নিয়ে ভাবতে হবে না। গরমের দিনে এতদিন স্বস্তি আনতে ব্যবহৃত হয়েছে পাখা। তবে এবার ফ্যাশনের জগতেও নজর কাড়ছে 'পোর্টেবল ফ্যান'। ঘামের কথা না ভেবেই পোশাক বাছাই করছেন ফ্যাশনিস্তারা, সঙ্গে 'পোর্টেবল ফ্যান' থাকতে আর চিন্তা কীসের? শুধু বড়দের নয়, ছোটদের জন্য তাদের প্রিয় ডোনাট, আইসক্রিম ডিজাইনের ফ্যানের চাহিদা তুঙ্গে। শিশু থেকে বড়, সকলে এখন নিজের পছন্দমতো স্টাইলিশ হ্যান্ডহেল্ড ফ্যাশনেবল ফ্যান কিনতে ব্যস্ত। এই ফ্যানগুলি নিয়ে কী বলছেন শহরের ক্রেতা থেকে বিক্রেতা, খোঁজ নিলেন **অনীক চৌধুরী।**

মৌমিতা ভট্টাচার্য
লেখিকা

আমাকে আমার লেখার রসদ খুঁজতে চারিদিকে ছুটতে হয়। বাসে করেও অনেক ক্ষেত্রে শহরের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু গরমে হাঁসফাঁস লাগতে থাকে। সেক্ষেত্রে এই ফ্যান যথেষ্ট কাজে লাগে। আমার কাছে দু'-তিনটি পোর্টেবল ফ্যান রয়েছে, এবার ভাবছি একটা গোলাপি রঙের ফ্যান কিনব। রংটা বেশ চোখে লাগার মতো। আর এটা সঙ্গে থাকলে গরমে কী পরব সেই নিয়ে আর ভাবনা থাকে না। কারণ হালকা মেকআপ করলেও সেটা নিয়ে ভাবতে হয় না। আর ফ্যানের ডিজাইনগুলো যথেষ্ট কুলও।

সন্তোষ অধিকারী
ব্যবসায়ী

আগে এই ফ্যান মেলায় শুধু খেলনা হিসেবে বিক্রি হত। কিন্তু যা গরম পড়ছে, সেটা খেলনা থেকে প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। এই ফ্যান সহজেই যেমন ব্যাগে ক্যারি করা যায়, ঠিক তেমনই বাইরে বেরোলে কিংবা হঠাৎ লোডশেডিং হলে যথেষ্ট উপকারে লাগে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, স্কুল থেকে বেরোনোর সময় যারা পুল কারে বাড়ি ফেরে, সেখানে দাঁড়িয়ে এই ফ্যান কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়।

রমাকান্ত শাহ
ব্যবসায়ী

শিশুদের খেলনা হিসেবে আগে এগুলো মেলায় মিলত। কিন্তু এখন এর এতরকম ভ্যারিয়েন্ট বেরিয়েছে যে সকলের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে। ৪০-১৫০ টাকার মধ্যে পুশ থেকে ব্যাটারি সব ধরনের ফ্যান পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন ডিজাইন, যা শিশুদের পাশাপাশি বড়দেরও পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। যারা বাসে বা টোটোতে যাতায়াত করেন, তাদের জন্য খুবই কাজের এই ফ্যানগুলো। গত তিনদিনে প্রায় ৪০টার মতো এই ফ্যান বিক্রি হয়েছে।

জয় সাহু
চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া

আমার বন্ধু এরকম একটা ফ্যান কিনেছে। আমরা যখন খেলতে যাই, তখন ও হাঁফিয়ে পড়লে পাড়ার গলিতে গিয়ে হাওয়া খায়। ওই ফ্যানটিতে পুশ করলেই ঠান্ডা হাওয়া বেরোয়। ওটা দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। তাই আজ মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিনতে এসেছি। আমিও গরমে হাঁফিয়ে গেলে হাওয়া খাব। আইসক্রিম শেপের পুশ ফ্যানটাই নিলাম ৪০ টাকা দিয়ে। রিচার্জেবলগুলো বেশি ভালো। বিভিন্নরকম আলোও জ্বলে। কিন্তু ওটার দাম বেশি। মা কিনে দেবে না। তাই এটা নিয়েই আজ বিকেলে আমিও খেলতে যাব।

সমৃদ্ধি দত্ত
ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া

বাবা আমাকে একটা রিচার্জেবল মিনি ফ্যান এনে দিয়েছে। ভালো বেশ ফ্যানটা। স্কুল থেকে ফেরার সময় বা দিনের বেলায় যখন পড়তে যাই, তখন বেশ কাজে দেয়। একবার চার্জ দিলে দুই-আড়াই ঘণ্টা আরামসে চলে যায়। দেখতে স্টাইলিশ ও কিউটও বটে। মাঝে মাঝে মা যখন বাইরে যায়, তখন মাকেও দিয়ে দিই।

রেশ ভট্টাচার্য
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

একসময় গরমে আমি হাঁসফাঁস করতাম, এখন আমার মিনি ফ্যানই আমার ব্যক্তিগত 'হাওয়া অফিস'! লোডশেডিং হোক বা রোদ্দুরের অত্যাচার—পকেটের এই ছোট্ট বন্ধু মুহূর্তেই গরমের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করিয়ে দেয়। কারণ কাজের ক্ষেত্রে এদিক-ওদিক হামেশাই যেতে হচ্ছে। এটা সঙ্গে থাকলে এই গরমেও একটু স্বস্তি মেলে। আর এগুলো দেখতেও বেশ মিষ্টি, ফ্যাশনেবল। যে কোনও ড্রেসের সঙ্গে যায়। আর ওই আগের হাতপাখা থেকে এগুলোর ব্যবহার অনেক ইজিও।

পোর্টাল খোলেনি, অপেক্ষায় ক্যাফে মালিকরাও

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২ জুন : নতুন সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনার কথা ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যেই এই যোজনার জন্য অফলাইনে ফর্ম ফিলআপ করে সেই ফর্ম জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ১ জুন থেকে অনলাইনে এই যোজনার ফর্ম ফিলআপ করা যাবে শুনে লক্ষ্মীলাভের আশা দেখেছিলেন বিভিন্ন সাইবার ক্যাফের মালিকরা। কিন্তু জুন মাসের ২ তারিখেও অনলাইনে এই ফর্মের 'অ্যাক্সেস' পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে ব্যবসা মার খাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন সাইবার ক্যাফের মালিকরা। কবে অনলাইনে এই যোজনার ফর্ম ফিলআপ করা যাবে, সেই আশায় দিন গুনছেন সাইবার ক্যাফের মালিকরা।

জলপাইগুড়ি শহরের নতুনপাড়ার একটি সাইবার ক্যাফের মালিক বিশ্বজিৎ মজুমদার বলেন, 'বারবার অন্নপূর্ণা যোজনার সাইট খুলে দেখছি অ্যাক্সেস দেওয়া হল কি না। কিন্তু সাইট খোলার পর বারবার দেখছি তিনটি ভাষায় ফর্ম ডাউনলোড করার অপশন থাকলেও শুধুমাত্র অফিস ইউজারদের জন্য লগ ইন করার অপশন আছে।' তিনি যোগ করেন, 'শুনছি বুধবার থেকে এই সাইটে অ্যাক্সেস করা যাবে। সেই আশাতেই আছি। অনেকেই এসে শুনে যাচ্ছেন অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ শুরু হয়েছে কি না। অনেকে আবার ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি সহ জেলার সব সাইবার ক্যাফেতেই চিত্রটা প্রায় একই।

মালবাজারের এক সাইবার ক্যাফের মালিক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত অনলাইনে এই যোজনার জন্য আবেদন করা যায়নি। যতবার পোর্টাল খুলছি, দেখাচ্ছে অ্যাক্সেস নেই। অনেকেই ফর্ম ফিলআপ করতে এসে ঘুরে যাচ্ছেন। ভেবেছিলাম অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ শুরু হলে একটু ব্যবসা বাড়বে। কিন্তু অ্যাক্সেস না পাওয়ায় ব্যবসা মার খাচ্ছে।'

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ না হওয়ায় সাইবার ক্যাফেগুলোতে এদিন ভিড় প্রায় ছিল না বললেই চলে।

ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজারের সাইবার ক্যাফের মালিক পরাগ ভাদুড়ি বলেন, 'সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু ফর্ম বিক্রি হয়েছে। তবে এখনও অনলাইনে এই যোজনার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে না। এই কারণে সারাদিন ক্যাফেতে তেমন ভিড় হয়নি।'

মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করা হয়েছে। এলাকার মহিলারা আধার কার্ড নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ফর্ম নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ফর্ম জমাও দেওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'পুরসভার অফিস থেকেও ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। পুরসভা অফিসে ফর্ম জমাও নেওয়া হবে।' ধূপগুড়ির একটি সাইবার ক্যাফের মালিক বাপি আলম বলেন, 'আশা করছি ৩ জুন থেকে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। এখন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনটুকুও করা যাচ্ছে না। আবেদন করতে কী কী নথি লাগবে, তা জানিয়ে সবাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

তথ্য সহায়তা : অনসূয়া চৌধুরী, অভিষেক ঘোষ এবং বাণীব্রত চক্রবর্তী

অন্নপূর্ণার ফর্ম ফিলআপ

ভিড় নেই ক্যাফেতে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

চলতি সপ্তাহেই কেরলে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ২ জুন : প্রতীক্ষার অবসান। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, সামান্য বিলম্বের পর আগামী ৪ জুন দেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। কেরলে বর্ষার আগমনের সঙ্গেই দেশজুড়ে বর্ষাকালের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা। প্রথমে পাহাড়ে ও পরে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে কেরলের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় আগামী ৬ থেকে ৭ দিন ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আরবসাগরে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শক্তিশালী হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ায় তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিজমি সরাসরি এই বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। ফলে বর্ষার এই সময়োচিত আগমন চাষাবাদ, জলাধারগুলি পূর্ণ করা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে এই বৃষ্টি দক্ষিণ ভারতের তীব্র গরম থেকে সাধারণ মানুষকে বহুকাঙ্ক্ষিত স্বস্তি দেবে।

বাংলো পাচ্ছেন না শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২ জুন : স্বেচ্ছায় হোক কিংবা কংগ্রেস হাইকমান্ডের চাপেই হোক, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন সিদ্দারামাইয়া। উত্তরসূরি হিসেবে ডিকে শিবকুমারের নাম তাঁকে দিয়েই প্রস্তাব করানো হয়েছে কংগ্রেস পরিষদীয় দলে। বুধবার লোকভবনে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ডিকে শিবকুমার। কিন্তু শপথের ২৪ ঘণ্টা আগেও মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাংলো কাবেরী-র চাবি তাঁর হাতে এল না। কারণ, সিদ্দারামাইয়া ওই বাংলোটি ছাড়তে নারাজ। সূত্রের খবর, সিদ্দারামাইয়া কাবেরী ছাড়তে নারাজ। ২০২৮ সালের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাংলোতেই থাকতে চান বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা। এই অবস্থায় হবু মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার আপাতত তাঁর নিজের বাড়িতেই থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। পরে ভিন্ন একটি সরকারি বাংলো তাঁকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে দায়িত্ব নেওয়ার আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলার যাবতীয় কৃতিত্ব নেহরু-গান্ধি পরিবারকে দিয়েছেন শিবকুমার। তিনি বলেন, গান্ধি পরিবার আমার রাজনৈতিক যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদিকে নতুন মন্ত্রীসভায় কারা থাকবেন তা ঠিক করতে হাইকমান্ডের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়া। সূত্রের খবর, অন্তত দশ থেকে বারোজন মন্ত্রী বুধবার শপথ নিতে পারেন।

ফের রক্তাক্ত ইউক্রেন

কিভ, ২ জুন : তিনদিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই ফের রক্তক্ষয়ী চেহারা নিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। সোমবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভ সহ একাধিক প্রধান শহর লক্ষ্য করে আছড়ে পড়ল রুশ বাহিনীর ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন। ইউক্রেনীয় সেনার দাবি, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অন্তত ৭৩টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৬৫৬টি ড্রোন নিয়ে এই ‘মেগা’ হামলা চালিয়েছে ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনী। চলতি বছরের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই আকাশপথে হামলায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর খবর মিলেছে, আহত শতাধিক।

সহাবস্থান... টিয়া ও পায়রাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাচ্ছে ময়ূর। মঙ্গলবার গুরুগ্রামে।

‘আমি না থাকলে তুমি জেলে থাকতে’

ফোনে নেতানিয়াহুকে তীব্র ভর্ৎসনা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২ জুন : দক্ষিণ লেবাননে টানা সেনা অভিযান এবং বেইরুটে বিমান হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর ক্ষোভ উগরে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে হওয়া এক উত্তপ্ত ফোনালাপের তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি, ফোনে নেতানিয়াহুকে তীব্র আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘তুমি এসব কী করছ? একটা আস্ত পাগল...। আমি না থাকলে তুমি তো জেলে থাকতে। আমি তোমার প্রাণ বাঁচাচ্ছি। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। আর সেই কারণে সবাই ইজরায়েলকেও ঘৃণা করে।’

মার্কিন আধিকারিকদের দাবি, বেইরুটের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লার ঘাঁটিগুলিতে নেতানিয়াহুর লাগাতার হামলা এবং দক্ষিণ লেবাননে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্তকে মোটেও ভালোভাবে নিচ্ছেন না ট্রাম্প। ওয়াশিংটনের সবচেয়ে বড় ভয় হল, ইজরায়েলের এই আগ্রাসনের কারণে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার চলমান শান্তি আলোচনা সম্পূর্ণ ভেস্তে যেতে পারে। ট্রাম্পের মতে, হিজবুল্লার বিরুদ্ধে ইজরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু অত্যন্ত অসংবেদনশীল ও মাত্রাতিরিক্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করছেন, যা লেবাননের সাধারণ নাগরিকদের বিপন্ন করছে। মার্কিন কর্তাদের মতে, ফোনালাপে ট্রাম্প কার্যত নেতানিয়াহুকে ‘স্টিমট্রোল’ বা কোণঠাসা করে ফেলেন। জবাবে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শুধু বলেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুধু নিশ্চিত করুন যেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।’

> আমি তোমার প্রাণ বাঁচাচ্ছি। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। আর সেই কারণে সবাই ইজরায়েলকেও ঘৃণা করে।
>
> -ডোনাল্ড ট্রাম্প

অবশ্য এই উত্তপ্ত ফোনালাপের পরেই সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন নেতানিয়াহু। ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ লিখেছেন, ‘আজ আমি বিবি নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁকে বেইরুটে বড়সড়ো অভিযান না চালানোর অনুরোধ করেছি। ও ওর সেনা ফিরিয়ে নিয়েছে। ধন্যবাদ বিবি!’ পাশাপাশি ট্রাম্প জানান, তিনি হিজবুল্লা প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং দু’পক্ষই আপাতত হামলা বন্ধ রাখতে রাজি হয়েছে।

এদিকে গত সোমবার দক্ষিণ লেবাননের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ‘বেউফোর্ট দুর্গ’ দখল করে দীর্ঘ ৪৪ বছর পর সেখানে ইজরায়েলের পতাকা উড়িয়েছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। তবে মার্কিন চাপের মুখে বেইরুটে বড় ধরনের হামলা থেকে আপাতত পিছু হটলেও নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হিজবুল্লা আক্রমণ বন্ধ না করলে বেইরুটে ফের হামলা চালানো হবে এবং দক্ষিণ লেবাননে পূর্বপরিকল্পিত সামরিক অভিযান জারি থাকবে। এই টানাপোড়েনের মাঝে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের বৈঠক হলেও কোনও স্থায়ী রফাসূত্র মেলেনি, যা মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অপসারিত সিইও ও সচিব

পোর্টালে টানা সাইবার হানা ■ চাপের মুখে সিদ্ধান্ত সিবিএসই’র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ জুন : অন স্ক্রিন মার্কিং বা ওএসএম বিতর্কের জেরে অবশেষে ঘুম ভাঙল মোদি সরকারের। মঙ্গলবার সিবিএসই-র চেয়ারম্যান রাহুল সিং এবং সচিব হিমাংশু গুপ্তাকে সরিয়ে দিল কেন্দ্র। এরপর এদিন সন্ধ্যায় আইএএস অফিসার প্রশান্ত সীতারাম লোখান্ডেকে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বরুণ ভরদ্বাজকে সচিব নিয়োগ করা হয়েছে। যদিও এই পদক্ষেপে সন্তুষ্ট নয় বিরোধীরা। কংগ্রেসের সাফ কথা, এই দুজনকে সরিয়ে মোদি সরকার আসলে চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে। সিবিএসই-তে যা কিছু সমস্যা হয়েছে তার জন্য মূলত দায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। মোদি সরকারের উচিত, ধর্মেন্দ্রকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা।

বোর্ডের সমস্ত কাজকর্মের তদারকির পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাগত বিষয়, অনুমোদন দেওয়া, নীতিনির্ধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের বিষয়গুলি দেখভাল করতেন চেয়ারম্যান রাহুল সিং। শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয়ও রাখতেন তিনি। আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভার ছিল সচিবের। পাশাপাশি অনিয়মের ঘটনায় ওএসএম প্রক্রিয়ার টেন্ডার ডাকা এবং ক্রয় পদ্ধতিরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কমিশনের চেয়ারম্যান এস রাধা চৌহানের নেতৃত্বে এক সদস্যের কমিটি ওই তদন্ত করবে। বিতর্কের জেরে রাহুল সিংকে তলব করেছিল সংসদের শিক্ষা, মহিলা, শিশু, যুব ও ক্রীড়া স্থায়ী কমিটি।

মঙ্গলবার ওই কমিটির সামনে হাজির হন ১৭ বছরের সিবিএসই পড়ুয়া সার্থক সিদ্ধান্ত। দ্বাদশের মূল্যায়ণ পদ্ধতি নিয়ে তাঁর অভিযোগগুলি কমিটির সামনে তুলে ধরেন সার্থক। কমিটির চেয়ারম্যান তথা কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিং বলেন, ওএসএম পদ্ধতির ব্যর্থতা নিয়ে নিজের বয়ান জানিয়েছেন সার্থক সিদ্ধান্ত। এবার সিবিএসই-কে তাদের বক্তব্য শোনার জন্য ডাকা হবে কিনা সেটা কমিটি ঠিক করবে।

সূত্রের দাবি, স্থায়ী কমিটির সামনে সার্থকের বিশদ উপস্থাপনা এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে, কমিটির এক সদস্য সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, ‘সিবিএসই এখনও ওঁকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেনি কেন?’ পরীক্ষার মূল্যায়নে ত্রুটি এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সংক্রান্ত স্বার্থকের অভিযোগগুলি ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বৈঠক শুরু হওয়ার সময় উপস্থিত সিবিএসই কর্তারাও জানতেন না যে সার্থককে কমিটির সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সার্থকের দাবি, দীর্ঘ গবেষণা এবং কোডিং-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এমন কিছু অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন যা ওএসএম প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। উপস্থাপনার সময় সার্থক অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে নিজের যুক্তি তুলে ধরে দাবি করেন, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সিবিএসই-র টেন্ডার নথির তুলনামূলক বিশ্লেষণে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এদিকে, সার্থকের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির জবাব আগামী বৈঠকে দেওয়ার জন্য সিবিএসই-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্যরা বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছেন এই ঘটনাগুলির জন্য কারা দায়ী এবং তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, এমন ঘটনার ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করতেই হবে। এদিকে ফের বড়সড় সাইবার হামলার শিকার সিবিএসই-র পুনর্মূল্যায়ন পোর্টাল। সেটি চালু হওয়ার ২ মিনিটের মধ্যে লক্ষাধিকবার হানা দেয় সাইবার হামলাকারীরা। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর আকার নেয় যে মঙ্গলবার পোর্টাল খুললেও লগইন থেকে শুরু করে প্রতি পদে বিপুল সমস্যার মুখে পড়েন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। এর ফলে ওই পোর্টালের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল। জানা গিয়েছে, এদিন ২ মিনিটে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ফাইলের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছিল হ্যাকাররা। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, পোর্টাল অচল করে দিতে একাধিকবার সাইবার হানার চেষ্টা করা হয়েছে। পরীক্ষা বিতর্কের মধ্যেই এই বিভ্রান্তির জেরে আরও বিপাকে পড়েছে কেন্দ্রীয় বোর্ড। সিবিএসই জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে পোর্টালে অস্বাভাবিক ভাবে রিয়েল টাইম ট্র্যাফিক বেড়ে যায়। বোর্ডের সাইবার সিকিউরিটি টিমের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র দুই মিনিটে প্রায় ১৫ লক্ষ হিট আসে ওয়েবসাইটে। একই সঙ্গে এক লক্ষেরও বেশি ফাইল অ্যাকসেসের চেষ্টা করা হয় বলে দাবি।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই হানার উদ্দেশ্য ছিল পোর্টালটি অচল করে দেওয়া। তবে এই হানার মাঝেই দুপুর ৩টে পর্যন্ত ১৬ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী সফল ভাবে উত্তরপত্র যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জমা দিয়েছেন। একাধিক পরীক্ষার্থী অভিগে করেন, পোর্টাল খুলতে দীর্ঘ সময় লাগছে। ওটিপি এবং ক্যাপচা কাজ করছে না। পেমেন্ট গেটওয়ে এরর দেখাচ্ছে। টাকা কেটে নেওয়ার পরও আবেদন সম্পূর্ণ হয়নি। সেশন বারবার এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে।

বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশি

তিরুবনন্তপুরম, ২ জুন : কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি-র আধিকারিকরা। সিএমআরএল-এক্সালজিক আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে এই হামলার ঘটনায় এবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তদন্তকারী আধিকারিকদের ওপর হামলার মামলায় তারা নিজেরাই পক্ষ হতে আবেদন জানিয়েছে।

ইডি-র আশঙ্কা, স্থানীয় সরকারি আইনজীবীদের অনেকেই আগের বাম সরকারের আমলে নিযুক্ত হওয়ায় মামলার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ইডি-র এক আধিকারিকের মতে, ‘মামলাটি যাতে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছোয় এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।’ এছাড়াও, হামলার নেপথ্যে সিপিএম নেতাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে।

এদিকে, বিজয়ন-কন্যা বীণা টি-র সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থ লেনদেনের তদন্তে শুক্রবার চূড়ান্ত রায় দিতে পারে কেরল হাইকোর্ট।

স্বস্তির বৃষ্টি... মঙ্গলবার কর্ণাটকের চিকমাগালুরে।

বিজেপিকে বিদায় আন্নামালাইয়ের

চেন্নাই ও নয়াদিল্লি, ২ জুন : তামিলনাড়ু রাজনীতির চেনা সমীকরণ বদলে দিয়ে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চূড়ান্ত পথেই হাঁটলেন কে আন্নামালাই। মঙ্গলবার দিল্লির সদর দপ্তরে বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন ও সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে দেখা করে তিনি নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এরপরেই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও বৈঠক করেন। তামিলনাড়ুতে দলের ভবিষ্যৎ এবং জোট রাজনীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, আন্নামালাইকে দলে ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ পদ এবং জাতীয় স্তরে বড় পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আকর্ষণীয় অফার ফিরিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে বিজেপির কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সেই কারণে ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ বিচ্ছেদই’ কাম্য বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে।

নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আন্নামালাই সংবাদমাধ্যমকে এদিন জানিয়েছেন, ‘অপেক্ষা করুন। দু’দিনের মধ্যে আমরা সবিস্তারে বলব।’ জল্পনা তুঙ্গে যে, খুব শীঘ্রই তিনি ‘তামিল-প্রথম’ আদর্শে নতুন ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ঘোষণা করতে পারেন।

সম্মানজনক বিচ্ছেদের বার্তা

অন্যদিকে, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামাল দিতে মরিয়া চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এদিনই জরুরি ভিত্তিতে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে দলের বর্তমান রাজ্য সভাপতি নইনর নগেন্দ্রনকে। পাশাপাশি আন্নামালাইকেও অনুরোধ করা হয়েছে রাজধানীতে থেকে যেতে। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, সাংগঠনিক রদবদলের মাধ্যমে আন্নামালাইকে ধরে রাখার শেষ চেষ্টা হচ্ছে।

ব্রাত্য কর্মীদের ক্ষোভ মেটাতে পুরোনো কৌশল

নয়াদিল্লি, ২ জুন : এনডিএ জোট গোছাতে এবং একের পর এক ভোটে জেতার ইঁদুরদৌড়ে মেতে দলের পুরনো দিনের একনিষ্ঠ কর্মীদের কার্যত ভুলেই গিয়েছিল শীর্ষ নেতৃত্ব। দিনের পর দিন ব্রাত্য থাকতে থাকতে সেই প্রবীণ সঙ্ঘ এবং বিজেপি কর্মীদের মনে জমেছিল একরাশ ক্ষোভ ও অভিমান। এবার সেই অভিমানী প্রবীণদের মানভঞ্জনেই বড়সড়ো ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামল গেরুয়া শিবির। ক্ষুব্ধ প্রবীণদের কাছে টানতে আরএসএস-এর পোড়খাওয়া নেতা নগেন্দ্র নাথ ত্রিপাঠীকে বিশেষ দায়িত্ব দিল বিজেপি। তাঁকে দলের প্রবীণ কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগের জাতীয় সংগঠক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সঙ্ঘ পরিবার, এবিভিপি এবং বিজেপিতে প্রায় চার দশক কাজ করার সুবাদে একাত্তর ছুঁইছুঁই ত্রিপাঠীর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এতদিন বিহার ও ঝাড়খণ্ডে দলের আঞ্চলিক সংগঠন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবীর নগরের ভূমিপুত্র ত্রিপাঠী একসময় আরএসএস-এর প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে যখন উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক খোলনলচে বদলানো হয়, তখন তাঁকেই গোটা রাজ্যেরো সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যা আদতে বিজেপি ও আরএসএস-এর মধ্যে প্রধান সেতুবন্ধনের কাজ করে। ২০১২ সাল নাগাদ তিনি বিহার ও ঝাড়খণ্ডের দায়িত্ব পান। গোটা হিন্দি বলয়ে তাঁর মতো তৃণমূল স্তরের যোগাযোগ খুব কম নেতারই রয়েছে।

বিজেপি সূত্রের খবর, দলের নতুন কার্যনির্বাহী সভাপতি নীতিন নবীনের আমলেই বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের মধ্যেকার দূরত্ব মেটানোর এই উদ্যোগ শুরু হল। ত্রিপাঠী এবং তাঁর টিম এবার শুধু দিল্লিতে বসে থাকবেন না। গোটা দেশ চষে ফেলে তাঁরা সেই সমস্ত পুরনো কর্মীদের দুয়ারে পৌঁছবেন, যাঁরা দশকের পর দশক দলের জন্য রক্ত ঘাম করলেও আজ ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বহু দূরে।

‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানব না’

নয়াদিল্লি, ২ জুন : ভারত-নেপালের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও তৃতীয় দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না। ভারতের লিপুলেখ গিরিপথ নিয়ে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কাঠমান্ডুকে এই কঠোর কূটনৈতিক বার্তাই দিল দিল্লি।

সম্প্রতি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পার্লামেন্টে নিজের প্রথম ভাষণে বিতর্ক উসকে দেন বালেন্দ্র শাহ। তিনি দাবি করেন, ‘শুধু ভারতই নয়, নেপালও ভারতের বেশ কিছু ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে।’ একই সঙ্গে এই সীমানা বিবাদ মেটাতে তিনি ঐতিহাসিক ও সমীক্ষকদের সাহায্যের পাশাপাশি চিন এবং ব্রিটেনের সঙ্গেও আলোচনার ইঙ্গিত দেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই কাঠমান্ডুর অন্দরে যেমন বিরোধী সাংসদরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন, তেমনই তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ভারতে। এই আবহে মঙ্গলবার ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন, ‘ভারত ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় ৯৮ শতাংশ ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে। গণ্ডক নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো কিছু প্রাকৃতিক কারণে সামান্য কিছু অংশের জট রয়েছে। এছাড়া ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’ দখল সংক্রান্ত যেটুকু সমস্যা রয়েছে, তা দুই দেশ যৌথ মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে সমাধান করছে।’

লিপুলেখ নিয়ে নেপালকে কড়া বার্তা ভারতের

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবিকে সম্পূর্ণ খারিজ করে জয়সওয়াল কড়া ভাষায় বলেন, ‘সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার জন্য দুই দেশের মধ্যে নিজস্ব দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের এটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত যে, ভারত ও নেপালের এই দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের কোনও ভূমিকাই নেই।’ বিতর্ক বাড়ায় নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য কোনও আনুষ্ঠানিক ভৌগোলিক দাবি ছিল না, বরং তা সীমান্ত দখল সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা মাত্র। তবে ভারত যে নিজের সার্বভৌমত্ব ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বাইরের কোনও শক্তিকে নাক গলাতে দেবে না, তা এদিনের বার্তায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পরকীয়া, লিভ-ইনের বলি দুই সন্তান

অন্ধ্র, কেরলে মায়েদের নৃশংসতায় শিউরে উঠছে দেশ

কুর্নুল ও তিরুবনন্তপুরম, ২ জুন : সমাজ, লোকলজ্জা আর পরকীয়া প্রেমের অন্ধ মোহ মানুষকে কতটা নৃশংস করে তুলতে পারে, দেশের দুই প্রান্তের দুটি ভিন্ন ঘটনা তা আরও একবার প্রমাণ করল। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরলে মায়েদের পরকীয়া ও লিভ-ইন সম্পর্কের ‘বলি’ হতে হল দুই নিষ্পাপ সন্তানকে। অন্ধ্রপ্রদেশে মায়ের পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় খুন হতে হল ১৫ বছরের এক কিশোরকে, অন্যদিকে কেরলে মায়ের লিভ-ইন পার্টনারের অমানুষিক নির্যাতনে প্রাণ হারাল মাত্র দেড় বছরের একটি শিশু। দুটি ঘটনাতেই নিজের সন্তানদের রক্ষাকর্তা হওয়ার বদলে ঘাতকদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন জন্মদাত্রী মায়েরা।

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার আদোনি এলাকার ঘটনাটি যে কোনও অপরাধমূলক থ্রিলারকে হার মানাবে। আদোনির জি হোসাল্লি গ্রামের বাসিন্দা ১৫ বছরের কিশোর বীরেন্দ্র বেশ কিছুদিন ধরেই মা গঙ্গাম্মার সঙ্গে দরগাপ্পা নামে এক ব্যক্তির অবৈধ সম্পর্কের তীব্র বিরোধিতা করছিল। লোকলজ্জার তোয়াক্কা না করে বীরেন্দ্র মায়ের সম্পর্কের কথা আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের কাছে ফাঁস করে দিলে বাড়িতে রোজই অশান্তি লেগে থাকত। পুলিশ জানিয়েছে, পরকীয়া জানাজানি হওয়ার ভয় এবং সম্পর্কের পথের কাঁটা সরাতেই বীরেন্দ্রকে খুনের ছক কষেন গঙ্গাম্মা ও দরগাপ্পা। পরিকল্পনামাফিক কিশোরকে খুন করে গ্রামেরই এক শ্মশানে গোপনে পুঁতে দেওয়া হয়।

গল্পের আসল টুইস্ট শুরু হয় এর পর। ছেলেকে খুন করে গঙ্গাম্মা নিজেই থানায় গিয়ে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ছেলেকে খোঁজার নাটক করতে করতে তিনি সোজা অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন। হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) যখন তদন্তে নামে, তখন গঙ্গাম্মা ও দরগাপ্পার বয়ানে একের পর এক অসংগতি মেলায় খটকা লাগে গোয়েন্দাদের। কল রেকর্ড এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য খতিয়ে দেখে শ্মশান থেকে বীরেন্দ্রর দেহাবশেষ উদ্ধার করে পুলিশ। ঠিক একই রকম নির্মমতার সাক্ষী হয়েছে কেরলের তিরুবনন্তপুরমের নেদুমানগড় এলাকা। সেখানে মা অখিলার লিভ-ইন পার্টনার আশকারের কাছে দেড় বছরের শিশু আরশিদ হয়ে উঠেছিল ‘পথের কাঁটা’। সেই অপরাধেই ছক কষে টানা এক মাস ধরে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে পিটিয়ে খুন করা হল শিশুটিকে। গত ২৯ মে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরশিদকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আশকার গল্প ফাঁদেন যে, খাবারে দম আটকে গিয়েই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসে শিউরে ওঠার মতো তথ্য। চিকিৎসকরা জানান, অনবরত মারধরের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তার ছোট্ট শরীরে মিলেছে ৫১টি গভীর ক্ষতচিহ্ন, যার মধ্যে ছিল গোপনাঙ্গে গুরুতর আঘাত এবং পায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ!

গঙ্গাম্মা

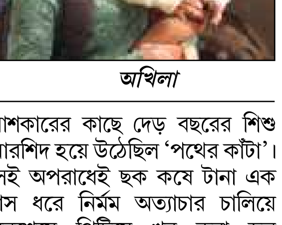

অখিলা

পুলিশি জেরায় ধৃত আশকার স্বীকার করেছে, অখিলার সঙ্গে নিজের জীবনের মাঝে শিশুটিকে সে বড় বাধা মনে করত। তাই তিন মাস আগেই তাকে খুনের পরিকল্পনা করে সে। চিৎকার আটকাতে শিশুর মুখে কাপড় গুঁজে চলত নির্যাতন। এমনকি এক মাস আগে শিশুটির দুটি হাত ভেঙে দিয়ে প্রতিবেশীদের বলা হয়েছিল যে সে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছে! গত ২৯ মে শিশুটি তীব্র যন্ত্রণায় কাঁদলে তার মাথায় জোরে আঘাত করে আশকার। মৃত্যুর পর সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে তবেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মা অখিলা এই সব কিছুর নীরব দর্শক ছিলেন।

‘টাকা সুস্মিতা দিত, আমি ছিলাম কেপ্ট বয়ফ্রেন্ড’

লন্ডন, ২ জুন : চার বছর আগে ললিত মোদি ও সুস্মিতা সেনের সম্পর্কের ছবি যখন ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছিল, তখন নেটপাড়ার একাংশ প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীকে ‘গোল্ড ডিগার’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেইসময় সুস্মিতা নিজেই ট্রোলারদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। এতদিন পর সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন খোদ আইপিএলের প্রাক্তন কর্তা ললিত মোদি। তিনি জানালেন, সুস্মিতা নয়, বরং তিনি নিজেই ছিলেন সুস্মিতার ওপর নির্ভরশীল!

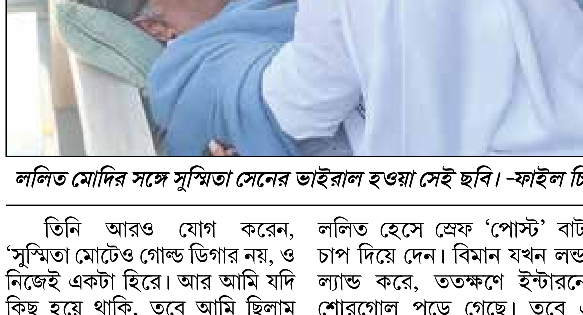

ললিত মোদির সঙ্গে সুস্মিতা সেনের ভাইরাল হওয়া সেই ছবি। -ফাইল চিত্র

ললিতের স্বীকারোক্তি

‘হিউম্যানস অফ বম্বে’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ললিত মোদি তাঁদের পুরোনো সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা করেন। তিনি বলেন, ‘সুস্মিতা অত্যন্ত ধনী এবং স্বাবলম্বী একজন নারী। এমন অনেক সময় গিয়েছে যখন আমরা একসঙ্গে বাইরে ঘুরেছি আর আমাকে একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি। সব বিল সুস্মিতাই মেটাত। সত্যি বলতে, আমি তখন ওর ‘কেপ্ট বয়ফ্রেন্ড’ এর মতো ছিলাম।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘সুস্মিতা মোটেও গোল্ড ডিগার নয়, ও নিজেই একটা হিরে। আর আমি যদি কিছু হয়ে থাকি, তবে আমি ছিলাম ‘ডায়মন্ড ডিগার’। ও কারও থেকে কিছু নেওয়ার পাত্রীই নয়।’

২০২২ সালের সেই টুইটের পিছনের গল্পও শোনান ললিত। লন্ডনে ফেরার বিমানে সুস্মিতার সঙ্গে হালকা খুনশুটি চলছিল তাঁর। সুস্মিতা তখন বলেছিলেন, ‘তুমি এই ছবি পোস্ট করতে পারবে না’। ললিত হেসে স্রেফ ‘পোস্ট’ বাটনে চাপ দিয়ে দেন। বিমান যখন লন্ডনে ল্যান্ড করে, ততক্ষণে ইন্টারনেটে শোরগোল পড়ে গেছে। তবে এই নিয়ে তাঁর কোনও অনুশোচনা নেই বলে দাবি করেছেন ললিত।

দূরত্বের কারণে তাঁদের প্রেম টেকেনি ঠিকই, তবে সুস্মিতার প্রতি ললিতের শ্রদ্ধা আজও অটুট। সিঙ্গল মাদার হিসেবে সুস্মিতার দুই মেয়েকে বড় করে তোলার লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ললিত।

অনুশীলনের ফাঁকে কোচ দিদিয়ের দেশঁর সঙ্গে আলোচনায় কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার প্যারিসে।

সীমিত অভিজ্ঞতাই একমাত্র দুর্বলতা : দেশঁ

প্যারিস, ২ জুন : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরই ফরাসি ফুটবলে এক বর্ণিল অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। টানা ১৪ বছর দায়িত্বে থাকা দিদিয়ের দেশঁ ফ্রান্সের হেডকোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন বলে জানিয়েছেন।

১৯৯৮ সালে ফুটবলার এবং ২০১৮ সালে কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের বিরল কৃতিত্ব রয়েছে দেশঁর ঝুলিতে। তবে তিনি অতীতে আটকে থাকতে রাজি নন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘আমি কেবল বর্তমান নিয়ে ভাবি। ১৯৯৮ বা ২০১৮ সালে স্মৃতি সবসময় সঙ্গে থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন কী করছি।’

ফ্রান্স এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট। সমর্থকদের প্রত্যাশাও আকাশচুম্বী। তবে দেশঁ বাস্তববাদী, সতর্ক। বলেছেন, ‘২০১৮ সালে আমরা ট্রফি জিতেছি, ২০২২-এ ফাইনালে উঠেছি। তাই আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। আমরা সেই দশ-বারোটা দেশের একটি, যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি দলই লক্ষ্যে পৌঁছাবে। বাকিরা হতাশ হবে।’ তাঁর চোখে এবারের বিশ্বকাপে ফ্রান্সের একমাত্র দুর্বলতা অভিজ্ঞতার অভাব। দেশঁ বলেছেন, ‘যারা ২০১৮ সালে দলে ছিল তাদের ২০১৪ বিশ্বকাপ এবং ২০১৬ সালে ইউরো কাপে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এবার আমাদের দলে প্রচুর তরুণ খেলোয়াড় রয়েছে। যাদের বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা সীমিত।’

২৬-এর বিশ্বকাপে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দেশঁর দীর্ঘ পথচলা শেষ হচ্ছে। তিনি অবশ্য তা নিয়ে বিশেষ ভাবতে রাজি নন। বরং আপাতত তাঁর পুরো মনোযোগ বিশ্বকাপ ট্রফির ওপর। কিংবদন্তি মারিও জাগালো, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মতো দেশঁও খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপজয়ী। এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে তিনি হবেন বিশ্বের প্রথম কোচ, যিনি খেলোয়াড় হিসেবে একবার এবং কোচ হিসেবে দুইবার বিশ্বকাপ জিতেছেন। পাশাপাশি টানা তিনবার দলকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলার অনন্য রেকর্ডও গড়বেন তিনি।

আবহাওয়া নিয়ে সতর্ক ইংল্যান্ড

মায়ামি, ২ জুন : উত্তর আমেরিকার চরম গরম ও আর্দ্রতা আসন্ন বিশ্বকাপে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে। তবে ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল এসব নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে নারাজ। আবহাওয়াকে মানিয়ে নিতে মায়ামিতে টানা ১০ দিনের বিশেষ প্রস্তুতি শিবির করছে থ্রি লায়ন্স। এর জন্য খোদ অলিম্পিক দলের (টিম গ্রেট ব্রিটেন) বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছেন টুচেল। ইংল্যান্ড কোচ জানিয়েছেন, গরম ও উচ্চতার চ্যালেঞ্জ সামলাতে তাঁদের ‘কুলিং স্ট্র্যাটেজি’ একদম তৈরি। খেলোয়াড়দের রোদে কতক্ষণ অনুশীলন করানো হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কষা হয়েছে। টুচেলের দাবি, এই গরমে খেলতে তাঁরা অভ্যস্ত না হলেও, দল ইতিমধ্যেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত।

প্রস্তুতিতে উড়ছে কলম্বিয়া, তুরস্ক

বোগোটা, ২ জুন : বিশ্বকাপের বোধন হতে আর বেশি দেরি নেই, তার আগেই প্রীতি ম্যাচের পারদ চড়তে শুরু করেছে। লুইস দিয়াজ ও হামেস রডরিগেজের জাদুতে কলম্বিয়া ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল কোস্টা রিকাকে। অন্যদিকে, লাল কার্ড দেখায় দশজনের দল হয়েও অস্ট্রিয়া ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে তিউনিশিয়াকে। দলের প্রধান দুই তারকা মার্টিন ওডেগার্ড ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে বিশ্রাম দিয়েও নরওয়ে ৩-১ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছে সুইডেনকে। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক জোরগেন স্ট্র্যান্ড লারসেন। আর ইস্তানবুলে উত্তর ম্যাসিডোনিয়াকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে নিজেদের শক্তির জানান দিল তুরস্ক। মাত্র ৬১ সেকেন্ডে গোল করে শুরুতেই বিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন ওরকান কোকচু।

বরফের দেশে ফুটবলের বসন্ত

বিশ্বযজ্ঞের অপেক্ষায় টরন্টো-ভ্যাঙ্কুভার

টরন্টো, ২ জুন : কানাডার কথা ভাবলেই অনেকের চোখে ভেসে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত বরফ আর হাড়কাঁপানো শীতের ছবি। কিন্তু জুনের এই সময়টায় টরন্টোর রূপ একেবারে অন্যরকম। মাস দুয়েক আগের সেই কনকনে ঠান্ডা পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। এখন চারদিকে ঝলমলে রোদ, পারদ ঘোরাফেরা করছে ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। এখানকার মানুষের কাছে এটা রীতিমতো উৎসবের মরশুম। আর এই মনোরম আবহাওয়ার সঙ্গেই এবার কানাডায় আছড়ে পড়েছে ফুটবলের প্রবল উত্তাপ। রোজ সকালে মিসিসগার বাড়ি থেকে ডাউনটাউন টরন্টোর অফিসে যাওয়ার পথে এখন একটা জিনিস খুব স্পষ্ট- শহরের রং বদলাচ্ছে। যে দেশে আইস হকি বা বাস্কেটবল ছাড়া অন্য কোনও খেলা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিশেষ হেলদোল দেখা যায় না, সেখানে এখন মোড়ে মোড়ে ফুটবল বিশ্বকাপের ব্যানার। বাসে-ট্রামে যাতায়াতের পথে চোখে পড়ছে নানা দেশের জার্সি পরা মানুষের ভিড়। টরন্টো এবং ভ্যাঙ্কুভারে ফুটবল বিশ্বকাপের এই মহারণ শুরু হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, আর তার আগেই উত্তেজনার পারদ হুহু করে চড়তে শুরু করেছে।

ফুটবল নিয়ে এই শহরের আবেগটা যে ঠিক কতটা, তার একটা জম্পেশ ট্রেলার দেখা গিয়েছিল গত ৯ মে। স্থানীয় ক্লাব টরন্টো এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে এসেছিলেন স্বয়ং লিওনেল মেসি আর তাঁর দল ইন্টার মায়ামি। সেদিন টরন্টোর স্টেডিয়ামে কানায় কানায় পূর্ণ গ্যালারির উন্মাদনা দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল ফেলে আসা বাংলার সেই ফুটবল পাগল দিনগুলোর কথা। ফুটবল ঐতিহ্যের দিক থেকে কানাডা হয়তো সহ আয়োজক মেক্সিকোর মতো নয়, কিন্তু সেদিন মেসিকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা এক কথায় অভাবনীয়। আসলে ওই ম্যাচটা ছিল টরন্টো শহর এবং আয়োজকদের জন্য একটা বড়সড়ো মহড়া। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা, দর্শকদের ভিড় সামলানো এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা- সবদিক থেকেই টরন্টো সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা এই বিশ্বমঞ্চের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

মাঠের বাইরের প্রস্তুতির পাশাপাশি মাঠের লড়াইয়ের জন্যও যে কানাডা তৈরি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সোমবার রাতে এডমন্টনের কমনওয়েলথ স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে কানাডা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে ম্যাচের রং বদলে দেন জোনাথন ওসোরিও এবং জেইডেন নেলসন। ৫৮ মিনিটে ওসোরিওর দুরন্ত শট বিপক্ষ গোলরক্ষকের গ্লাভস ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। আর ইনজুরি টাইমে নেলসন গোল করে কানাডার জয় সুনিশ্চিত করেন। এই জয় স্বাভাবিকভাবেই এখানকার ফুটবলপ্রেমীদের আত্মবিশ্বাস আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

নিজস্ব ফুটবল ঐতিহ্য খুব একটা না থাকলেও টরন্টো বা ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরগুলোর সবচেয়ে বড় শক্তি হল এখানকার অভিবাসী সমাজ। সারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষেরা এই শহরগুলিকে নিজেদের আপন করে নিয়েছেন। টরন্টোর ‘লিটিল ইতালি’ বা ‘কোরসো ইতালিয়া’-র মতো এলাকাগুলি এমনিতেই ফুটবলের সময় উৎসবের চেহারা নেয়। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ বা লাতিন আমেরিকানদের পাশাপাশি রয়েছেন আমাদের মতো অসংখ্য প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশি, যাঁদের শিরায় শিরায় ফুটবল। বিশ্বকাপের মতো একটা আসর তাই এই অভিবাসীদের কাছে নিজেদের শিকড়ের কাছাকাছি ফেরার একটা বিরাট উৎসব।

ফুটবল উন্মাদনার পাশাপাশি ব্যবসার দিক থেকেও কানাডার এই দুই শহরে এখন দারুণ জোয়ার এসেছে। টিকিটের জন্য রীতিমতো হাহাকার চলছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ আমেরিকা থেকে প্রচুর সমর্থক সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় আসছেন। নায়াগ্রা বা উইন্ডসরের মতো সীমান্তগুলোতে এখন থেকেই গাড়ির লম্বা লাইন। টরন্টোর ডাউনটাউন এলাকার বিলাসবহুল হোটেল থেকে শুরু করে সাধারণ হোমস্টে- সব জায়গায় তিলধারণের জায়গা নেই। রেস্তোরাঁ, পাব বা স্পোর্টস বারগুলি বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখানোর জন্য বিশাল স্ক্রিন লাগিয়ে নতুন করে সেজে উঠেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই আসর শহরের অর্থনীতিতে একটা বড়সড়ো আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে আসবে, যা কানাডার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে।

সব মিলিয়ে, ফুটবলের এই বিশ্বযজ্ঞের জন্য কানাডা এখন পুরোপুরি তৈরি। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস হোক বা টরন্টোর বিএমও ফিল্ড-সবুজ গালিচায় বল গড়ানোর জন্য এখন শুধুই কিক অফের অপেক্ষা।

ভ্যাঙ্কুভারের সায়েন্স ওয়ার্ল্ড ভবনটিকে একটি ফুটবলের আদলে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

মার্কিন ‘দাদাগিরি’র মাঝে

প্রহর গুনছে মেক্সিকো

মেক্সিকো সিটি, ২ জুন : ছোটবেলায় মধ্যমগ্রাম থেকে লোকাল ট্রেন ধরে বিধাননগরে নেমে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ডার্বি দেখতে যাওয়ার সেই উন্মাদনা আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেই গ্যালারির গর্জন, ঘামের গন্ধ আর ফুটবলের প্রতি অন্ধ আবেগ- ভেবেছিলাম এর চেয়ে বড় পাগলামি আর কোথাও হয়তো হয় না। কিন্তু ২০১৯ সালে কর্মসূত্রে মেক্সিকোতে পা রাখার পর আমার সেই ধারণাটা আমূল পালটে গিয়েছে। পেশায় আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু নেশায় আদ্যোপান্ত ফুটবল পাগল। গত কয়েক বছরে পুয়েবলা, গুয়াদালাহারা ঘুরে এখন আমার ঠিকানা মেক্সিকো সিটি। কাজের প্রয়োজনে ইংরেজিটাই সম্বল হলেও মেক্সিকানদের সঙ্গে মিশতে, বাজার-দোকান করতে কিংবা ছুটির দিনে ওয়াহাকা, কানকুন বা আকাপুলকোর মতো জায়গাগুলিতে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে এখানকার স্প্যানিশ ভাষাটা একপ্রকার আত্মস্থ করে ফেলেছি। আর সেই সুবাদেই খুব কাছ থেকে বুঝতে পেরেছি মেক্সিকানদের শিরায় শিরায় ফুটবল ঠিক কতটা জড়িয়ে আছে।

এই মুহূর্তে মেক্সিকোর বাতাসে শুধুই ফুটবলের গন্ধ। ১১ জুন ঐতিহ্যবাহী এস্তাদিও অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের বোধন হতে চলেছে। গোটা দেশ এখন যেন একটা উৎসবের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রাস্তাঘাট, ক্যাফে থেকে শুরু করে পাড়ার ট্যাকোর দোকান- সব জায়গায় শুধু একটাই আলোচনা। আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডার যৌথ আয়োজনে এবারের বিশ্বকাপ আয়োজিত হলেও, মেক্সিকানদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ কিন্তু রয়েই গিয়েছে। ক্ষোভের কারণটা হল বড় ভাই আমেরিকার ‘দাদাগিরি’। ফুটবল ঐতিহ্যের দিক থেকে আমেরিকা মেক্সিকোর ধারেকাছেও আসে না, অথচ তারাই কি না ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ৭৮টি ম্যাচ নিজেদের ঝুলিতে পুরে নিয়েছে! এমনকি টুর্নামেন্টের বেশিরভাগ হাইভোল্টেজ নকআউট ম্যাচও হবে মার্কিন মুলুকে। মেক্সিকোর ভাগে জুটেছে মাত্র ১৩টি ম্যাচ, যা অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাহারা এবং মন্টেরি- এই তিনটি শহরে। মেক্সিকানরা বরাবরই ফুটবল নিয়ে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ, তাই এই বৈষম্য তারা খুব একটা ভালোভাবে মেনে নিতে পারছে না। তবে এই হতাশার মধ্যেও একটা বড় স্বস্তি হল, মেক্সিকো জাতীয় দল অন্তত তাদের গ্রুপের সবক’টি ম্যাচ নিজেদের ঘরের মাঠেই খেলবে। এই সুযোগটুকু হাতছাড়া করতে রাজি নয় স্থানীয় সমর্থকরা।

বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা মেক্সিকোতে এসে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। মেক্সিকানরা এমনিতেই খুব অতিথিবৎসল, তার ওপর এমন একটা ফুটবল মহোৎসবের আসরে তারা বিদেশিদের বরণ করে নিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে এর মধ্যেই কিছু বিতর্কও মাথাচাড়া দিচ্ছে। ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম বিশ্বের প্রথম মাঠ হিসেবে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ আয়োজন করে ইতিহাস গড়তে চললেও, এর সংস্কার কাজ নিয়ে বিস্তর সমালোচনা চলছে। প্রচুর টাকা খরচ করে ভিআইপি বক্স বা নতুন স্ক্রিন বসানো হলেও, সাধারণ দর্শকদের জন্য শৌচাগার বা অন্যান্য পরিকাঠামোগত কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তার ওপর রয়েছে চরম গরমের ভ্রূকুটি। জুন-জুলাই মাসের এই তাপপ্রবাহ কীভাবে খেলোয়াড় এবং দর্শকরা সামলাবেন, তা নিয়েও একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে।

তবুও, সব বিতর্ক আর অভাব-অভিযোগকে ছাপিয়ে যাচ্ছে ফুটবলের অমোঘ টান। টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া হলেও স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য মানুষের হাহাকার দেখার মতো। এই ফুটবল পাগল দেশ থেকে বিশ্বকাপের অনেক না জানা গল্প, মাঠের ভেতর-বাইরের উত্তেজনা আর মেক্সিকান সংস্কৃতির নানা টুকরো ছবি নিয়ে আমি হাজির থাকব।

ফুটবলারদের দৈত্যাকার মূর্তি বসিয়ে মেক্সিকো সিটিকে বিশ্বকাপের আগে এভাবেই সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ছবি : এএফপি

এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার টিম হোটেলে এই ২০২ নম্বর রুমই হতে চলেছে লিওনেল মেসির আস্তানা।

মেসির রুম নম্বরেই চতুর্থ ট্রফির স্বপ্ন

কানসাস সিটি, ২ জুন : কানসাস সিটির ওরিজিন হোটেলে লিওনেল মেসির রুম নম্বর ২০২। এই তিন সংখ্যার যোগফল চার। আর তাতেই চতুর্থ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা! কাতার বিশ্বকাপে মেসির রুম নম্বর ছিল ২০১, যার যোগফল তিন। তবে এই জাদু সংখ্যার আড়ালে চোট-আঘাতের কালো মেঘও রয়েছে আর্জেন্টিনা শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় ভুগছেন খোদ মেসি। এমিলিয়ানো মার্টিনেজের আঙুলে চিড়, অন্যদিকে লিয়ান্দ্রো পারেডেসও চোটের কারণে ভুগছেন। আসন্ন প্রীতি ম্যাচগুলিতে তাই মেসি বা পারেডেস নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কোচ লিওনেল স্কালোনি। পুরোদমে চিকিৎসা চলছে, লক্ষ্য একটাই-বিশ্বকাপের মঞ্চে পুরো ফিট একটা দল নামানো।

একচল্লিশেও সবার আগে রোনাল্ডো

লিসবন, ২ জুন : বয়স ৪১, খেলছেন নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। কিন্তু খিদেটা এখনও তরতাজা। রবিবার পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়ে সোমবার সকালেই পর্তুগালের অনুশীলনে সবার আগে হাজির ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পরে অনুশীলনের ছবি পোস্ট করে সিআর সেভেন লিখেছেন, ‘মিশন বিশ্বকাপ শুরু।’ দলের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ সাফ জানিয়েছেন, রোনাল্ডো শুধু অতীতের গৌরবের জন্য দলে নেই, নিজের যোগ্যতায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই তিনি অপরিহার্য। অন্যদিকে, এই বিশ্বকাপ পর্তুগাল দলের কাছে এক আবেগেরও জায়গা। সম্প্রতি এক পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন দলের তরুণ স্ট্রাইকার দিয়োগো জোটা। তাঁকে স্মরণ করে মিডফিল্ডার রুবেন নেভেস জানিয়েছেন, এই কঠিন শোকই তাঁদের বাড়তি শক্তি জোগাবে। জোটার স্মৃতিকে সঙ্গী করেই এবার ফাইনালে পৌঁছানোর শপথ নিয়েছে পর্তুগাল।

সোমবার সন্তানদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার অনুশীলনে সতীর্থদের সঙ্গে খোশমেজাজে তিনি।

প্রস্তুতি শুরু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন : ২০০২ সালের পর আর নেই বিশ্বকাপ। কার্লো আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় কি ফিরবে ট্রফি ভাগ্য?

এবার নিউ জার্সিতে নিজেদের শিবির করছে ব্রাজিল। আর সোমবারই সেখানে পৌঁছে গেলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। যাওয়ার আগে গোটা দলের জন্য রিও ডি জেনেইরোর অদূরে বাহা ডি টিজুকার শহরতলিতে এক বিদায় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে কনফেডারেশন অফ ব্রাজিল ফুটবল। ওখান থেকেই টম জোবিম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সেলেকাওরা। সেখানে ব্রাজিল জাতীয় দলের ফুটবলাররা ফুটবল মিউজিয়ামও ঘুরে দেখেন। আসলে প্রস্তুতি ম্যাচে পানামাকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়ে রীতিমতো হালকা মেজাজে ছিলেন তাঁরা। ম্যাচ শুরুর খানিকক্ষণের মধ্যেই গোল করেন ভিনিসিয়াস। এছাড়া ম্যাচের বাকি গোলদাতারা হলেন ক্যাসেমিরো, রায়ান, লুকাস পাকুয়েতা, ইগর থিয়াগো ও ড্যানিলো স্যান্টোস। গোটা ম্যাচটাই আন্সেলোত্তি দলকে খেলান অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায়। আর এই ম্যাচে তিনি দলে সুযোগ দেওয়া প্রায় বেশিরভাগ ফুটবলারকেই খেলিয়ে দেখে নেন। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ব্রাজিল আর একটাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মিশরের বিপক্ষে। ৬ জুন ক্লিভল্যান্ডে হবে ওই ম্যাচ।

পৌঁছে গেল আমেরিকায়

এদিকে, আর্জেন্টিনাও পরপর দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে যথাক্রমে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে। আর তার জন্য তো বটেই, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিল লিওনেল স্কালোনির দল। সোমবার থেকে কানসাস সিটির কোম্পাস মিনারেলস জিম সেন্টারে স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ লুই মার্টিনের অধীনে নেমে পড়লেন লওটারো মার্টিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজরা। স্ট্রেংথ ট্রেনিং ছাড়াও মাঠেও ফুটবলারদের দেখে নিলেন স্কালোনি। কী অবস্থায় ফুটবলাররা আছেন, তা অবশ্য প্রস্তুতি ম্যাচের পরই পরিষ্কার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল অবশ্য চোট-আঘাতে খানিকটা বেসামাল অবস্থায়। তবু সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে ধরা হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে। লিওনেল মেসিকে রেখেই দল গড়েছেন স্কালোনি। তাঁরও চোট কী অবস্থায় আছে পরিস্কার নয়। তবে শুরুর দিকে যে নাও থাকতে পারেন, এই ইঙ্গিত খানিকটা দিয়ে রেখেছেন আর্জেন্টিনা কোচ। ফলে সবমিলিয়ে শুরুর ধাক্কা সামলে নেওয়াটা এখন বেশি জরুরি মেসির দলের কাছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত তাহসিন কাতার দলে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন : কেরালা ব্লাস্টার্সের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ কেরালাইটরা। তবে এক কেরালাইটের সাম্প্রতিক উত্থান তাঁদের এই বিষণ্ণতা দূর করতে পারে।

মাত্র ১৯ বছরের তাহসিন মহম্মদ জামশিদকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন কেরলের মানুষ। আসন্ন বিশ্বকাপে কাতারের স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন কান্নুর থেকে ওদেশে যাওয়া এক পরিবারের এই ছেলেটি। যদি মাঠে নামার সুযোগ পান, তাহলে তিনিই হবেন বিশ্বকাপ খেলা কেরালার প্রথম ফুটবলার। নিশ্চিতভাবেই সেক্ষেত্রে স্বপ্ন পূরণ ও ফুটবল সমর্থন সার্থক হবে কেরালাইটদের। তাঁর পরিবার বহু আগে কান্নুর থেকে গিয়ে কাতারে বসবাস শুরু করে আরও পাঁচটা কেরালাইট পরিবারের মতো। তবে তাহসিনের জন্ম ওদেশেই। তাহসিনের বাবা জামশিদ কান্নুর জেলার থালাসেরি এবং মা শ্যামা ভালাপাত্তানামের থেকে যান কাতারে। ওদেশের বহু তরুণ ফুটবলারের মতোই তাহসিনও উঠে এসেছেন কাতারের বিখ্যাত অ্যাসপিয়ের অ্যাকাডেমি থেকে। যা মূলত এলিট অ্যাকাডেমি হিসাবে চিহ্নিত। তাঁর প্রতিভা দেখে দ্রুত তাঁকে আল দুহেইল ক্লাব ডেকে নেয়। আর তারপরেই জায়গা হয় কাতারের জাতীয় দলের বয়সভিত্তিক দলে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসাবে ওদেশের পেশাদার ফুটবল খেলেন তিনি। যা কাতারের সঙ্গে এদেশের মানুষেরও নজর কাড়ে। আর মাত্র দুই বছরের মধ্যে বিশ্বকাপের মতো সর্বোচ্চ আসরে নিজের জায়গা করে নিলেন তিনি।

নিশ্চিতভাবেই কেরলই শুধু নয়, তাঁর পরিবারের জন্যও বড় গর্বের মুহূর্ত এই বিশ্বকাপে ডাক পাওয়া। কেরলে তাঁর আত্মীয়রাও একইরকম গর্বিত। কারণ ফুটবল ভালোবাসায় এদেশের অন্যতম সেরা হলেও ওই রাজ্য থেকে বিশ্বকাপে খেলা ফুটবলার এখনও পর্যন্ত উঠে আসেননি একজনও। খুব দ্রুত হলেও সঠিক পদ্ধতিতে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে সিনিয়ার এবং পরবর্তীতে বিশ্বকাপের আসরে উঠে এসেছেন এই উইঙ্গার। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পাওয়ায়, অনেকেই মনে করছেন তিনি হয়তো বিশ্বকাপেও খেলার সুযোগ পেয়ে যাবেন। বিশ্বকাপে ভারত একবারই সুযোগ পেয়েছিল ১৯৫০ সালে। সেবার খালি পায়ে খেলার সুযোগ ছিল না বলেই খেলতে পারেনি ভারতীয় দল। সেখান থেকে বিশ্বকাপের আসরে দেখা যাবে তাহসিনকে। আর তাঁকে দেখেই হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবেন এদেশের ফুটবলভক্তরা। যা বাঁচিয়ে রাখতে পারে ভারতের আরও অনেক তরুণের বিশ্বকাপ স্বপ্নকে।

আসন্ন বিশ্বকাপে কাতারের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তাহসিন মহম্মদ জামশিদ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ অধিরাজ অধিকারী : আজ তোমার শুভ জন্মদিনে রইল অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। বড় হয়ে জ্ঞানী গুণী ও ভালো মানুষ হও, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। বাবা, মা, ঠাম্মি, ঠাকুরদা, পাপা, ছোট মামা, নতুন মামি, মামমাম, বড় মামা, বড় মামি, ঢেপা দাদা, ঘাটারু দাদা। নিগমনগর, দিনহাটা।

সম্ভাব্য ক্যালেন্ডারে আইএসএল সেপ্টেম্বরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুন : ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চিত। এর মধ্যেই নতুন মরশুমের সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

এআইএফএফের দেওয়া সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এবারও জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডুরান্ড কাপ দিয়েই শুরু হবে মরশুম। দেশের সর্বোচ্চ লিগ অর্থাৎ আইএসএল শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। সুপার কাপের জায়গায় ফিরছে ফেডারেশন কাপ। ওই প্রতিযোগিতা দিয়েই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে মরশুম শেষ হবে। সম্ভাব্য সময় আগামী বছরের ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে। এছাড়া দ্বিতীয় ডিভিশন অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ শুরু হবে অক্টোবরে। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ শুরুর সম্ভাব্য দিন ৩ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ২০২৭ সালের ২৪ জানুয়ারি।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশ ক্লাবজোটের

সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেও ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে এখনও নির্দিষ্ট রূপরেখা জানাতে পারেনি ফেডারেশন। এই পরিস্থিতিতে লিগ পরিচালনার রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিতে আরও একবার ফেডারেশনের কাছে বাণিজ্যিক স্বত্ব অর্জনের জন্য প্রস্তাব পেশ করল ক্লাবগুলি। সূত্রের খবর, আইএসএল ক্লাবগুলি এআইএফএফের কাছে দুই মরশুমের অন্তর্বর্তীকালীন মডেল প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, লিগ পরিচালনার দায়িত্ব ক্লাবগুলি গ্রহণ করবে এবং তার পরিবর্তে ফেডারেশনকে প্রতি মরশুমে ১৫ কোটি টাকা দেবে তারা। জিনিয়াস স্পোর্টসকে শুধু লিগের 'ডেটা পার্টনার' হিসেবে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আইএসএলের বাকি সব ক্লাবই এই নতুন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।

জয়ী নেতাজি

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ৬-০ গোলে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে মিহির মুন্ডা জোড়া গোল করেন। নেতাজির বাকি গোলগুলি দীপঙ্কর রায়, অনিরুদ্ধ পাল, শিবা রাউত ও ম্যাচের সেরা দীনেশ মুন্ডার। বুধবার সুপার ডিভিশনে খেলবে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ও এফইউসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দীনেশ মুন্ডা। ছবি : অনীক চৌধুরী

বিশ্বকাপের আগে ফিফা বেছে নিয়েছে সেরা ২৬ জন তারকাকে

যাদের দিকে আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চোখ থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল)
- রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সর্বাধিক ৪৫০ গোলের নজির।
- আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ১৪৩ গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় এক নম্বরে।

লুইস দিয়াজ (কলম্বিয়া)
- বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে তাঁর করা জোড়া গোলেই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে কলম্বিয়া একমাত্র জয়টি পায়।
- ২০০৪-'০৫ সালের পর বায়ার্ন মিউনিখের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১৩টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেন।

সন হিউং-মিন (দক্ষিণ কোরিয়া)
- ২০২০ সালে ফিফা তাঁকে সেরা গোলের জন্য পুসকাস পুরস্কার দিয়েছিল।
- এশিয়ার প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গোল্ডেন বুট জয়।

ফ্লোরিয়ান রিৎজ (জার্মানি)
- ২০২৩-'২৪ মরশুমে জার্মানির সেরা ফুটবলারের সম্মান।
- বেয়ার লেভারকুসেন থেকে তাঁর লিভারপুল যাত্রা ছিল সর্বকালের সর্বাধিক ব্যয়বহুল দলবদলের তালিকায় ছয় নম্বরে।

সাদিও মানে (সেনেগাল)
- লিভারপুলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। বায়ার্ন মিউনিখের বুন্দেশলিগা জয়ী দলের সদস্য ছিলেন।
- দেশের জার্সিতে জিতেছেন আফ্রিকান নেশনস কাপ। দুইবার আফ্রিকার সেরা ফুটবলার হয়েছেন।

জুডে বেলিংহাম (ইংল্যান্ড)
- রিয়াল মাদ্রিদের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা। আক্রমণেও সিদ্ধহস্ত।
- রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছেন।

পেড্রি (স্পেন)
- ২০২৪ সালে ইউরোজয়ী দলের সদস্য।
- বার্সেলোনার হয়ে তিনটি লা লিগা ও ২০২০-'২১ মরশুমে কোপা ডেল রে জিতেছেন।

মোয়েস কাইসেডো (ইকুয়েডর)
- যুব পর্যায়ে কোচ মিগুয়েল র‍্যামিরেজের নজরে পড়েন।
- চেলসির জার্সিতে জিতেছেন ক্লাব বিশ্বকাপ, কনফারেন্স লিগ।

রাফিনহা (ব্রাজিল)
- বার্সেলোনায় আসার পর থেকে নজর কাড়ছেন।
- বার্সার জার্সিতে দুইবার লা লিগা জিতেছেন। রয়েছে কোপা ডেল রে ট্রফিও।

রিয়াদ মাহরেজ (আলজেরিয়া)
- লেস্টার সিটির ঐতিহাসিক ইপিএল জয়ের অন্যতম সদস্য।
- ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে এসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সঙ্গে পেয়েছেন তিনটি ইপিএল ট্রফি ও জোড়া এফএ কাপ।

লুকা মডরিচ (ক্রোয়েশিয়া)
- ২০১৮ বিশ্বকাপে পেয়েছিলেন গোল্ডেন বল।
- ক্রোয়েশিয়াকে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিয়ে যান।

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড (নরওয়ে)
- ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চ্যাম্পিয়ন করেন।
- প্রথম তিন বছরে দুইবার ক্লাবকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এনে দেন।

ভিনিসিয়াস জুনিয়ার (ব্রাজিল)
- রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৩০০ ম্যাচ খেলে ২০০ গোলে অবদান।
- ২০২৪ সালে ফিফার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত।

মহম্মদ সালাহ (মিশর)
- গত ৩৪ বছরে লিভারপুলের হয়ে এক মরশুমে সর্বাধিক ৪৪ গোলের রেকর্ড।
- সিনিয়ার লেভেলে দেশের হয়ে ১১৫ ম্যাচে করেছেন ৬৭ গোল।

হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড)
- ২০১৮ বিশ্বকাপে পেয়েছিলেন গোল্ডেন বুট।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩ বার ও বুন্দেশলিগায় ২ বার সর্বাধিক গোলস্কোরার।

ফেডেরিকো ভালভের্দে (উরুগুয়ে)
- চলতি বছরই রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন।
- রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ডান প্রান্তের তিনটি পজিশন- ব্যাক, উইং ও মিডফিল্ডে খেলতে অভ্যস্ত।

ব্রুনো ফার্নান্ডেজ (পর্তুগাল)
- ২১ অ্যাসিস্টে এই বছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এক মরশুমে সর্বাধিক অ্যাসিস্টের নজির গড়েছেন।
- ২০১৮-'১৯ ও ২০২৪-'২৫ উয়েফা নেশনস লিগ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন।

ওসমানে ডেম্বেলে (ফ্রান্স)
- গত বছর ফিফার সেরা খেলোয়াড়।
- পরপর দুই বছর প্যারিস সাঁ জাঁ-র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কেভিন ডি ব্রুয়েন (বেলজিয়াম)
- ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে খেলার সময় পাস মাস্টার বলা হত।
- দেশের হয়ে খেলেছেন ১১৭টি ম্যাচ।

লামিনে ইয়ামাল (স্পেন)
- ১৮ বছর বয়সেই দেশ ও ক্লাব মিলিয়ে ৬টি ট্রফি জয়ের স্বাদ।
- শেষ হওয়া মরশুমে বার্সেলোনাকে এনে দিয়েছেন লা লিগা, কোপা ডেল রে ও সুপার কাপ।

কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)
- ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল করেছেন।
- ২০১৬ সালে ফ্রান্সের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের ৫ বছর পর এনে দেন উয়েফা নেশনস লিগ।

হুলিয়ান আলভারেজ (আর্জেন্টিনা)
- ২০২২ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। জিতেছেন ২০২১ ও ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকাও।
- ক্লাব ফুটবলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, উয়েফা সুপার কাপ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ। ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে দ্রুততম গোলের (৪০ সেকেন্ড) রেকর্ডও রয়েছে আলভারেজের।

মাইকেল ওলিসে (ফ্রান্স)
- গত বছরের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে উত্থান।
- ক্রিস্টাল প্যালেসের হয়ে চলতি শতাব্দীতে ক্লাবের কনিষ্ঠতম গোলস্কোরার। বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে জিতেছেন বুন্দেশলিগা, জার্মান কাপ।

এনজো ফার্নান্ডেজ (আর্জেন্টিনা)
- ২০২২ বিশ্বকাপ, ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জয়ী দলের সদস্য।
- চেলসির জার্সিতে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, কনফারেন্স লিগ জিতেছেন এই মিডফিল্ডার।

ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
- প্রথম আমেরিকান হিসেবে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চেলসির জার্সিতে পেয়েছেন উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ।
- ২০ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলের অধিনায়ক হওয়ার নজির রয়েছে এই উইঙ্গারের।

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
- চার বছর আগে বিশ্বকাপ জয় ছাড়াও ক্লাব ফুটবলে রয়েছে ৪০টি ট্রফি।
- সর্বাধিক আটবার ফিফার সেরা ফুটবলার।

নেট বোলারের ভূমিকায় টেস্টে ব্রাত্য আকিব!

নিউ চণ্ডীগড়, ২ জুন : আইপিএল শেষ। গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে রবিবার টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরে তুলেছেন বিরাট কোহলি-রজত পাতিদাররা। সবকিছু ছাপিয়ে বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডবে মেগা লিগের আকাশছোঁয়া আকর্ষণে গা ভেজানো। প্রায় মাস দুয়েক ধরে চলতে থাকা আইপিএলের সেই রেশ ঝেড়ে এবার টেস্ট ক্রিকেটে ঢুকে পড়ার অপেক্ষা।

প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। ৬ জুন নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। টি২০-র রঙিন ফরম্যাটের উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। মঙ্গলবার তারই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা।

সকালে আফগানিস্তান টিম অনুশীলন করে মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে। দুপুরে ভারতীয় দল। দুপুর ২টা থেকে ঘণ্টা তিনেক পুরোদস্তুর অনুশীলন ঘাম ঝরান লোকেশরা। আজ অবশ্য পুরো দল হাতে পাননি গৌতম গম্ভীররা। রবিবার আইপিএল ফাইনাল ছিল। ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য বাড়তি বিশ্রাম নিতে ছাড় দেওয়া রয়েছে ভারতীয় টেস্ট দলে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাটের প্লেয়ারদের।

এদিনের অনুশীলনে অবশ্য উপস্থিত ছিলেন গত রনজি ট্রফির সর্বাধিক উইকেটশিকারি আকিব নবি দার। তবে নেট বোলারের ভূমিকায়! জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম রনজি ট্রপি জয়ের মূল কারিগর আকিব। বোলিংয়ের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়েও প্রতিভার ছাপ রাখেন। তারপরও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে আকিবের সুযোগ পাননি। যে বিতর্ক আরও উসকে দেয়, আকিবকে টপকে ঘরোয়া মরশুমে সেভাবে ছাপ রাখতে না পারা পাঞ্জাবের গুরনুর ব্রারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো নেট বোলারের দায়িত্বে এবার আকিব। নেট বোলারের তালিকায় বাকিরা হলেন প্রিন্স যাদব, গুরজপনীত সিং, জিশান আনসারি, শিবাং কুমার, সারাংশ জৈন। বিসিসিআইয়ের তরফে এদিন নেট বোলারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শীর্ষ এক আধিকারিক জানান, টানা ক্রিকেটের ধকলের পাশাপাশি যাতায়াতের ক্লান্তির কথা মাথায় রেখেই নেটে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের যথাসম্ভব বিশ্রাম দিতেই এই ভাবনা। জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দলে একাধিক নতুন মুখ।

বিদর্ভের স্পিন অলরাউন্ডার হর্ষ দুবে অন্যতম। স্বপ্নপূরণের খুশি নিয়ে হর্ষ এদিন বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইট দেখার আগে পর্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে প্রেস কনফারেন্সে (দল ঘোষণার) আমার নাম শোনার পর অনেকক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলাম। বাবা মনে করেছিল ভারতীয় 'এ' দলে হয়তো ডাক পেয়েছি। নিশ্চিত হওয়ার পর আমাকে ভিডিও কল করেন।'

এদিকে, প্র্যাকটিস শুরুর দিনেই ভারতীয় দলের স্পিন কোচ হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। অতীতে রাহুল দ্রাবিড় হেডকোচ থাকাকালীন সহকারী কোচ হিসেবে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন লেগস্পিনার। আসন্ন

ভারতীয় দলের স্পিন কোচ বাহুতুলে

আফগানিস্তান সিরিজের জন্য সেই সাইরাজেই ভরসা।

সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের স্পিন বোলিং কোচ ছিলেন। অতীতে কেরল, বাংলা রনজি ট্রফি দলকে কোচিং করিয়েছেন। বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। যে অভিজ্ঞতা এবার ভাগ করে নেবেন কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দরদের সঙ্গে। যোগ দেবেন গৌতম গম্ভীর (হেডকোচ), সীতাংশু কোটাক (ব্যাটিং কোচ), মর্নি মরকেল (ফাস্ট বোলিং কোচ), টি দিলীপ (ফিল্ডিং কোচ), রায়ান টেন ডোসেটদের (সহকারী কোচ) টিমে।

বৈভবের দ্বিশতরানের অপেক্ষায় ললিত মোদি

নয়াদিল্লি, ২ জুন : বৈভব সূর্যবংশীর 'ভক্তদের' তালিকায় এবার ললিত মোদিও। আইপিএল সৃষ্টির কারিগরের দাবি, হলিউড-বলিউড তারকাদের জনপ্রিয়তায় পিছনে ফেলে দেবেন বিস্ময় বালক। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে তারকা-মহাতারকাদের পিছনে ফেলে সর্বাধিক রানের নজির গড়েছেন বৈভব (৭৭৬ রান)। বাকি ক্রিকেট বিশ্বের মতো মুগ্ধ আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

অল্পতে অবশ্য তৃপ্ত হতে নারাজ ললিত মোদি। মুখিয়ে আছেন টি২০ ইতিহাসে বৈভবের ব্যাট থেকে প্রথম দ্বিশতরান দেখার জন্যও। উইজডেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৈভবের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'সেই দিনটার জন্য অপেক্ষায় আছি, যেদিন তুমি দুশো করবে। অর্থ যেন তোমার মাথা ঘুরিয়ে না দেয়। তুমি বিশ্বের এক নম্বর সুপারস্টার হয়ে উঠবে। হলিউড, বলিউড তারকাদের ছাপিয়ে যাবে।'

'হলিউড-বলিউড তারকাদের ছাপিয়ে যাবে'

অতুল ওয়াসন আবার বৈভবের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের ছায়া দেখছেন। প্রাক্তন পেসারের যুক্তি, তরুণ শচীনের মধ্যে যে আগ্রাসন ছিল, তার ঝলক বৈভবের ব্যাটেও। টানলেন ১৯৮৯ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে (পাকিস্তানে) শচীনের পরিণত ক্রিকেটের কথাও। ওয়াসন বলেছেন, 'আমাকে ১৬ বছর বয়সি শচীনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বৈভব। এই বয়সে এরকম পরিণত ক্রিকেট, দাপট! এক প্রজন্মে একজনই মেলে এই রকম।'

শচীনের সঙ্গে জাতীয় দলে খেলছেন। ১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে কপিল দেব, মনোজ প্রভাকরদের পার্টনার ডানহাতি পেসার ওয়াসন আরও বলেছেন, '১৯৮৯ পাকিস্তান সফরে পরিণত ক্রিকেট ও দাপট দেখেছিলাম শচীনের। ঈশ্বর ওর মধ্যে সবকিছু ঢেলে দিয়েছিল। বৈভবের সরে শুরু। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। তবে শুরুটা শচীনের মতো। ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা।'

বৈভবকে নিয়ে প্রশংসার পাশাপাশি সতর্কও করছেন। দিল্লি রনজি ট্রফি দলের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, যে কোনও ক্রিকেটারের জন্য টেস্ট মূল মঞ্চ। লক্ষ্যপূরণে বৈভবকে সঠিক দিশা দেখানো দরকার। শুধু মাঠে নেমে ছক্কা হাঁকানোয় আটকে থাকলে চলবে না। বৈভবের প্রতিভা আরও অনেক বেশি। চাপমুক্ত হয়ে শচীন, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলির মতো কমপ্লিট প্লেয়ার হয়ে উঠতে পারে, সেটাই যেন অগ্রাধিকার পায়।

ফিটনেসের লক্ষ্যে সিওই-তে হাজির হার্দিক

বেঙ্গালুরু, ২ জুন : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। নিজে ফর্মে নেই। ফিটনেস নিয়েও রয়েছে সমস্যা। উপরি হিসেবে আইপিএলের আসরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবেও ব্যর্থ। দলকে দিশা দিতে না পারার পাশে সতীর্থদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সেই ব্যর্থতার প্রভাব হার্দিকের আগামীর ক্রিকেট কেরিয়ারে প্রবলভাবে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত যাই হোক, একরাশ বিতর্ক ও আগামীর অনিশ্চয়তা নিয়ে আজ হার্দিক পৌঁছে গিয়েছেন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। ফিটনেসের লক্ষ্যে আগামী কয়েকদিন সেখানেই কাটাবেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। শুধু তাই নয়, সিওই-তে হার্দিকের ফিটনেস পরীক্ষা হতে পারে বলেও খবর রয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন হার্দিক। গত ১৯ মে দল নির্বাচনের পর জাতীয় নির্বাচকরা জানিয়েছিলেন, হার্দিক ও রোহিত শর্মার একদিনের সিরিজে খেলা নির্ভর করছে তাঁদের ফিটনেসের উপর। দুইজনেরই ফিটনেসের সমস্যা রয়েছে। আইপিএলের সময়ই চোট পেয়েছিলেন তাঁরা। রোহিত এখনও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির না হলেও হার্দিক আজই পৌঁছে গিয়েছেন। এখন দেখার, সিরিজ শুরুর আগে ফিট হয়ে শুভমান গিলের সংসারে হার্দিক যোগ দিতে পারেন কিনা।

সেপ্টেম্বরে নিজের দেশেই 'অতিথি' ভারত!

নয়াদিল্লি, ২ জুন : খেলা হবে ভারতের মাটিতে। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। অথচ, সেপ্টেম্বরের সেই আসন্ন সিরিজে নিজের দেশেই অতিথি টিম ইন্ডিয়া।

শুনে চমকপ্রদ মনে হতেই পারে। কিন্তু আগামী সেপ্টেম্বরে এমনই দৃশ্য দেখতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। ৬ জুন থেকে এক টেস্ট ও তিন ওয়ান ডে-র সিরিজে ভারতের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান। সেই সিরিজের আয়োজক ভারতই। অথচ, সেপ্টেম্বরের ছবিটা পুরো আলাদা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট মাঠ নেই। আধুনিক ক্রিকেটের পরিকাঠামোও নেই। এমন অবস্থায় অনেকদিন ধরেই আফগানিস্তান ভারতের মাটিতে 'হোম' সিরিজ খেলে। সেপ্টেম্বরের তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজও সেই কারণেই হবে ভারতের মাটিতে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নজরদারিতে। অতিথি হিসেবে সেই সিরিজে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। জানা গিয়েছে, দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডই এমন অভিনব সিরিজ খেলতে রাজি হয়েছে। নয়াদিল্লিতে ১৩, ১৬ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ হওয়ার কথা। যদিও সরকারি সূচি এখনও ঘোষণা হয়নি।

আন্দ্রেভা দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে

প্যারিস, ২ জুন : মার্চে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে আট বছর পর নাওমি ওসাকার মুখোমুখি হয়ে জিতেছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। সেদিন সাবালেঙ্কা বলেছিলেন, 'ওর বিরুদ্ধে আরও ম্যাচ খেলতে চাই।' গত দুই মাসে আরও দুইবার দেখা হল দুইজনের। মঙ্গলবার চলতি বছরে তৃতীয়বার ওসাকাকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সাবালেঙ্কা। বিশ্বের এক নম্বর সাবালেঙ্কার পক্ষে স্কোরলাইন ৭-৫, ৬-৩।

ছুটছেন সাবালেঙ্কা

অন্যদিকে, মার্টিনা হিঙ্গিসের পর কনিষ্ঠতম হিসেবে রোলাঁ গারোয় টানা তিনবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আগেই রেকর্ড গড়েছিলেন মিরা আন্দ্রেভা। মঙ্গলবার সোরানা কিস্টেয়াকে ৬-০, ৬-৩ গেমে হারিয়ে ফরাসি ওপেনে দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে পৌঁছালেন তিনি। পুরুষদের সিঙ্গলসে জানিক সিনারের বদলা নিয়েছেন মাত্তেও বেরেত্তিনি। তিনি নোভাক-ঘাতক হুয়ান ম্যানুয়েল সেরুন্ডোলোকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/২), ৭-৬ (৮/৬) গেমে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। চমক অব্যাহত মাত্তেও আনাল্ডিরও। তিনি ৭-৬ (৭/৫), ৬-৭ (৫/৭), ৩-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৬-৪ গেমে ফ্রান্সিস টিয়াফোর বিরুদ্ধে জয় পান। এদিকে, চার বছর পর প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফেরার ঘোষণা করলেন ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সেরেনা উইলিয়ামস। চলতি মাসে লন্ডনে কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার কথা জানিয়েছেন তিনি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অভিদীপ্ত বসু। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ২ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হল জেওয়াইএমএ। মঙ্গলবার লিগের শেষ ম্যাচে তারা আরসিসিসি-কে ১১৩ রানে হারিয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি। এদিন প্রথমে জেওয়াইএমএ ৩২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রান তোলে। সন্দীপন দাস ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা অভিদীপ্ত বসুর অবদান ৩৭। শিবমকুমার সাহা ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে আরসিসিসি ২৫ ওভারে ৬৮ রানে গুটিয়ে যায়। বিশাল রায় ১১ ও অভিজিৎ বিশ্বাস ১৩ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেছেন, 'আজ সুপার ডিভিশন লিগ শেষ হল। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দল এবং ম্যাচ পরিচালনার জন্য যে সকল ক্লাব মাঠ দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

'আরসিবি-র সাফল্যে সবচেয়ে ঘাম ঝরিয়েছেন ডিকে'

নয়াদিল্লি, ২ জুন : বিরাট কোহলি নন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সাফল্যে সবচেয়ে বেশি ঘাম ঝরিয়েছেন দীনেশ কার্তিক! এমনই দাবি ভেঙ্কটেশ আইয়ারের। তাঁর মতে, কেরিয়ারের সবচেয়ে পরিশ্রমী, সেরা সাপোর্ট স্টাফ পেয়েছেন আরসিবি-তে। আরসিবি-র সাফল্যে নেপথ্য কারিগরদের নিয়ে ভেঙ্কটেশ বলেছেন, 'আমার দেখা সেরা সাপোর্ট স্টাফ টিম। খেলোয়াড়দের সঙ্গে বোঝাপড়া, প্রত্যেককে ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দলকে সামলানো-সবমিলিয়ে প্রশংসা কম পড়বে।' পাশাপাশি আরও জানান, হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারাও প্লেয়ারদের ওপর ভরসা রেখেছে। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের সেরাটা খেলতে। ক্রিকেটারদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি। খেলোয়াড়দের ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে। আর আরসিবি-র সাজঘরের যে পরিবেশটাই সাফল্যের অন্যতম কারণ। সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের বিকল্প নেই, দলের প্রত্যেকের মধ্যে সেই মানসিকতা ঢুকিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বটা একান্তভাবে কার্তিকের জন্য তুলে রাখলেন। ভেঙ্কটেশ বলেছেন, 'সবচেয়ে

ব্যাটিং কোচের প্রশংসায় ভেঙ্কটেশ

পরিশ্রমী? আমার মতে ডিকে। দলের মধ্যে সবচেয়ে খাটে ও। বাইরের নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটারদের সঙ্গে কাটানোর পর সেন্টার নেটেও বিরামহীন পরিশ্রম করে। ব্যাটারদের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্র্যাকটিসের জন্য বল থ্রো কোনও কিছু বাদ থাকে না। ডিকের মতো এত পরিশ্রমী ব্যাটিং কোচ আমি অন্তত দেখিনি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা হীরালাল ঘোষ - কে 07.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64L 88115 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বহু মানুষের জীবনে অনেক সুখ এনে দিয়েছে। প্রত্যেকেই যেন কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। এই অসাধারণ সহায়তার জন্য আমি পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। "ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।